يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال

আত্-তাহরীদ

প্রস্তুতি সংখ্যা জুন ২০১২

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য
-জাষ্টিস আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.)

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন
-মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (দা.বা.)

জান দেবো, জান্নাত নেবো
-মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা.বা.)

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল

আফগানিস্তান মার্কিনীদের মরণ ফাঁদ

শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.
উনবিংশ শতাব্দীর জিহাদের মূল কাণ্ডারী

طاغوت

بسم الله الرحمن الرحيم

আত্ তাহরীদ

প্রস্তুতি সংখ্যা, জুন ২০১২

শুভেচ্ছা বিনিময়

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

মেইল পাঠাবার ঠিকানা:

at.tahreed@hotmail.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়..০২

দারসুল কুরআন......................................০৩

দারসুল হাদীস :

সাহায্য প্রাপ্ত দল......................................০৪

দারসুল আকাইদ:

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ...........................০৬

-আবূ বকর সিদ্দিক

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য..............................১০

-মূলঃ জাস্টিস আল্লামা ত্বকী উসমানী (দা. বা.)। অনুবাদঃ নাসরুল্লাহ মানসূর

মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ..............................১২

-মূলঃ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহ.)। অনুবাদক: আহমাদ খুবাইব

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন.......১৫

-মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিজাহুল্লাহ)। -শাইখুল হাদীস ও মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ।

অনুবাদঃ আসেম ও নাসরুল্লাহ।

আন্তর্জাতিক জিহাদ : বিভিন্ন সংশয় নিরসন ১৮

উস্তাদ আহমাদ ফারুক (হাফিজাহুল্লাহ) -এর সাক্ষাৎকার। বিভাগীয় প্রধান: তানজিম আদ-দাওয়া, পাকিস্তান।

জান দেবো, জান্নাত নেবো..............২১

–মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

গনতন্ত্র এ যুগের সবচেয়ে বড় শিরক.....২২

-মূল ঃ শাইখ আবু বাসীর আত্ তারতুস।

অনুবাদ ঃ ইবরাহীম রশীদ

'বিজয়ের' স্বপ্নে পরাজিত তারুণ্য......২৪

-আবূ উমায়ের খান

উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর একটি স্বপ্ন ও সুনানে আবু দাউদ...............................২৭

-নকী সীকান্দার

আমেরিকান মিডিয়া ও তাদের অন্ধ অনুসারী বিশ্ব......................................২৯

শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

উনবিংশ শতাব্দীর জিহাদের মূল কান্ডারী...৩০

ওহে আমেরিকান! ...এই হচ্ছে ওসামা!....৩২

-ওসামার (রহ.) সহযোদ্ধা

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল...৩৭

-আশরাফ বিন আব্দুর রহমান।

মাজলুমের আর্তনাদ...............................৩৯

-রেদওয়ান মাহমূদ

মুসলমানদের নির্মূলে সার্বিক যুদ্ধের 'প্রস্তুতি' নিচ্ছে মার্কিন সেনারা...................................৪০

আফগানিস্তান মার্কিনীদের মরণ ফাঁদ.....৪১

–মাওলানা আসেম উমর (হাফিজাহুল্লাহ)

মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করণীয়......................................৪৩

-মুফতী এনায়েতুল্লাহ

মিশরে ছিলেন এক নেতা.........................৪৭

যারা পিছন পড়ে থাকে তাদের জন্য একটি উপদেশ.......................................৪৮

-ইবনে নুহ্‌হাস আদ দামেশকী (মৃত্যু ঃ ৮১৪)

হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা........৫২

-ময়দান থেকে একজন বীর মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ)

আত তাহরীদ মিডিয়ার পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি আহবান.........................৫৬

প্রিয় পাঠক!

কেমন দেখতে চান আমাদের আগামী পত্রিকা?

আপনার মতামত, পরামর্শ, মন্তব্য জানিয়ে আজই মেইল করুন আমাদের ঠিকানায়।

তাওহীদ, ঈমান, আকীদা, জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আপনার যে কোনো প্রামাণ্য লেখা পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

at.tahreed@hotmail.com

সম্পাদকীয়

আমরা বিশ্বাস করি, বহুদিন ধরে জুলম আর মিথ্যাচারের মাধ্যমে বাঙ্গালীর কাছ থেকে লুণ্ঠিত ইসলামী মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে বাংলাভাষী কিছু সংখ্যক সত্য প্রচারকারীর সাহসী পদৰেপ এই ভীরব সমাজে আবারো জন্ম দিতে পারে তিতুমীরের (রহ.) মত অসংখ্য মুজাহিদের।

আমরা আলৱাহর কাছে তাওফীক চাই, যেনো হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চলমান বিশ্বময় জিহাদে বাঙ্গালী জাতি মূল্যবান অংশগ্রহণে পিছপা না হয়।

তাই আলহামদুলিলৱাহ, আমরা নিজেদের ছা'পোষা জীবনের ইতি টেনে বেছে নিয়েছি জিহাদী জীবনকে। আর যারা সত্য শোনার প্রকৃত সাহস রাখে তাদের আশ্বাস দিচ্ছি, যদি তুমি সত্যিই সাহস রাখো সত্য শুনতে, পরিণতির কথা ভেবে আমরা কখনো দ্বিধা দেখাবো না তোমায় সত্য শুনাতে। আমরা দৰ কৃষকের মত হৃদয় চিরে স্বপ্নের বীজ বুনে যাবো। তোমার হৃদয়ের উর্বরতা পেলেই তা হয়ে যাবে বিশাল মহিরবহ।

জেনে রাখো ভাই!
ননীর পুতুল হয়ে থাকার দিন বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাই বাড়াও তোমার হাত, কে আছো জিহাদে উদ্বুদ্ধ হবে।

দারসুল কুরআন

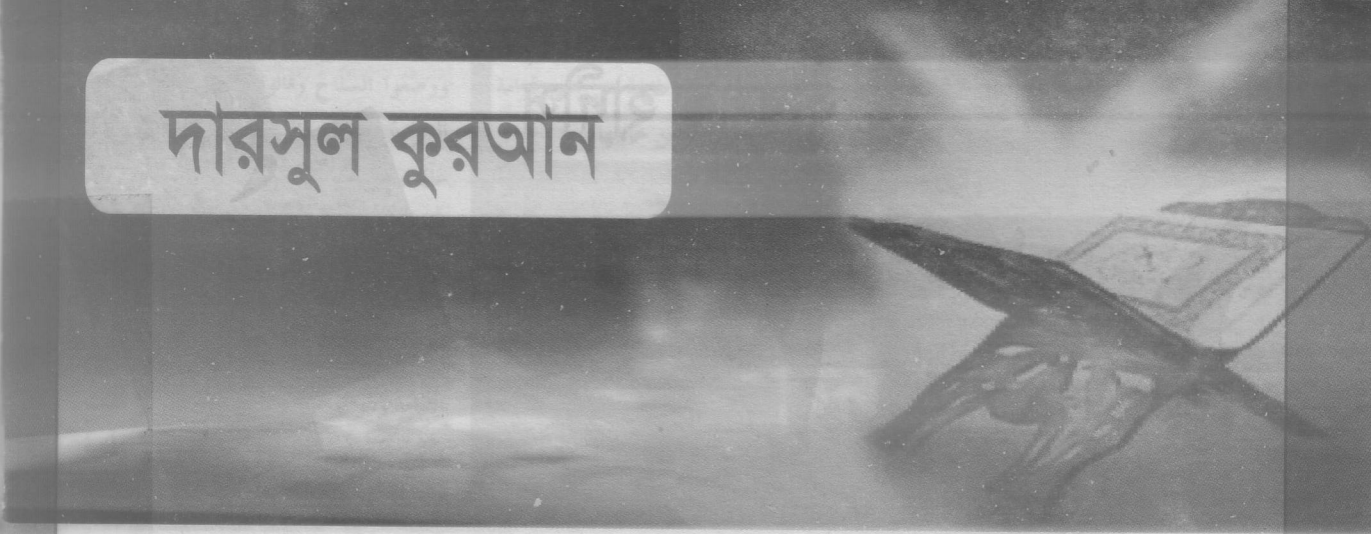

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ.

অর্থ: "হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে কিতালের (যুদ্ধের)প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৬৫)

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করুন কাফেরদের শত্রুতাকে প্রতিরোধ করা জন্যে এবং বাতিল মতবাদের উপর আল্লাহর কালিমা ও ন্যায় ও ইনসাফের কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য। কারণ সেটা মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়।

এই জন্যেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। যখন মুশরিকেরা দলে দলে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হচ্ছিল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের কিতালের উপর উদ্বুদ্ধ করছিলেন এবং তিনি বলছিলেন:

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِىُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ». قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ». فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِى هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ - قَالَ - فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

অর্থ: "তোমরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমিনের প্রশস্ততার মত।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, উমাইর ইবনে হুমাম রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান ও যমিনের প্রশস্ততার ন্যায়? তিনি বললেন হ্যা।

উমাইর বলে উঠলেন, বাহ বাহ, কি চমৎকার!

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিসে তোমাকে বাহ বাহ বলতে উদ্বুদ্ধ করল?

তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! আমি তার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এরুপ বলেছি।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার অধিবাসী (হবে)।

রাবী বলেন, তারপরে তিনি তার সাথে থাকা থলি থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং খেতে লাগলেন। কিন্তু অল্প সময় পরই বললেন আমি যদি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অনেক দেরী হয়ে যাবে। রাবী বলেন, তারপর তিনি তার কাছে রক্ষিত খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।" (মুসলিম ৪৮০৯, তাফসীরে ইবনে কাসীর)

এলান

এ সংখ্যাটি প্রস্তুতিমূলক ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ার কারণে শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহ.) ও অন্যান্য উলামাদের লেখা বিস্তারিত ভাবে দেয়া সম্ভব হল না ইনশাআল্লাহ আগামী সংখ্যা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.), শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম(রহ.), শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহ.), ইমাম আনওয়ার আওলাকী (রহ.), শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ), উস্তাদ আহমাদ ফারুক (হাফিজাহুল্লাহ), মাওলানা মাসউদ আযহার (হাফিজাহুল্লাহ), আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.), মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (দা.বা.), মুফতী আব্দুল মালেক (দা.বা.), মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (দা.বা.)সহ অন্যান্য বিশ্ব বরেণ্য উলামায়ে কেরামের লেখা থাকবে -ইনশাআল্লাহ।

এতএব সকল বিষয়ে পাঠকদের দো'য়া ও সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

দারসুল হাদীস

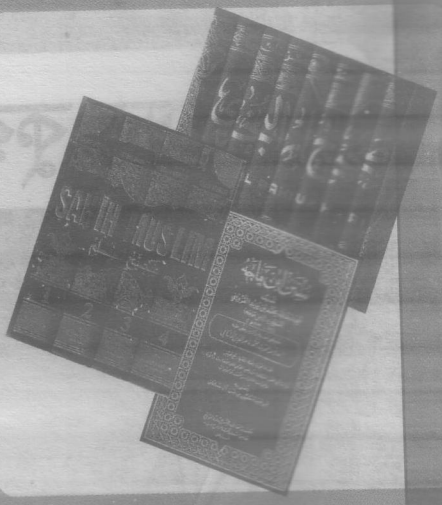

الطائفة المنصورة
সাহায্য প্রাপ্ত দল

طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ». صحيح مسلم

অর্থ: "আমর ইবনে হানি বলেন, আমি মুওয়াবিয়া (রা.) কে মিম্বারে উঠে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর নির্দেশের উপর সংগঠিত থাকবে। তাঁদের নিন্দুকরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না কিয়ামত আসা পর্যন্ত এবং তাঁরা মানুষদের উপর বিজয়ী থাকবে।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৬৪)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ». سنن أبي داود

অর্থ: "ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল হক্বের উপর থেকে লড়াই করবে এবং অন্যদের উপর বিজয়ী থাকবে। এমনকি সর্বশেষে দাজ্জালের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে।" (আবু দাউদ: ২৪৮৬)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

অর্থ: "মুগীরা (রা.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত, সর্বদাই আমার উম্মাতের একটি দল মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৬০)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

অর্থ: "জাবির ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং মুসলিমদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক্বের পক্ষে লড়াই করবে।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৬২)

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». صحيح مسلم

অর্থ: "জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্বের পক্ষে লড়াই করবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা বিজয়ী থাকবে।" (মুসলিম: ৫০৬৩)

قَالَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لاَ تَزَالُ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صحيح البخاري]

অর্থ: "মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই বিজয়ী থাকবে কিয়ামত আসা পর্যন্ত। আর তাঁরা হবে বিজয়ী।" (বুখারী, হাদীস ৭৩১১)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ « وَهُمْ كَذَلِكَ ». [صحيح مسلم]

অর্থ: "সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক্বের উপর বিজয়ী থাকবে। তাঁদের নিন্দুকরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ মুসলিম: ৫০৫৯)

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ». صحيح مسلم

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَقَالُوا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرُ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتْبَعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ (سنن النسائي كتاب الخيل)

অর্থ: "সালামা ইবনে নুফাইল আল কিন্দী (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের পার্শ্বে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ ঘোড়ার গুরুত্ব কম দিচ্ছে এবং অস্ত্র রেখে দিয়েছে। আর তারা বলে "জিহাদ নেই, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে।" আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে ফিরে বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে। লড়াই তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্বের উপর থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে। আল্লাহ তাদের জন্য কতগুলো সম্প্রদায়ের অন্তরকে বক্র করে দিবেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে রিযিক দিবেন। এমনকি আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রয়েছে।" (সহীহ, সুনানে নাসায়ী: ৩৫৬৩)

عن معاوية بن قرة عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة "

অর্থ: "সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিন্দুকরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ, ইবনে মাজাহ: ৬)

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها

অর্থ: "আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বদাই আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের বিরোধীরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহীহ, ইবনে মাজাহ: ৭)

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه قال : قام معاوية خطيبا فقال : أين علماؤكم ؟ أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس ، لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم "

অর্থ: "আমর ইবনে শু'য়াইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, মুয়াবিয়া (রা.) খুৎবার জন্য দাঁড়ালেন এবং তিনি বললেন, কোথায় তোমাদের উলামাগণ? কোথায় তোমাদের উলামাগণ? আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষদের উপর বিজয়ী থাকবে। তাঁরা পরওয়া করবে না কে তাঁদের নিন্দা করল এবং কে তাঁদের সাহায্য করল।" (ইবনে মাজাহ: ৯)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে, তারা কিতাল করবে, যুদ্ধ করবে এবং এরাই শেষ পর্যন্ত ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবে। সুতরাং যারা আল্লাহর রাস্তায় কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না বা যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনাও নেই তারা নাজাতপ্রাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলেও 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ' বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল হতে পারে না।

বর্তমানে যারা নিজেদেরকে 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র অনুসারী হিসেবে দাবী করে অথচ জিহাদের নাম শুনলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়, কপালে ভাঁজ পরে যায়, রাগে-ক্ষোভে দাঁত কড়মড় করে, হৃদপিন্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় তাদের জানা উচিৎ যে, ঈসা (আ:) যুদ্ধ করবেন, ইমাম মাহদীও যুদ্ধ করবেন।

সুতরাং যারা কোন পরাশক্তির চোখ রাঙ্গানী আর অস্ত্রের ঝনঝনানীর তোয়াক্কা না করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তারাই ইমাম মাহদীর সঙ্গে এবং ঈসা (আ:) এর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আর যারা বর্তমানে জিহাদের বিরোধিতা করছে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করছে, মুজাহিদীনদের সমালোচনা করছে এবং তাদেরকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করছে। যারা ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খুশি করার জন্য নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ ও কথার জিহাদ ইত্যাদির দ্বারা অপব্যাখ্যা করছে তারা অচিরেই দাজ্জালের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে নানারকম ফতওয়া দিবে আর দাজ্জালকে সমর্থন যোগাবে।

সুতরাং বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে জিহাদ ও কিতালের পথে চলে আসুন। 'আত তায়েফাতুল মানসুরাহ'র এর সদস্য হোন। শাহাদাতের তামান্নায় এগিয়ে যান নবী-রাসূলগণের আলোক উজ্জ্বল দীপ্ত রাজপথের দিকে।

সুখবর! সুখবর! সুখবর

শীঘ্রই আসছে বাংলা ভাষায় অনুদিত মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর সুযোগ্য ছাত্র শাইখ আবদুল মুনঈম মুস্তফা হালিম (আবু বাসীর আত তারতুসী) রচিত:

هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعوا اليه

"এটাই আমাদের আক্বীদা এবং এর দিকেই আমরা আহবান করি।"

নামক এক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

আগ্রহী পাঠকদের কিতাব গুলো পড়ে দেখার অনুরোধ রইল।

দারসুল আকাইদ

نواقض الإيمان

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

-আবু বকর সিদ্দীক

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। আর এই ঈমানই আমাদের মূল জিনিস কারণ ঈমান ছাড়া কোন ইবাদাতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না। সূরা আসরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মানুষকেই প্রথমে ক্ষতিগ্রস্থ বলেছেন। কিন্তু পরের আয়াতেই ৪টি গুণ সম্পন্ন মানুষদেরকে এই ক্ষতির বাইরে রেখেছেন। আর এই ৪টি গুণের প্রথমটিই হচ্ছে ঈমান।

আর ناقض বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সালাত বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, ঠিক তেমনিভাবে ঈমান বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সালাতরত (নামাজরত) অবস্থায় সালাত বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটি, যেমন সালাতের মধ্যে শব্দ করে হাঁসলে, কিছু খেলে অথবা কিছু পান করলে তার সালাত যেমন বাতিল হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি ঈমান বিনষ্টকারী কিছু বিষয় আছে, যার মধ্যে বান্দা পতিত হলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সে কাফের-মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে।

ঈমান বিনষ্টকারী বেশ কিছু কারণ আছে। ইমাম ইবনুল কাইউম রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.সহ অন্যান্য বিদ্বান উলামাগণ এরকম ১০ টি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও কারণগুলো ১০ এর ভিতর সীমাবদ্ধ নয়। আরও বেশ কিছু ঈমান ভঙ্গের কারণ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধান প্রধান ১২ টি ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করতে যাচ্ছি।

ঈমান বিনষ্টকারী প্রধান বারটি বিষয় নিম্নে দেয়া হলো :

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা: আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই তুমি যদি আল্লাহর সাথে শরীক কর, তোমার সকল আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" [সূরা যুমার: ৬৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শিরক করলে ছাড় পেতেন না, তখন তাঁর উম্মাত শিরক করলে ছাড় পাবার কোন সম্ভবনাই আর থাকল না। এই শিরক এমন এক গুনাহ, যার থেকে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাবার আগে তওবা করে যেতে না পারলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আল্লাহ আরও বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

অর্থ: "কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।" [সূরা মায়েদা:৭২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করা, মাজারে সিজদাহ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আইন বিধানদাতা মানা, মানব রচিত আইনের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া ইত্যাদি সবই শিরক; যা একজনকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম বানানো যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করে: মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন অন্যদের ইবাদত করে, যারা না পারে তাদের ক্ষতি করতে আর না পারে কোন ভাল করতে। তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল (হে মুহাম্মাদ)! তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও জমিনের মধ্যকার ঐ জিনিসের ব্যাপারে সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি জানেন না। তারা যে সমস্ত শিরক করছে আল্লাহ পাক এর থেকে পবিত্র ও উচ্চ।" [সূরা ইউনুস:১৮]

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরে যারা যায়, তাদের অধিকাংশের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়। কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে তাদের কাছে দোয়া করে। তাদের উদ্দেশ্যে মানত করে। পশু যবাই করে। তাদের কাছে সাহায্য কামনা করে এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এসব কাজ কুফর ও শিরক যা কিনা ঈমান ভঙ্গের কারণ।

মক্কার কাফিররা নবী-রাসূল ও ওলী-আউলিয়াদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূঁজা করত। আর তারা বলত:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থ: "আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়।" [সূরা যুমার:৩]

আর এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদাআত করেন না তাকে যে মিথ্যাবাদী কট্টর কাফের।" [সূরা যুমার: ৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাদের শুধু কাফির না, কট্টরপন্থী কাফির বলেছেন। অথচ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের আনুগত্য করে, শুধুমাত্র এই জন্যই করে যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে। কিন্তু এই কারণেই তারা আল্লাহর নিকটবর্তী না হয়ে বরং মুশরিক ও কট্টরপন্থী কাফিরে পরিণত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, রাসূলগণ আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম বটে, কিন্তু এর অর্থ শুধু সংবাদ পৌঁছানোর মাধ্যম।

৩। মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সঠিক মনে করা:

মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" [আল ইমরান:১৯]

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায়, তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা আলে ইমরান:৮৫]

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে; তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলিমের সন্দেহ পোষণ করা।

যেমন ইহুদী, নাসারা, মাজুসি (অগ্নি পূজারি), বৌদ্ধ, জৈন, মূর্তি পূজারী হিন্দু, পৌত্তলিকদের শিরক ও কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই। তাই কোনো মুসলমান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। করলে সেও ইজমার দলীল দ্বারা কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এ দৃষ্টিকোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরণের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।" [সূরা তওবা: ২৮]

আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের দেখা যায়, ইসলামের পাশাপাশি বিধর্মীদের ধর্মবিশ্বাসকেও সঠিক মনে করে থাকে আর বলে, যে যে ধর্মে আছে সে সে ধর্মে থেকে জান্নাতে যেতে পারবে। এই আকীদাহ রাখা মাত্রই একজন মুসলিম দাবীদার কাফিরে পরিণত হয়ে যাবে। নেতা-নেত্রীদের অনেককেই দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় সমাবেশে গিয়ে বিধর্মীদের আকীদার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য দিয়ে থাকে। এদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই; পায়ুপথ থেকে বায়ু বের হওয়ার সাথে সাথে যেমন অজু ভেঙ্গে যায়, ঠিক তেমনি এইরূপ কুফরী আকীদা প্রকাশ করার সাথে সাথে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

৪। রাসূল সা. এর দ্বীন, অথবা (পুণ্য কাজের) সওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয়ে রং-তামাশা, বিদ্রুপ করা :

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

অর্থ: "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল! তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। নিশ্চয় ঈমানের পর তোমরা কুফরি করেছ।" [সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে অনেক নাট্যানুষ্ঠানে ও সিনেমায় খারাপ চরিত্রের অভিনয়ের জন্যে দাঁড়ি, টুপি ও ইসলামী পোষাককে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আল-কুরআনের কোন শব্দ বা আয়াত, কোন ঘটনা প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো নবীর নাম, কেউ কেউ এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেন যাতে বিদ্রুপ বুঝা যায়। এ ধরনের বিদ্রুপ উদ্দেশ্যমূলক হোক বা হাসি ঠাট্টামূলক হোক, সবই কুফুরী। আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাঙ্গ কার্টুন প্রতিযোগিতা করা হয়। যা শুধু ঈমান ধ্বংসের কারণই নয় বরং এই কাজের কারণে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপমানকারীরা, ব্যাঙ্গকারীরা, বিদ্রুপকারীরা অতীতেও তওবা ও ক্ষমার সুযোগ পায়নি, আজও পাবে না ইনশাআল্লাহ।

আউস গোত্রের সাহাবী কর্তৃক কাব বিন আশরাফকে হত্যা, খাযরায গোত্রের সাহাবী কর্তৃক আবু রাফেকে হত্যা, কাবা ঘরের গিলাফ ধরে থাকা ইবনে খতালকে হত্যা এবং যে সকল মহিলা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে খারাপ কবিতা পড়েছিল তারা দাসী এবং মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমা না করে হত্যা করার ঘটনাগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য দলিল হয়ে থাকবে।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا.

"আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের উপর আদেশ করছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত বসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়। (এমনটি করলে) তোমরা তো তাদের মতই হয়ে গেলে। আল্লাহ তা'আলা সব কাফির ও মুনাফিকদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" [সূরা নিসা: ১৪০]

৫। যাদু:

যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া। তাওলা হচ্ছে (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ, যাতে স্ত্রীর ভালবাসায় স্বামী পাগল প্রায় হয়ে থাকে। এটা শিরক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা বিপদাপদ দূর করা এবং উপকার বা কল্যাণ সাধনের বিষয়টিকে গাইরুল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

অর্থ: "তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না।" [সূরা বাক্বারা : ১০২-১০৩]

৬। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।" [সূরা মায়েদা: আয়াত ৫১]

বলার অপেক্ষা রাখে না সৌদি আরবসহ সারা বিশ্বের মুসলিম নামধারী শাসকরা আজ এতে লিপ্ত। চারদিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর যেই প্রান্তেই একদল মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য দাঁড়াচ্ছে, তাঁদেরকে এই মুসলিম নামধারী তাগুত নেতারা অমুসলিম কাফের তাগুত শাসকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর মুসলিম নামধারী অনেকে ইহুদী-খ্রিস্টান, তাগুত শাসকদের সাথে মুখে মুখ আর সুরে সুর মিলিয়ে মর্দে মুজাহিদদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে নামকরণ করছে।

আর এই মুসলিম নামধারী তাগুত শাসকেরা নিজেদের ভূমিকে খুলে দিয়েছে এই ইহুদি খ্রিস্টান শাসকদের জন্য এবং নিজেদের সেনাবাহিনী দ্বারা তাদের অবিরাম মদদ দিয়ে চলছে। এমনকি এই মর্দে মুজাহিদদের অবর্তমানে তাদের বিবি বাচ্চাদেরও তুলে দিচ্ছে এই বিধর্মী তাগুত শাসকদের হাতে।

৭। মূর্তি, প্রতিমা, মানব রচিত সংবিধান ইত্যাদিসহ অন্যান্য তাগুতকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার জন্য শপথ করা:

অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের স্থান হবে ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং গাইরুল্লাহর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে। দ্বীনের প্রকাশ হবে মুখে স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে। এমনিভাবে দ্বীনের স্থান হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কার্যকর করা এবং যাবতীয় কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে।

এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয়ে যদি বান্দা ভিন্নমত অবলম্বন করে তাহলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন পরিত্যাগ করলো বলে বিবেচিত হবে।" [আদদুরার আস সানিয়া: ৮/৭৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি মূর্তি প্রতিমা বা মানব রচিত সংবিধানকে সম্মান দিল অথবা এগুলো রক্ষার জন্য শপথ করল, সে মূলত: তাগুতকে স্বীকার করে নিল। আর তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতিত কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। মুহাব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা: আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

অর্থ: "আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায় এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী।" [সূরা বাক্বারা : আয়াত ১৬৫]

এই আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য গাইরুল্লাহকে ভালবাসা কাফেরদের স্বভাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল গাইরুল্লাহকে ভালবাসা কুফরী কাজ; যা ঈমান ভঙ্গের একটি কারণ।

৯। যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবী সা. এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তম:

মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: "না, (হে মুহাম্মদ) তোমার রবের কসম! তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে, সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করবে।" [সূরা নিসা : আয়াত ৬৫]

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থ: "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আমি আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম ও আমি সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামত এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে কবুল করলাম।" [সূরা মায়েদা : আয়াত ৩]

অতএব যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিদায়াতের চেয়ে অপর কারো হিদায়াত অধিক পূর্ণাঙ্গ অথবা রাসূলের দেয়া বিধি-বিধানের চেয়ে অপর কারো বিধি-বিধান অধিক সুন্দর। তবে সে ব্যক্তির ইসলাম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

আজকাল লক্ষ লক্ষ মুসলিম নামধারী ব্যক্তি এ ধরনের বিশ্বাসে লিপ্ত। কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও আইন বিধানের চেয়ে অন্যদের আবিষ্কৃত এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অধিক সুন্দর মনে করছে। কেউ আবার রাসূলের হিদায়াতের চেয়ে বিভিন্ন ভন্ড, ভ্রান্ত পীর-ফকীরদের তরীকার হিদায়াতরূপী বিদয়াতকে অধিক পূর্ণাঙ্গ মনে করছে।

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র সুফীবাদ ইত্যাদির প্রেমিকরা কি প্রকৃত অর্থে মুসলিম থাকতে পারে?

১০। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত কোন বিষয়কে অপছন্দ করে:

যে ব্যক্তি রাসূলের আনীত কোন জিনিসকে ঘৃণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও বাহ্যিক ভাবে সে এর উপর আমল করে। ইরশাদ হচ্ছে-

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

অর্থ: "এটা এজন্য যে, এরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাকে ঘৃণা করে, ফলে আল্লাহ তাদের আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন।" [সূরা মুহাম্মাদ: ০৯]

আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমকেই পর্দা, দাঁড়ি, ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা, আযান ইত্যাদিকে ঘৃণা করতে দেখা যায়। এ ধারাটি এদের উপর প্রযোজ্য। আর মুসলমান নামধারী কিছু মুরতাদ-কাফের আছে আমাদের সমাজে। তাদেরই একজন বলেছেন, আযান শুনলে আমার বেশ্যার আওয়াজের কথা মনে পড়ে। এদের উপর মুরতাদের হত্যা বিধান কার্যকর করা খুবই জরুরী।

১১। কোন কোন মানুষকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীআতের উর্দ্ধে মনে করা:

ঐ ব্যক্তি কাফের, যে মনে করে যে, কিছু মানুষ চেষ্টা-সাধনায় এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যে, তখন তার আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়ত মান্য করার প্রয়োজন থাকে না। এ ব্যাপারে তারা মুসা (আ.) ও খাজির (আ.) এর ঘটনাকে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে।

অথচ সে ঘটনার সাথে তাদের এ ধারনার আদৌ কোন সামাঞ্জস্য নেই। কেননা, প্রথমত খাজির (আ.); মুসা (আ.) এর সম্প্রদায় ও তাঁর (মুসার) নবুয়্যাত সীমানার বাইরে ছিলেন।

দ্বিতীয়ত: বিশুদ্ধ মতে খাজির (আ.) সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়া বিষয়ক নবী ছিলেন। তাই তিনি মুসা (আ.) এর শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

অনেক ভ্রান্ত বাতেনী মারেফতপন্থী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়ার বাইরে মনে করে। তারা বলে, আমরা তো হাক্বীকতের মঞ্জিলে পৌঁছে গেছি। অতএব সাধারণের জন্যে উপযোগী শরীয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অথচ রাসূল সা. বলেন:

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

অর্থ: "এ উম্মাতের কোন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান যদি আমার কথা শোনে, অতঃপর আমার উপর ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।" [সহীহ মুসলিম: ৪০৩]

আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী ও তাঁর রাসূল সা. কে বলেন:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

অর্থ: "আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর মৃত্যু আসা পর্যন্ত।" [সূরা হিজর: ৯৯]

সুতরাং বুঝা গেল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কারো জন্যই রাসূলের শরীয়ার বাইরে যাবার কোন সুযোগ নেই।

১২। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া:

আল্লাহর বাণী:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

অর্থ: "আর তাঁর চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে।" [সূরা কাহাফ: আয়াত ৫৭]

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ

অর্থ: "যারা কাফের তারা ভীতি প্রদর্শিত বিষয়সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা আহকাফ: ৩]

আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নেই। অনেকে আছেন কয়েকটা ডিগ্রী লাভ করেও অজুটা ঠিকমত করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন ফজরের সালাত বার রাকাত।

অনেকে পূজামন্ডপে বা আশ্রমে গিয়ে সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্টচিত্তে ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি - অভিবাদন, শঙ্খ ধ্বনির অভিনন্দন গ্রহণ করে পৌত্তলিকদের হাতে, নিজের কপালে সিঁদুর-তিলক লাগালে কী হয়, সে মাসআলাটুকুও জানে না।

তিনি কি তখন আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের উম্মাত থাকেন না কি রাম-দাস হয়ে যান সে পার্থক্যটুকুও জানার সৌভাগ্য ও জ্ঞান তার নেই।

আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানার এ অনাগ্রহ ও অনীহাকেই সর্বশেষ এ ধারায় সর্বসম্মতভাবে ওলামায়ে ইসলাম কুফুর বলেছেন। এক কথায় আল্লাহর দ্বীন শেখা থেকে বিরত থাকা, দ্বীনি বিধান অনুযায়ী আমল না করা ও দ্বীন কায়েম করার আন্দোলন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিরত থাকাই হল দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা। যারা দ্বীন থেকে বিমুখ থাকবে, দ্বীন শিক্ষা করবে না, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান মাল বাজি রাখবে না বা জিহাদ ও কিতালকে এড়িয়ে চলবে, তাদের মুসলিম দাবী করার অধিকার নেই। তাদের পুণরায় ঈমান নবায়ন করতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার আল হাফিয নামের উসীলায় ঈমান ধ্বংসকারী আকীদাহ, কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এবং আপনার আর রহমান, আর রাহীম ও আল গাফুর নামের উসীলায় আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন। আমীন।

জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

-মূলঃ জাষ্টিস আল্লামা তাকী উসমানী (দা.বা.)
অনুবাদঃ নাসরুল্লাহ মানসূর

ওলামায়ে কিরাম জিহাদের জন্য পৃথক পৃথক অনেক লক্ষ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। পরিস্থিতি ও সময়ের বিচারে আমরা এর সাথে আরো অনেক উদ্দেশ্য যুক্ত করতে পারি।

তবে ইসলামে জিহাদের নির্দেশ দেয়ার পেছনে মৌলিক উদ্দেশ্য হল, ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা আর কুফুরের প্রতাপ খর্ব করা।

সুদূর অতীত থেকে পাশ্চাত্য ইহুদী-খৃষ্টান চক্র ইসলামের জিহাদ নীতির বিরূদ্ধে অনেক প্রপাগান্ডা করে আসছে এবং এই বুলি আওড়াচ্ছে যে, -বাধ্য করে কাউকে মুসলিম বানানোর পথ হল জিহাদ। আর মুসলিমরা কোন দলিল প্রমাণ ছাড়া শুধু অস্ত্রের বলেই ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বময়। এ উদ্দেশ্য সাধনেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কুফুরী বিশ্বের উপর। অস্ত্রের ত্রাস আর তরবারীর আঘাতই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি আহবান মোটেই ছিল না তাদের কাছে।

তারা এসব কথা পূর্বেও বলেছে এখনো বলছে। এর কারণ হল, দ্বীন ইসলামের প্রতি শত্রুতা আর ইসলামের দাওয়াত ও জিহাদের হাকীকত সম্পর্কে চরম মূর্খতা। বরং বাস্তবতা হল, জিহাদের নির্দেশ এসেছে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করা আর কুফুর ও শয়তানী শক্তিকে পরাভূত করা। যা যুগে যুগে ফেৎনা-ফাসাদ, জুলুম নির্যাতনের আবর্জনায় পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করে রেখেছিলো এবং সব সময় সত্যকে অনুধাবন ও হক্বের দিকে অগ্রযাত্রার পথে বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

বাধ্য করে ইসলাম গ্রহণ করানোই যদি জিহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে জিযিয়া আদায়ের শর্তে (কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আপন ধর্মে বহাল থাকা) যুদ্ধ বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। জিযিয়ার বিধানই এ বিষয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ যে, জিহাদ মানে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। ইতিহাসের কোথাও এ কথা খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, মুসলিমরা কোন রাষ্ট্র জয় করার পর কোন কাফিরকে বাধ্য করেছে ইসলাম গ্রহণ করতে। বরং ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায় মুসলিমরা পরম উদারতার সাথে কাফিরদেরকে তাদের ধর্ম কর্ম পালনে পূর্ণ সুযোগ দিয়েছে। অতঃপর তারা ইসলামের অনুপম আদর্শ, উত্তম চরিত্র আর অকাট্য দলিল-প্রমাণ দেখে সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছে। জিহাদের সাথে আর ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার সাথে কোনই সম্পর্ক নেই।

জিহাদ তো এসেছে সে সকল অহংকারী, প্রবৃত্তিপূজারী দাম্ভিকদের দম্ভ চূর্ণ করার জন্য, যারা নিজেদের নোংরা স্বভাব আর খারাপ চিন্তার মিশ্রণ ঘটিয়ে বিধান রচনা করে আর তা দ্বারা আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পশ্চিমা চেতনার শিকার কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদকে জিহাদের ব্যপারে নিতান্তই দূর্বল অভিমত ও পরাজিত মানসিকতা পোষণ করতে দেখা যায়। কেউ কেউ জিহাদের হাকীকত না বুঝে, কাফির মুশরিকদের অভিযোগের সামনে কাচুমাচু হয়ে বলতে থাকে, জিহাদের বিধান তো এসেছে শুধু আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে। যেই কাফিররা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর হামলা করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয নেই। আরো এমন কত জবাব কত অলিক কথা-বার্তা। যার প্রমাণ কুরআন সুন্নাহ এবং ফিকহে ইসলামী এমনকি উম্মাতের ১৪০০ বছরের কর্মধারার কোথাও পাওয়া যাবে না। বর্তমান যুগে অনেক মুসলিম এ বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার। তাই আমরা বিষয়টিকে একটু বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করবো। জিহাদের হাকীকত (বাস্তবতা) এবং কুরআন হাদীসে বর্ণিত জিহাদ সংক্রান্ত বিধানাবলী ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য আমাদের আগে জানতে হবে, ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে জিহাদের উপর কয়টি স্তর অতিবাহিত হয়েছে এবং কখন জিহাদের বিধান চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

কুরআনে বর্ণিত জিহাদের স্তর সমুহঃ

প্রথম স্তর :

এটা হলো ধৈর্য্যের স্তর। সকল অত্যাচার সয়ে, নীরবে দাওয়াত দিয়ে যাওয়ার স্তর। এ সময় নবী আ. অস্ত্র হাতে নিতে নিষেধ করেছেন। ইসলাম মানতে গিয়ে বাতিলের পক্ষ হতে যত নিপীড়ন আসে, সব মুখ বুজে সয়ে যাও, প্রতিবাদ করতে যেওনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ: "সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার করো এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (সূরা হিজর ১৫, আয়াত ৯৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف : ١٩٩]

অর্থ: "তুমি ক্ষমা প্রদর্শন করো এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক।" (সূরা আ'রাফ ৭, আয়াত ১৯৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় সাহাবাদের বলেছেন,

إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا

অর্থ: "আমাকে ক্ষমার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো না।" (নাসায়ী, ৩০৮৬)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, "মাক্কী জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতালের অনুমতি দেয়া হয়নি।" (কুরতুবী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮)

জিহাদের দ্বিতীয় স্তর :

এ পর্যায়ে এসে কিতালের বৈধতা প্রদান করা হয়। তবে ফরজ করা হয়নি। সার কথা হল তোমরা অনেক নিপীড়িত হয়েছ, তাই যদি ইচ্ছে হয় তবে কিতাল করতে পার। তোমাদের অনুমতি দেয়া গেল। এ সর্ম্পকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

অর্থ: "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে বিজয়দানে সক্ষম।" (সূরা হজ্জ ২২, আয়াত ৩৯)

ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অনেক সালাফ আলেমগণ বলেছেন, এটাই হল জিহাদের প্রথম আয়াত এবং এ আয়াতের ভিত্তিতেই অনেকে বলে থাকেন যে সূরা হজ্জ মাদানী সূরা।

জিহাদের তৃতীয় স্তর :

জিহাদ ফরজ তবে সবার বিরুদ্ধে নয়। যারা মুকাবেলায় আসে কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধে। সার কথা হলো, আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত করো। কেউ অস্ত্র নিলে প্রতিহত কর। এই স্তর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তবে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ১৯০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.

অর্থ: "অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব উপস্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেন নি।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৯০)

জিহাদের চতুর্থ স্তর :

সকল কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা। চাই তারা আগে শুরু করুক বা না করুক। মোটকথা হল তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে বা জিযিয়া প্রদান করে। যাতে কুফুরী শক্তি ভূলুণ্ঠিত হয়ে অল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয়, ইসলাম হয় সমুন্নত। এই স্তরের সূচনা হয়েছে নবম হিজরীর হজ্জের চার মাস পর হতে। হজ্জের আমীর ছিলেন আবু বকর রাযি. এবং আলী রাযি.। হজ্জের সময় মক্কায় এই স্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবায় এই স্তরের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ: "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা করো, তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই। তাদেরকে পাকড়াও করো। তাদেরকে অবরোধ করো এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাকো। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ০৫)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

অর্থ: "তোমরা লড়াই করো আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা সহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ২৯)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

অর্থ: "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরুপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল ৭, আয়াত ৩৯)

এতক্ষণের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে জিহাদের আয়াতগুলো সব একবারেই নাযিল হয় নি। বরং ধীরে ধীরে জিহাদ পূর্ণতায় পৌঁছেছে এবং সর্বশেষ এ কথার উপর তা চূড়ান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর যমীনে যেখানেই কুফুরীর প্রাধান্য আছে সেখানেই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

বিষয়টি একটু বিস্তারিত বললে এমন দ্বারায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হলো এবং তাকে করে দেয়া হলো দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যতদিন তোমরা এই ফরিযা পালন করবে, ততদিন তোমরা থাকবে শেষজাতি আর ইসলাম থাকবে আদর্শ ধর্ম হিসাবে। আর শুনে রাখো! যদি এ বিধান পালনে অবহেলা করো, তবে তোমরা হবে সবচাইতে তুচ্ছ ও নির্যাতিত জাতি। আর পৃথিবী ভরে যাবে অনাচার অত্যাচারে।

সুতরাং এখন আর কারো জন্য এই অবকাশ নেই যে, পূববর্তী স্তরগুলো সংক্রান্ত কোন আয়াত বা হাদিস এনে জিহাদের বিধানে শিথিলতা সৃষ্টি করবে। ইসলামের অন্য সকল বিধানগুলো যেমন পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত, তেমনি জিহাদও চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার হুকুম বলবৎ রাখা হয়েছে।

সূত্র: তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম

মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ

-মূলঃ শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহ.)
অনুবাদঃ আহমাদ গুরাইব

"যদি মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও কুফ্ফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যক মুসলিম নর-নারীর উপর জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়, ঐ মুহূর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্যে সন্তানের প্রয়োজন হয় না তার পিতা-মাতার কাছ থেকে অনুমতি নেয়া এবং স্ত্রীরও তার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।" (ইমামুল মুজাহিদীন শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.)

মুসলিমদের ভুমিকে প্রতিরক্ষা করা ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ প্রথম দায়িত্ব (ইমামুল মুজাহিদীন শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.)

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের খারাপ আমল ও নফসের খারাবী থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে পথভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ দেন তাকে হিদায়াতদানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর ও তাঁর সাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

অতঃপর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এই দ্বীনকে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ পছন্দ করেছেন এবং এই দ্বীনের জন্যে সর্বশেষ নবীকে পাঠিয়েছেন, যিনি রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ প্রাপ্ত। তাঁকে পাঠানো হয়েছে তীর ও বর্শা দ্বারা, এই দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। এটি সবার নিকট সুস্পষ্ট দলিল ও যুক্তি দ্বারা চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত।

যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমাকে পাঠানো হয়েছে কিয়ামতের আগে তলোয়ার সহকারে। যাতে শিরক মুক্ত অবস্থায় এক আল্লাহর ইবাদাত করা হয়। তিনি আমার রিযিক রেখেছেন বর্শার ছায়াতলে। যারা আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করবে তাঁদের জন্যে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা। যা নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে এবং যে কাফেরদের অনুসরণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" (মুসনাদে আহমাদ, জামে সাগীর)

আল্লাহ তা'আলা মানবতার মুক্তির পথ রেখেছেন জিহাদের মধ্যে, কেননা তিনি বলেছেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.

অর্থঃ "আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ২৫১)

এভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এই বিধানকে মানব জাতির উপর অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন এবং এটিকে দ্ব্যর্থহীন করে দিয়েছেন। অন্য কথায় মানব জাতির পূণর্গঠনের জন্যই সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। যেন সত্য সদা বিজয়ী হয় এবং যা কিছু উত্তম তা বিস্তার লাভ করে। এর আরো একটি উদ্দেশ্য হল মু'মিনদের আমল এবং ইবাদাতের স্থানগুলোকে নিরাপদ রাখা। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

অর্থঃ "আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা হাজ্জ ২২, আয়াত ৪০)

আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে আরো পরিস্কারভাবে জানিয়েছেন, যারা জিহাদ ত্যাগ করবে, তিনি তাদের স্থানে অন্য এমন কাউকে নিয়ে আসবেন যারা এই কাজটি সম্পাদন করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ: "যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তবে তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন। আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ৩৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বস্তুকে পাপের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "কৃপনতা ও কাপুরুষতা।" এই উৎস দু'টি আত্মাকে কলুষিত করে এবং সমাজের নৈতিক অবনতি ঘটায়। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দিক হল কৃপণতা ও কাপুরুষতা।" (বুখারী, আবু দাউদ)

আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ জিহাদের বিধানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং মানব জাতিকে এর মাধ্যমেই শিক্ষা এবং নেতৃত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.

অর্থ: "আর আমি তাঁদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তাঁরা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত। যখন তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তাঁরা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো।" (সূরা সাজদা ৩২, আয়াত ২৪)

সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মাতের প্রথম অংশ ঈমানের দৃঢ়তা ও সংযমের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। আর শেষ অংশ কাপুরুষতা ও কৃপনতার দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।" (আহমাদ,বায়হাকী, তাবরানী হাদীসটি সহীহ)

দূর্ভাগ্যবশত : এমন কিছু জাতি ছিল, যারা মুসলিমদের উত্তরসূরী ছিল, তারা আল্লাহর বিধানকে অবহেলা করতো। তারা তাদের রবকে ভুলে গিয়েছিলেন। মহা মহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

অর্থ: "তাঁদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর, যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা মারয়াম ১৯, আয়াত ৫৯) তারা তাদের নফসের অনুসরণ করতো এবং তাদের আমলের খারাপগুলোকে তাদের নিকট শোভনীয় করে তোলা হয়েছিল। সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন প্রতিটি স্বার্থান্বেষী, উদ্ধত ব্যক্তিকে যে বাজারে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রিতে লাশের মত ঘুমিয়ে থাকে, দিনের বেলায় থাকে গর্দভের ন্যায় এবং দুনিয়াবী বিষয়ে জ্ঞানী আর আখেরাতের বিষয়ে একদম মুর্খ।" (সহীহ, জামে সাগীর, হাদীস নং ১৮৭৪)

হারিয়ে যাওয়া অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে একটি কর্তব্য হল জিহাদ। কেননা এটি এখন আর মুসলিমদের মধ্যে দেখা যায় না। যেন তারা এখন বন্যার পানিতে ময়লার মত হয়ে গেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন একটি সময় আসবে, যখন জাতিগুলো একে অপরকে প্রতিটি অঞ্চল থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে আহবান করবে। যেভাবে একই পাত্রে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য একে অপরকে আহবান করে থাকে। একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, 'এটা কি এই কারণে যে আমরা তখন সংখ্যায় কম হবো? তিনি বললেন না, বরং তোমরা হবে বন্যার পানির ময়লার মতো। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে 'ওয়াহান' ঢুকিয়ে দিবেন এবং তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়কে উঠিয়ে নিবেন। জিজ্ঞাসা করা হল- হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওয়াহান' কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং জিহাদের প্রতি ঘৃণা।" (আবু দাউদ, সহীহ আহমাদ) 'কিতালের প্রতি ঘৃণা' এই শব্দসহকারে সিলসীলা সাহীহা, হাদীস নং ৯৫৮)

কাফিরদের বিরূদ্ধে জিহাদ দুই প্রকার :

এক। আক্রমণাত্মক জিহাদ : (যেখানে শত্রুকে তার নিজ এলাকায় আক্রমণ করা হয়।) এক্ষেত্রে কাফিররা মুসলিমদের বিরূদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একত্রিত হয় না। এই জিহাদ ফরযে কিফায়া হয়। তবে এটা যদি সকলেই বর্জন করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

দুই। আত্মরক্ষামূলক জিহাদ : এটি হলো আমাদের ভুমি হতে কাফিরদের বের করে দেয়া -যা ফরজে আইন, অর্থাৎ সবার জন্যে আবশ্যকীয় কর্তব্য। সকল প্রকার ফরজ সমূহের মধ্য হতে এটি হল সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ণ। যদি নিম্নের অবস্থাগুলো দেখা যায় ঃ

(ক) যদি কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে।

(খ) যদি দু'টি বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখী এসে দাঁড়ায় এবং একে অপরকে আহবান করতে শুরু করে।

(গ) যদি খলিফা কোন ব্যক্তি অথবা জনগনকে আহবান জানায় তাহলে অবশ্যই জিহাদে বেরিয়ে পরতে হবে।

(ঘ) যদি কাফিররা মুসলিমদের মধ্য হতে কিছু মানুষকে বন্দী করে ফেলে।

প্রথম শর্ত : যদি কাফিররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে: সালাফে সালেহীনগণ, তাদের উত্তরসূরীগণ, চার মাজহাবের আলিমগণ মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাস্সিরগণ সকলেই এবং ইসলামের ইতিহাসের সকল সময়ে একমত পোষণ করেছেন যে, এই শর্তানুযায়ী জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। ফরজে আইন ঐ সকল মুসলিমদের উপর, যাদের ভূমি কাফিররা আক্রমণ করেছে অথবা যারা আক্রান্ত মুসলিম ভূমির কাছাকাছি রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পরার জন্যে সন্তানকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে, দাসকে তার মুনিবের কাছ থেকে এবং দেনাদারকে তার পাওয়ানাদারের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আক্রান্ত ঐ অঞ্চলের মুসলিমরা যদি সৈন্যের ঘাটতির কারণে অথবা অক্ষমতা কিংবা গাফিলতির কারণে কাফিরদেরকে তাদের ভূমি হতে বিতাড়িত করতে না পারে, তখন এই ফরজে আইনের হুকুমটি ঐ আক্রান্ত ভূমির নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর,

তারপর তার নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদেরও গাফলতি বা জনশক্তির ঘাটতি থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তীদের উপর অত:পর পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এই হুকুম বর্তাতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘাটতি পূরণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি চলতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে এটি পুরো দুনিয়ার সকল মুসলিমদের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে।

এই বিষয়ের উপর শাইখ ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যার মাধ্যমে আগ্রাসী শত্রুদের (মুসলিমদের ভূমি থেকে) বের করে দেয়া হয়, এটি জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিহাদ। সর্বজন স্বীকৃত যে, দ্বীন এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে একটি আবশ্যক দায়িত্ব। ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদের পার্থিব ও দ্বীনের উপর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা। এক্ষেত্রে ওজর-আপত্তির কোন সুযোগ নেই। যেমন, সরবরাহ অথবা পরিবহন ব্যবস্থা না থাকাকে ওজর হিসাবে পেশ করা। বরং যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়েই জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আলিমগণ, আমাদের সহকর্মীগণ এবং অন্যান্যরাও এ বিষয়ের উপর একমত।"

ইবনে তাইমিয়া রহ. কাজীর বক্তব্যের প্রতি দ্বিমত পোষণ করেন, যিনি যানবাহনকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করে বলেছিলেন, "জিহাদ যদি কোন দেশে ফরজে আইন হয়, তখন হজ্জের ক্ষেত্রে যেমন যানবাহন থাকা জরুরী ঠিক জিহাদের ক্ষেত্রেও যানবাহন থাকা জরুরী (যদি শত্রুদের দূরত্ব সফরের দূরত্বের সমান হয়)

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. আরও বলেন, "কাজী হজ্জের সাথে তুলনার ক্ষেত্রে যে কথা বলেছেন, তা এর পূর্বে অন্য কেউ বলেনি এবং এটি হচ্ছে একটি দূর্বল উক্তি। জিহাদ ফরজ কারণ এর মাধ্যমে শত্রু কর্তৃক ক্ষতিকে দূর করতে হয় এবং এই কারণেই এটি হজ্জের উপর অগ্রাধিকার পায়। **হজ্জের জন্যে যদিও যানবাহন অত্যাবশ্যকীয় কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রকে অনেকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।** অন্য একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উবাদা বিন সামিত রাযি হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমদের উপর বাধ্যবাধকতা এই যে, তাকে শুনতে হবে ও মানতে হবে, কঠিন এবং সহজ সময়ে সর্বাবস্থায়, তার পছন্দ হোক বা না হোক এবং যদিও তার অধিকার তাকে না দেয়া হয়। তাই এই আবশ্যক দায়িত্বের একটি খুঁটি হচ্ছে জিহাদে বেরিয়ে পরতে হবে। যদিও আমাদের কঠিন অথবা সহজ সময় হয়।

যেভাবে হজ্জের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ফরজ কাজগুলো কঠিনতর সময়গুলোতেও বহাল থাকে এবং এটা হলো আক্রমণাত্মক জিহাদের বেলায়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক জিহাদের ক্ষেত্রে এই ফরজ কাজটির প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়। দ্বীন এবং পবিত্র বিষয়গুলো আগ্রাসী শত্রুদের থেকে রক্ষা করা হলো ' ফরজ। এক্ষেত্রে সবাই একমত। ঈমান আনার পর প্রথম বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হল আগ্রাসী শত্রুদের পার্থিব ও দ্বীনের উপরে আগ্রাসনকে প্রতিহত করা।" আমরা এখন এ ব্যাপারে চার মাজহাবের মতামত দেখবো, যাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত ছিলেন।

চার মাযহাবের দলিলসমূহ

এক. হানাফি মাযহাব :

ইবনে আবেদীন বলেছেন, "যদি শত্রুরা (কাফেররা) মুসলিমদের সীমানায় আক্রমণ চালায়, এমতাবস্থায় জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায় এবং এই ফরজে আইন হয় তাদের উপর, যারা ঐ আক্রান্ত এলাকার নিকটে অবস্থান করছে। যদি নিকটবর্তীদের সাহায্য প্রয়োজন না হয়, তাহলে আক্রান্ত এলাকা হতে যারা দূরে অবস্থান করছে তাদের জন্যে এটি ফরজে কিফায়া। আর যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাদের নিকটবর্তী যারা আছে তাদের উপরও এটি ফরজে আইন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে হতে পারে যে, সীমান্তবর্তী এলাকার মুসলিমদের প্রচেষ্টায় শত্রুরা প্রতিহত হচ্ছে না, অথবা তারা অলস বসে আছে অথবা জিহাদ করছে না। তাহলে এটি তাদের পরবর্তী নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর ফরজে আইন হয়ে যাবে, ঠিক যে রকমভাবে তাদের উপর সালাত ও সিয়াম ফরজ। তাদের জন্য এই হুকুমকে পরিত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। যদি তারাও অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে এটি ফরজে আইন হবে পরবর্তী নিকটবর্তীদের উপর এবং এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে, এভাবে পূর্ব হতে পশ্চিম পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে।" (হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন, বাদাইয়ুস সানায়ে, আল বাহুরুর রায়েক, ফাতহুল কাদির)

দুই. মালেকী মাযহাব :

'হাশিয়াতুত দুসুকী'তে বলা হয়েছে যে, "জিহাদ ফরজে আইন হয় তখন, যখন শত্রু পক্ষ হতে আকস্মিক আক্রমণ করা হয়।" দুসুকী বলেন, "যখন এমনটি ঘটে তখন প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমনকি মহিলা, শিশু, দাস-দাসীদের উপরও যদিও তারা তাদের অভিভাবক, স্বামী অথবা ঋণদাতার পক্ষ হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।" (হাশিয়াতুত দুসুকী ২/১৭৪)

তিন. শাফেয়ী মাযহাব :

রামলী লিখিত 'নিহায়াতুল মুহতাজ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "যদি তারা (কাফিররা) আমাদের ভূমিতে আক্রমণ চালায় এবং তাদের ও আমাদের মধ্যকার দূরত্ব হয় যতটুকু দূরত্বে সফরে সালাতে কসরের বিধান বাস্তবায়ন হয় তা অপেক্ষা কম, তাহলে ঐ ভূমির মুসলিমদের উপর তাদের ভূমিকে রক্ষা করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এমন কি এটি তাদের উপরও ফরজে আইন হয়ে যায়, যাদের উপরে কোন জিহাদ নেই। যেমন ঃ মহিলা, শিশু, দাস-দাসী, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি।" (নিহায়াতুল মুহতাজ ৮/৫৮)

.....লেখার বাকী অংশ পৃষ্ঠা নং ১৭

খোশ খবর

শীঘ্রই আসছে বাংলা ভাষায় অনুদিত মহান শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরী (দা. বা.) এর-

'আলবানীর ভ্রান্তির জবাব'

নামক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আগ্রহী পাঠকগণ খোঁজ রাখুন।

জিহাদ সংক্রান্ত কিছু সংশয় নিরসন

-মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিজাহুল্লাহ) শাইখুল হাদীস ও মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ
অনুবাদ: আসেম ও নাসরুল্লাহ (আল্লাহ তাদেরকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন)

জিহাদ কুরআন ও হাদীসের একটি বিশেষ পরিভাষা। তার অর্থ হলো দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। শব্দ বিবেচনায় জিহাদ শব্দটির দু'ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়,

جاهد العدو مجاهدة و جهادا

(১) অর্থ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

جاهد في الامر

(২) কোন কাজে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।

এই অর্থেই বলা হয়ে থাকে মোজাহাদা।

কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার পাওয়া যায়, কোথাও শুধু جهاد و مجاهدة এসেছে। কোথাও তার পরে في سبيل الله যুক্ত হয়েছে। কোথাও আবার في الله বা فينا যুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে سبيل الله শব্দটিও কখনো একাকী ব্যবহার হয়েছে কখনো جهاد এর সাথে মিলে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক্ষেত্রে জিহাদের অর্থ বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্যে একটি মূলনীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যা মূলত নুসূসের আলোকে গৃহিত ও অধিক নিরাপদ। এতে ভয়াবহ বিভ্রান্তি ও অনর্থক ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

যেখানে শুধু مجاهدة শব্দ এসেছে অথবা তারপর في الله বা فينا এসেছে। সে আয়াতগুলো "আম" (ব্যাপক)। অর্থাৎ সেখানে জিহাদ শব্দটির আভিধানিক যে অর্থে ব্যাপকতা আছে তা উদ্দেশ্য হতে পারবে।

এ সকল ক্ষেত্রে মুফাস্সিরগণের নীতি হল তারা ১টি دين শব্দ উহ্য রেখে তাফসীর করেন। যেমন আল্লাহর বাণী,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} الحج : ٧٨ --- [أي في دين الله

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর পথে সর্বশক্তি ব্যয় করো।" (সূরা হজ্জ, আয়াত ৭৮)

অর্থাৎ 'যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে।' অনুরুপ আল্লাহর বাণী

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ: "যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে প্রাণান্ত কর প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদের বহু পথের সন্ধান দেই।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

এই আয়াতদ্বয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বীনের সকল প্রচেষ্টাকে শামিল করে। যে কেউ যে কোনো পদ্ধতিতে দ্বীনের জন্য কোনো প্রচেষ্টা করবে, সে এই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হতে পারবে।

কিন্তু যেখানে জিহাদ শব্দ এসেছে কিংবা مجاهدة মূল ধাতুর সাথে في سبيل الله যুক্ত হয়েছে। অথবা কোথাও শুধু في سبيل الله বলা হয়েছে (যেমনটা যাকাতের হকদার ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের আলোচনায় এসেছে) তো এই সকল আয়াত দ্বারা جهاد এর খাছ (বিশেষ) অর্থ উদ্দেশ্য। এ কারণেই সূরা তাওবার যেখানেই جهاد শব্দ এসেছে সেখানেই শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী এবং তার অনুসরণে শাইখুল হিন্দ (রহ.) যুদ্ধ করা অর্থ লিখেছেন।

এমনিভাবে হাদীস গ্রন্থগুলোতে ابواب الجهاد ও فضائل الجهاد নামে যে শিরোনামগুলো এসেছে সেখানেও এই বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য। আপনি চিন্তা শক্তিকে জাগ্রত রেখে অধ্যায়গুলো পাঠ করেন। তাহলে দেখবেন في سبيل الله এর বর্ণনাগুলো যেখানে উল্লেখ আছে, সেখানেই জিহাদ উদ্দেশ্য।

এতে বুঝা গেল في سبيل الله শব্দটিও ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। কিন্তু শত দুঃখের বিষয় আমাদের তাবলীগী ভায়েরা এই আয়াতগুলোকে "আম" (ব্যাপক) করে দিয়েছে। এমনকি শুধু "আম"ই নয় বরং নিজেদের কাজের সাথে "খাছ" (সীমাবদ্ধ) করে নিয়েছে।

কারণ তারা দ্বীনের কাজগুলোর মধ্যে শুধু তাবলীগকেই জিহাদ বলে। অন্যান্য দ্বীনি কাজ যেমন তা'লীম, তাদরীস, তাফসীর, তা'লীফ ইত্যাদি কিছুকেই জিহাদ বলে না। বরং তাবলীগের কিছু সাধারণ সাথী ভাই তো এমন আছে, যারা এগুলোকে দ্বীনের কাজই মনে করে না। আর যখন তারা নিজেদের কাজকেই জিহাদ নাম দিয়ে দিয়েছে। তখন কুরআন ও হাদীসে যেসব জিহাদের ফজীলত বর্ণিত হয়েছে তা ঢালাওভাবে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহার করা শুরু করেছে। আজ বাধ্য হয়ে শত আক্ষেপের সাথে বলতে হয়,

তাবলীগী ভাইদের এই কাজগুলো কোনভাবেই সহীহ হচ্ছে না।

জিহাদ ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। কুরআন ও হাদীসে যখন এই শব্দ উল্লেখ করা হয় তখন এর দ্বারা قتال في سبيل الله উদ্দেশ্য হয়। তবে হ্যাঁ কিছু কিছু কাজকে জিহাদের সাথে মিলানো হয়েছে। এই মিলানোটুকুই এ কাজগুলোর ফজীলতের জন্য যথেষ্ট। যেমন হাদীসে আছে :

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ইলম খোঁজার জন্যে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় আছে।"

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম অন্বেষণের পথকে في سبيل الله আখ্যা দিয়ে জিহাদের সাথে তুলনা করলেন। এই তুলনা করাটাই তালেবে ইলমের জন্যে ফজীলত। এর থেকে আগে বাড়ার কোন অধিকার কারো নেই। এমনিভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকেও في سبيل الله এর সাথে মিলানো যেতে পারে। আর মিলানোটাই তার ফজীলাত হবে। কিন্তু তাই বলে জিহাদের সমস্ত ফজীলত তার সাথে প্রয়োগ করা جهاد في سبيل الله কে তাবলীগের সাথে "খাছ" করা বা سبيل الله কে "আম" করা তাবলীগকেও এর উদ্দেশ্য বানানো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন দাবি ছাড়া কিছুই নয়। এই কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বদা স্বরণ রাখা জরুরী।

মোট কথা এই في سبيل الله পরিভাষাটি কুরআন ও হাদীসে عام(ব্যাপক) না خاص এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে আলোচনা পর্যালোচনার পরে মাছরাফে যাকাতের(যাকাতের ব্যয়ের খাত) আলোচনায় এই কথাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, في سبيل الله একটি বিশেষ পরিভাষা অর্থাৎ خاص এবং সকল মুহাদ্দিসীনের কর্ম পদ্ধতিও এটাই ছিল (অর্থাৎ في سبيل الله কে বিশেষ পরিভাষা হিসাবে ব্যাবহার করেছেন)। তারা সকলেই في سبيل الله শব্দ সম্বলিত সমস্ত হাদীসকে كتاب الجهاد। অর্থাৎ জিহাদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তার মানে তাদের নিকটও এটা বিশেষ পরিভাষা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ফজীলতসমূহ একটি বিশেষ কাজের জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা في سبيل الله সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে عام (ব্যাপক) করে ফেলেছেন। বরং তারা নিজেদের কাজকেই ঐ সকল হাদীসের مصداق বা প্রয়োগ ক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন।

তারা মেশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের কিতাব থেকে তাবলীগী কাজের জন্য যে মুন্তাখাব নির্বাচিত সংকলন রচনা করেছেন, তাতে জিহাদের অধ্যায় পুরোটাকেই শামেল কারেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট উদ্দেশ্য এটাই যে, তাদের কাজও একটি জিহাদ। এ বিষয়ে মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ. এর সাথে অধমের আলোচনা ও চিঠি আদান প্রদান হয়েছে।

হযরতের মনোভাব এমন ছিল যে, আমাদের তাবলীগী কাজও জিহাদ। তিনি এক চিঠিতে নিজের দলিল হিসাবে এ কথা আমাকে লিখেছেন যে, তিরমিযি শরীফের একটি রেওয়ায়েত তাবেঈ উবায়াহ্ রহ. মসজিদে যাওয়াকে في سبيل الله এর প্রয়োগ ক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে কেন তা প্রয়োগ করা যাবে না? আমি উত্তরে লিখেছি যে,

প্রথমত:

উবায়াহ্ রহ. কোন সাহাবী নন। হানাফী আলেমদের নিকট সাহাবীদের কথা حجت বা দলিল। কিন্তু তাবেঈদের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর কথা হল هم رجال ونحن رجال (তারাও মানুষ আমরাও মানুষ) অর্থাৎ তাঁদের কথা আমাদের হানাফী আলেমদের নিকট حجت (স্বতন্ত্র দলিল) নয়। যদি কোন সাহাবী এই পরিভাষাটিকে عام (ব্যাপক) করতেন তাহলে একটা কথা ছিল।

দ্বিতীয়ত:

একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগই কেন এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হবে? যদিও কোন কোন ভাইকে বলতে শুনা যায় تبليغ هي ديني كام هي তাবলীগই দ্বীনী কাজ। হযরত রহ. এমনটা বলতেন না। যদিও তিনি هي "একমাত্র" ব্যবহার না করে هي "ও" বলতেন। অর্থাৎ তাবলীগও দীনী কাজ। কিন্তু তাবলীগ জামাতের সাধারণ ভাইয়েরা هي "ও" কে هي "ই" দ্বারা পাল্টে দিয়েছে। মোটকথা, তারা নিজেদের কাজকেই জিহাদ বলে। বরং তারা হয়তো হাকীকী জিহাদকেও জিহাদ মনে করে না। তাদের মতে জিহাদের ফজীলাতগুলোও দাওয়াত ও তাবলীগের মাঝে সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়ত:

অন্য সকল দ্বীনী কাজ সম্পাদনকারীরা যেমন দ্বীনী শিক্ষাদান ও লেখালেখীতে ব্যস্ত আলেমরা নিজেদের কাজের জন্য في سبيل الله ও জিহাদের ফজীলত সাব্যস্ত করেন না। এরপরেও কেন তাবলীগের ভাইয়েরা এসকল হাদীসগুলোকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন? এই চিঠির পর শ্রদ্ধেয় মাওলানা ওমর পালনপুরী সাহেবের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আর কোন চিঠি আসেনি।

কোন এক চিঠিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব একটি যুক্তি পেশ করে ছিলেন যে, জিহাদ হল حسن لغيره (সত্ত্বাগত ভালো নয় অন্য কারণে ভালো) বাহ্যিক দৃষ্টিতে জিহাদ হল জমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা। আর দাওয়াতে তাবলীগ স্বয়ং حسن لذاته (সত্ত্বাগত ভালো) এটা হল আল্লাহ তা'আলা ও সৎকাজের প্রতি দাওয়াত সুতরাং যে সব ফজীলাত ও সওয়াব حسن لغيره এর জন্যে, তা حسن لذاته এর জন্যে কেন হবে না?

আমি উত্তরে আরজ করেছিলাম এভাবে قياس (যুক্তি) দ্বারা সওয়াব সাব্যস্ত করা গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা কিয়াসটা শরঈ আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সওয়াব বা ফাজায়েল এবং এ জাতীয় অন্যান্য توقيفي বিষয়ে কিয়াস চলে না। (তাওকীফী বলা হয় এমন বিষয় যার বাস্তবতা বান্দার বিবেক দ্বারা নিরূপণ করা যায় না। যেমন কোন্ সূরা পাঠে কি সওয়াব কোন্ আমলে কি সওয়াব ও কোন্ আমলে কত গুনাহ এক্ষেত্রে আকল ব্যবহার করে কোন সীদ্ধান্তে পৌঁছার অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। বরং কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে, তা সেভাবেই বহাল রাখতে হবে।)

অর্থাৎ এসকল স্পষ্ট বিষয়ে কুরআন হাদীসের প্রমাণ আবশ্যক। তাছাড়া সওয়াবের কম বেশী কষ্টের অনুপাতে হয়ে থাকে। (যেমন হাদীসে দূর থেকে মসজিদে আগমকারীর বেশী সওয়াবের কথা বলা হয়েছে) আর আল্লাহই ভালো জানেন, কোন কাজে কি পরিমাণ কষ্ট ও এর সওয়াব কি হবে। দুনিয়ার মানুষ এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। স্পষ্ট কথা হল, কষ্টের বিবেচনায় পারিভাষিক جهاد فی سبیل الله এর ধারে কাছেও তাবলীগী কাজ পৌছতে পারবে না। এরপরও কিভাবে জিহাদের সওয়াব ও ফজীলাত ঐ কাজের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। আজ পর্যন্ত মুহাক্কিক আলেমদের কেউই এসকল বর্ণনাকে অন্য কোন দ্বীনী কাজে ব্যবহার করেন নি।

পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় হযরতের একটি চিঠি আসল যে, আমি ঐ বিষয়ে আপনাকে মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান মুহাজেরে মদীনার সাথে আলোচনা করাবো। উত্তরে লিখে দিয়েছি, আমি হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেবের সাথে আলোচনা করতে চাই না। আমি তাকে নিজের থেকে অনেক বড় মনে করি। তিনিও আমাকে মহব্বত করেন। তাছাড়া তিনি এতটাই বয়স্ক হয়েছেন যে, আমার আলোচনা তার অসন্তুষ্টির করণ হতে পারে।

হ্যাঁ! বিশিষ্ট তাবলীগী হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ বালিয়াযী এর সাথে আমাকে আলোচনা করিয়ে দিন। তিনি ইলমী মানুষ। আর ইলমী মানুষ আলোচনার মাঝে রেগে যাবেন না। পরে তাদের কারো সাথেই আর আলোচনা হয় নি। ইতিমধ্যে তাঁরা তিনজনই মারা গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেব নেক কাজের প্রতিদান দান করুন। আমীন।

ফায়দা :

উপরোক্ত আলোচনায় هي "ও" এবং هي "ই" এর কথা হয়েছে। এটা একটি উদাহরণ দ্বারা ভালোভাবে বুঝা যায়। হিন্দুস্তানে একটি বড় হিরোক খন্ড, কোহিনুর। এটা অত্যন্ত মূল্যবান হিরা। যদি তা হাত থেকে পরে ছোট বড় পাচঁ টুকরা হয়ে যায় তাহলেও এ টুকরাগুলো মূল্যহীন হবে না। প্রতিটি টুকরার কিছু না কিছু মূল্য থাকবেই। কিন্তু কোন টুকরার এই অধিকার নেই যে, সে বলবে, আমিই ঐ কোহিনূর। হ্যাঁ প্রতিটি টুকরা একথা বলতে পারবে যে, "আমিও কোহিনুর" মানে উহার একটি অংশ।

উক্ত উদাহরণ দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর সকল কাজ একটি পূর্ণ 'কোহিনুর' ছিল। তারাঁ একই সাথে দাঈ, মুবাল্লিগ, মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজাহিদ ছিলেন এবং তারা রাজ্যও চালাতেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই সব কাজ পৃথক পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে কোন দ্বীনী কাজকারীরা এ কথা বলতে পারেন যে, আমিও সাহাবী ওয়ালা কাজ করি। কিন্তু কারোরই এ অধিকার নেই যে, সে বলবে, আমিই একমাত্র সাহাবী ওয়ালা কাজ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ বিষয়টি বুঝার তাওফীক দান করুন এবং যে সব ভুল-ত্রুটি হচ্ছে তার সংশোধন করুন। আমীন।

-সূত্রঃ তোহফাতুল আলমায়ী।

মুসলিমদের ভুমিকে প্রতিরক্ষা করা ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ

(... ১৪ পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

চার. হাম্বলী মাযহাব :

ইবনে কুদামাহ লিখিত কিতাব'আল মুগনি'তে তিনি বলেছেন, "জিহাদ তিনটি অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায় ঃ

(১) যদি মুসলিম ও কাফির বাহিনীর উভয় পক্ষ যুদ্ধে মিলিত হয় এবং একে অপরের মুখোমুখী হয়।

(২) যদি কাফিররা কোন মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়।

(৩) যদি ইমাম অথবা খলিফা মুসলিমদেরকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ দেন, তখন তাদের উপর এটি ফরজে আইন হয়ে যায়।" (আল মুগনি ৮/৩৫৪) এবং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উক্তি, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি কোন শত্রু মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে তবে ঐ ভূমির নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে বহিস্কার করা ফরজে আইন হয়ে যায়। কারণ মুসলিমদের ভূমিসমূহ হলো একটি ভূমির মত। তাই এক্ষেত্রে জিহাদে বের হওয়ার জন্যে পিতা-মাতা অথবা ঋণদাতার কাছ থেকে অনুমতি ব্যতীতই অগ্রসর হওয়া হল ফরজ। বর্ণনাগুলো আহমাদ হতে এসেছে এবং তিনি এ বিষয়ের সাথে একমত পোষণ করেছেন।" (ফাতওয়া আল কুবরা,৪/৬০৮)

উল্লেখিত চার মাযহাবের দালায়েল থেকে এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, জিহাদ আল্লাহ প্রদত্ত একটি ফরজ বিধান, যা স্বাভাবিক অবস্থায় ফরজে কিফায়া আর বিশেষ অবস্থায় (তথা শত্রু কর্তৃক কোন মুসলিম ভূমি আক্রান্ত হলে) তা নারী-পুরুষ, গোলাম-বাদী, ছোট-বড়, নির্বিশেষে সকলের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। অতএব পাঠক মাত্রই একথা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে, আজ কাশ্মীর, আফগানীস্তান, ফিলিস্তিন, ইরাকসহ আরো যত মুসলিম ভূমি কাফের কর্তৃক আগ্রাসনের স্বীকার, যেখানে মুসলিমরা তাদের অত্যাচারে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত, মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত, এমতাবস্থায় সেখানকার মুসলিমরা তাদের পরিপূর্ণভাবে প্রতিহত করতে পারছে না। সুতরাং এই সকল কারণে জিহাদ যে আজ সকল মুসলিমের উপর ফরজে আইন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

-ধারাবাহিকভাবে চলবে...

আন্তর্জাতিক জিহাদ : বিভিন্ন সংশয় নিরসন

উস্তাদ আহমাদ ফারুক (হাফিজাহুল্লাহ) -এর সাক্ষাৎকার
বিভাগীয় প্রধানঃ তানজিম আদ-দাওয়া, আল কায়েদা পাকিস্তান।

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.

অর্থ: "অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৮৪)

(আস-সাহাব মিডিয়া এর পরিবেশনায় উস্তাদ আহমাদ ফারুকের (হাফিজাহুল্লাহ) সাক্ষাৎকার, যিনি পাকিস্তানে তানজীম আল-কায়েদার প্রধান। সাক্ষাৎকারটি উর্দূ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে)

প্রথম পর্ব ঃ বিষয় ঃ আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসনঃ

আজ আমরা উস্তাদ আহমাদ ফারুকের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়েছি, ওস্তাদ আহমেদ ফারুক হচ্ছেন পাকিস্তানের তানজীম আল-কায়দার দাওয়াহ্ বিভাগের প্রধান। আর আজ প্রথমবারের মত তানজীম আল-কায়দার কোন নেতার সাথে উর্দূ ভাষায় আসসাহাবের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে। আজ এই সাক্ষাৎকারের প্রথম অংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে আমরা সারা বিশ্বজুড়ে জিহাদ এবং এর ফারযিয়াতের বিষয়ে বিভিন্ন সংশয় নিয়ে আলোচনা করবো ইন্‌শাল্লাহ। সবার আগে আমরা উস্তাদ আহমেদ ফারুকের কাছ থেকে তানজীম আল-কায়দার পরিচিত জানতে চাইবো।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী আজমায়ীন, অতঃপর বিষয় হচ্ছে ...

তানজীম কায়দাতুল জিহাদ, যা সারা বিশ্বে আল-কায়দা নামে পরিচিত। এটি পুরো দুনিয়া থেকে ফিত্‌নাকে নির্মূল করা, আল্লাহ্‌র কালেমাকে সবার উপরে তুলে ধরা এবং খিলাফত 'আলা মিনহাজুন নবুয়াত'কে ফিরিয়ে আনার জন্য জিহাদের একটি তানজীম, যার আমীর হচ্ছেন শাইখ ওসামা বিন লাদেন (আল্লাহ্ তাঁকে সকল খারাপ কিছু থেকে হিফাজত করুন, জিহাদের এই পথের উপর দৃঢ় থাকার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের উপর তিনি বরকত দান করুন।)

মূলতঃ এর পরিচিতি এতটুকুই। তবে আল-কায়দার পরিচয় দেয়ার আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হল, এখন এটি কেবল একটি তানজীমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই - যেখানে কিছু অনুসারী ও সমর্থক থাকে। বরং এটি এখন একটি মানহাজের নাম। যেখানেই কুফ্‌ফারদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও জিহাদের কথা শোনা যায়, যেখানেই তাওয়াগীতদের চোখের উপরে চোখ রেখে তাদেরকে উত্তেজিত করার কথা শোনা যায় এবং যেখানেই এই উম্মতের মুক্তি ও এর পক্ষে ক্বিতালের কথা শোনা যায়, সেখানে একই সাথে আল-কায়দার নাম চলে আসে। তাই জিহাদ এবং আল-কায়দা এই দু'টি শব্দ এখন একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করলে এটি এখন আর গতানুগতিক কোন তানজীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং উম্মতের পক্ষ থেকে যে কেউই শরয়ী মানহাজ অনুযায়ী ক্বিতাল করবে, সে দুনিয়ার যেখানেই অবস্থান করুক অথবা যে নামেই কাজ করুক না কেন, তাঁরা আমাদের থেকে এবং আমরা তাঁদের থেকে এবং এ বিষয়ে শেষ কথা হল যখন আমরা তানজীম নিয়ে আলোচনা করছি, এটি তো এই যুগের নাজেলাতুন মিনান নাওয়াজেল। কারণ বর্তমানের মুসলিমদের উপর এমন শাসকেরা এসে চেপে বসেছে, যারা নিজেরা তো জিহাদের দায়িত্ব পালন করছেই না, উল্টো তারা জিহাদের পথে প্রথম বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে এটি শুধু কোন তানজীমের একক কোন ফারযিয়াত নয়, বরং এই ফারযিয়াত হচ্ছে পুরো খিলাফতের বা মুসলিম শাসকের উপর। এই বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে শুধু এই ফরযকে আদায় করার উদ্দেশ্যেই আমরা তানজীম আকারে একত্রিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। অন্যথায় আমরা নিজেদেরকে এই উম্মতেরই একটি অংশ মনে করি আর কোন ব্যাপারেই নিজেদেরকে আলাদা মনে করি না। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পরিচয় দিয়েছেন,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ

الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

অর্থ: "আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!" (সূরা হজ্জ ২২, আয়াত ৭৮)

আর ঠিক একইভাবে আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম ও মুসলিম জাতির একটি অংশ এবং এর মুক্তির জন্যই আমরা জিহাদ করে যাচ্ছি।

আস-সাহাব : আল-কায়দার ব্যাপারে সাধারণদের মধ্যে বলতে শোনা যায় যে, এটি শুধু আরব ভিত্তিক একটি তানজীম। তাহলে পাকিস্তানের মানুষ এখানে কিভাবে অন্তর্ভূক্ত হল?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : এ ব্যাপারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, যাঁরা এর প্রতিষ্ঠালগ্নে ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই এখন শহীদ হয়েছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই আরবদের মধ্য থেকে ছিলেন আর এখনও আল-কায়দার বড় একটি অংশ আরব মুজাহিদীনদের মধ্য থেকে আছেন। কিন্তু এটি না এর পরিচিতির কোন অংশ আর না এর সাথে শরীক হওয়ার জন্য এটি কোন শর্ত। এ বিষয়ে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে, এটি হচ্ছে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ক্বিতালরত একটি মাজমু'আর নাম। তাই যে কেউই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদার উপর কায়েম আছেন, শরয়ী হুকুম মোতাবেক জিহাদের ফারযিয়াত আদায় করে যাচ্ছেন তিনি এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন। তিনি যে কোন গোত্রের, বংশের অথবা এলাকারই হোন না কেন। ইসলামে তো আমাদেরকে এ ধরনের পার্থক্য শেখানো হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আল-জাজায়ের (আলজিরিয়ার) মধ্যেও আল-কায়দা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যেও আল-কায়দা কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও যদি আমরা দেখি যারা আমেরিকায় আছেন অথবা ইউরোপে বা অস্ট্রেলিয়ায় কিংবা ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অথবা বিশ্বের অন্য কোনখানে সেখানকার মুসলিমরাও এর সাথে সামিল রয়েছেন। এখানে সব জায়গা থেকেই মানুষ শরীক হচ্ছে আর ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের মানুষও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার মত কোন কিছুই নেই।

আস-সাহাব : এইমাত্র আপনি যাদের বিষয়ে উল্লেখ করলেন, তাদের ব্যাপারে জিহাদের পথকেই কেন আপনারা বেছে নিয়েছেন?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : দেখুন! এটি তো আমাদের নিজস্ব মনগড়া কোন সিদ্ধান্ত নয়, আল্লাহ্‌র গোলাম ও বান্দা হিসেবে আমরা এই দুনিয়াতে জীবন-যাপন করছি, এটি এমন এক ফরয ইবাদত, যার জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছি, যে ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থ: "আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।" (সূরা জারিয়াত ৫১, আয়াত ৫৬)

সুতরাং আল্লাহ্ (তা'আলা) আমাদেরকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র শারিয়াহ্ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে থাকি, ঠিক একইভাবে আল্লাহ্‌র কালেমাকে কিভাবে সবার উপরে তুলে ধরা যায় এবং নবুয়তী পন্থায় কিভাবে আবার খিলাফত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যায়- এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমরা শারিয়াহ্ অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে থাকি।

শারিয়াহ্ থেকেই আমরা জানতে পারি ও দিক-নির্দেশনা পাই যে, জিহাদের মাধ্যমেই এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব। জিহাদের আহ্কামের বিষয়ে শারিয়াহর বহু জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং আমাদের পূর্ববর্তী সালাফ ও খালাফ আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, কিছু পরিস্থিতিতে জিহাদ হচ্ছে ফারদুল কিফায়া আর কিছু পরিস্থিতে তা ফারদুল আইন- যার অর্থ হচ্ছে উম্মতের সকল মুসলিমের উপর তা ফরয -কেবল তারা ব্যতীত যাদের উপরে শরয়ী ওজর রয়েছে।

যে পরিস্থিতে আজ আমরা জীবিত আছি এবং যার মধ্যে দিয়ে আমরা চোখ খুলেছি, বিশেষ করে বিগত কয়েক শতক ধরে যখন কুফ্ফাররা ইউরোপের এলাকাগুলোকে আমাদের কাছ থেকে জবর দখল করে নেয়া শুরু করল, তখন থেকেই ফুকাহাগণ এর ফারযিয়াতের বিষয়ে আলোচনা করে আসছেন এবং যে সকল পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন তার আলোকে জিহাদ এখন ফারদুল 'আইন। ফুকাহাগণ যে সকল পরিস্থিতে জিহাদ ফারদুল 'আইন বলেছেন তা হল:

১) মুসলিমদের ভূমির এক বিঘত জায়গাও যদি কুফ্ফাররা দখল করে নেয়।

২) মুসলিমদের থেকে কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলাকে যদি কুফ্ফাররা বন্দী করে ফেলে।

৩) অথবা মুসলিমদের শাসক যদি মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগী) হয়ে যায়, তাহলে তাকে সরানোর জন্য জিহাদ ফারদুল আইন হয়ে যায়।

আজ আমরা যদি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে যাই, তাহলে একদিক থেকে নয় বরং সব দিক থেকেই আমরা দেখবো যে আজ পূর্বের চেয়েও আরো জোড়ালোভাবে জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে গেছে।

আমরা জিহাদের রাস্তাকে কেন বেছে নিয়েছি? এ কারণেই বেছে নিয়েছি যে, জিহাদকে আমরা আমাদের উপর ফারদুল 'আইন মনে করি, শুধু আমাদের উপরেই নয়, বরং পুরো উম্মতের উপরেই জিহাদ এখন ফারদুল 'আইন। তাই আমরা আমাদের ফারযিয়াত আদায় এবং আল্লাহর আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যেই জিহাদ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি। আর আমি এটিও বলব, যে পরিস্থিতি বর্তমানে এই উম্মতের উপর দিয়ে যাচ্ছে, সম্ভবত: ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অবমাননাকর পরিস্থিতির উপর দিয়ে এর পূর্বে মুসলিমরা কখনো অক্রিম করেনি। যখন আমাদের ভূমিগুলোকেও আমাদের থেকে জোড় করে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, অথচ এমন একটি সময় ছিল যখন

আমরা সারা দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ শাসন করেছি আর এখন এমন একটি সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যখন সারা দুনিয়ায় এক টুকরো ভূমিও খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে আল্লাহ্(তা'আলা)-র শারিয়াহ্ অনুযায়ী শাসন করা হচ্ছে। আমাদের এক দু'জন ভাই নয় বরং হাজার হাজার মুজাহিদীন, দা'য়ী, আলেমগণ এমনকি আফিয়া সিদ্দীকির মত বোনরা (আল্লাহ উনাদেরকে মুক্তি দিন) পর্যন্ত কুফ্ফারদের কারাগারের মধ্যে বন্দী রয়েছে, যাদেরকে মুক্ত করা আমাদের উপর ফরয।

তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে আজ এই উম্মত এমন এমন পরিস্থিতির উপর দিয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে না এই উম্মত দেখেছিল আর না নীরবতার সাথে তা সহ্য করেছিল। উদাহরণতঃ আল্লাহর কিতাবের সাথে একবার নয় বার বার অবমাননা করা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم -যাকে আমরা আল্লাহ্ (তা'আলা)-র পরে না অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসি অথবা সম্মান করি- তাঁকে অনবরত অবমাননা করা হচ্ছে। আর এতগুলো বিষয় একত্রিত হওয়ার পরও যদি আমরা জিহাদের জন্য না দাঁড়াতাম, তাহলে আল্লাহ্র আযাব আসার আশংকা ছিল। সুতরাং এটিই হচ্ছে মৌলিক কারণ যেজন্য আমরা জিহাদের পথকে বেছে নিয়েছি।

আস-সাহাব : কিছু মানুষ যারা দাওয়াতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তারা বলে থাকেন যে, মুজাহিদীনরা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াহ ও তাবলীগের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না?

উস্তাদ আহমাদ ফারুক : অবশ্যই না, এটি কিভাবে সম্ভব? আমি এর পূর্বেও বলেছি যে, আমরা তো আল্লাহ(তা'আলা)-র হুকুমের গোলাম। আর যিনি আমাদের উপর জিহাদকে ফরয করেছেন। তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ২০৮)

তাই ইসলামের মধ্যে যতগুলো আহ্কামাত রয়েছে, তা জিহাদই হোক অথবা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সবগুলোকেই আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করে থাকি। মুজাহিদীনদের তো মুসলিমদের থেকে ভিন্ন অন্য কোন আক্বীদা নেই। তবে প্রত্যেকটি হুকুম শারিয়াহ্ যেভাবে বর্ণনা করেছে এবং ফুকাহাগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে ঠিক ঐ অবস্থানেই রাখা উচিত। তাই দাওয়াহ-কে আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করে থাকি এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়টিও জানা থাকা উচিত যে, কিছু কিছু পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যখন জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে যায় আর দাওয়াহ্ হয়ে যায় তখন ফারদুল কিফায়া।

আর যখন জিহাদ ফারদুল 'আইন হয়ে যায়, তখন এমনই একটি বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপনীত হয় যে, সকল ফুকাহাগণ লিখেছেন তখন সন্তানকে তার পিতার কাছ থেকে, দেনাদারকে পাওনাদারের কাছ থেকে, দাসকে তার মনিবের কাছ থেকে, এমনকি স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকেও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হয়। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে জিহাদ যখন ফারদুল 'আইন হয়ে যায়, যখন এর সাথে অন্য কোন কাজ সাংঘর্ষিক হয় তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর আমরাও এই একই আক্বীদা পোষণ করি যে, দাওয়াহর কাজও করবো; যেমনিভাবে আপনার সাথে আলোচনার মাধ্যমে হচ্ছে এবং আপনিও যেই কাজের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছেন। আমরা মুজাহিদ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে দাওয়াহ্ পৌঁছিয়ে যাচ্ছি। এই দুয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, তবে যখন কোন প্রকারের বৈপরীত্য আসে অথবা সাংঘর্ষিক হয়, তখন জিহাদকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

কিন্তু যে বিষয়টিকে আমরা ঠিক মনে করি না, তা হল দাওয়াহ-এর কাজকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে আজ জিহাদ যে ফারদুল 'আইন তা রহিত হয়ে যায়। দাওয়াহ্ তো আমরা দিয়ে থাকি, প্রত্যেক মুজাহিদ যে যেখানেই আছেন সেখান থেকেই জিহাদের পাশাপাশি দাওয়াহ্ দেয়ারও চেষ্টা করেন। এটি তো এই আলোচনার একটি দিক গেল আর এই আলোচনার আরো একটি দিক হল যা ইমাম শারাখসী (রহ.) বলেছেন, "ক্বিতাল এই জন্য ফরয হয়নি যে শুধুমাত্র যুদ্ধ করা হবে, বরং এটি ফরয হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াহ্ পৌঁছানো হয়।" তাই ক্বিতাল স্বয়ং দাওয়াহ্-এর একটি মাধ্যম। তিনি এর পরে বলেন, "দাওয়াহ্-এর দু'টি ধরণ রয়েছে, এক ধরণের হচ্ছে তরবারীর মাধ্যমে দাওয়াহ অর্থাৎ ক্বিতাল। আর দ্বিতীয় প্রকারের দাওয়াহ্ হচ্ছে মুখের মাধ্যমে দাওয়াহ্ অর্থাৎ যাকে আমরা তাবলীগ বলে থাকি।"

তিনি এর সাথে আরো উল্লেখ করেন যে, "মুখের মাধ্যমে দাওয়াহ্ অর্থাৎ তাবলীগ হচ্ছে ক্বিতালের চেয়ে সহজতর একটি কাজ। কেননা, ক্বিতাল হচ্ছে এমন একটি আমল যার দ্বারা নিজের জান ও মালকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়। কিন্তু তাবলীগের মধ্যে এমন কোন কাজ করতে হয় না। তাই আমরা এখন দাওয়াহর মধ্যে প্রথম ধরণটি করে যাচ্ছি যা বেশি কষ্টকর ও বিপদজনক কাজ এবং যার মধ্যে বেশি কুরবানী চাওয়া হয়। আর এ বিষয়টি শুধু তাঁর বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, ক্বিতাল ও তরবারীর মধ্যে আল্লাহ্ সুবঃ তা'আলা দাওয়াহ্-এর এক আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া রেখেছেন।

৯/১১ এর বরকতময় হামলার কথা স্মরণ করে দেখুন, এর পরে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে বিপুল পরিমাণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তা ইতিপূর্বে বহু বছর ধরে তাবলীগের কাজের মাধ্যমেও সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিছু সংখ্যক ভাইয়ের জীবনের কুরবানীর ফলে কুফ্ফারদের ভূমিতেই বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য এক দাওয়াহর মাধ্যম তৈরি হয়েছিল। শাইখ ওসামা বিন লাদেন (রহ.) এক আলোচনার মধ্যে একটি খুবই উত্তম কথা বলেছিলেন যে, "মাক্কী সময়ের মধ্যে এমন কিছু উত্তম দা'য়ী দাওয়াহ্ দিচ্ছিলেন এই আসমান ও যমীন যাদের মত কাউকে পূর্বে না কখনো দেখেছিল, আর না পরবর্তীতে কখনো দেখবে। অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ

হযরত আবু বকর রাযি. হযরত উমর রাযি. হযরত উসমান রাযি. হযরত আলী রাযি. প্রমূখ সাহাবীগণ তখন দাওয়াহ্ দিচ্ছিলেন। সেখানে তের বছর যাবৎ দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর এক শত-এর কিছু বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু মৌখিক দাওয়াহর কাজ করা হচ্ছিল, আর ঠিক এর কিছুদিন পর অর্থাৎ মাদানী সময়ে যখন জিহাদকে ফরয করা হল এবং মক্কা বিজয় করা হচ্ছিল তখন যারা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল তাদেরকেও যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে আনা হল এবং তাদেরকে প্রিয় নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল যে তিনি কেমন ব্যক্তি, তখন তারা উত্তরে বলতে লাগলো, 'আপনি একজন সম্ভ্রান্ত পিতার সম্ভ্রান্ত সন্তান'।

এ জন্যই শাইখ উসামা (রহ.) বলেন, এ রকম কেন হল?

যেই ইসলাম তাদের তের বছরের মৌখিক দাওয়াহর মাধ্যমে বুঝে আসে নি, এখন তা অতি অল্প সময়ে কিভাবে বুঝে এসে গেল? তা এ কারণে হয়েছে যে, তরবারী হক্ব কথাকে বুঝতে সহায়তা করে। কেননা মানুষের নফ্স সকল ক্ষেত্রেই এমন নয় যে শুধু প্রমাণ দেখেই দাওয়াহ্-কে কবুল করতে শুরু করে দেয়। যাদের নফ্স প্রশান্ত তারা এভাবে কবুল করে নেয়, তবে অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই তার নফসের কামনা-বাসনা, অহংকার এবং স্বেচ্ছাচারিতা তার উপরে বিজয়ী হয়। যার সামনে হক্বের পক্ষ থেকে প্রমাণ পেশ করার পরও বিভিন্ন ধরণের অজুহাত তৈরি করার চেষ্টা করে। তাই এ ধরণের মানুষের জন্যই যখন তরবারী এসে পরে এবং শক্তির শুধু প্রদর্শনী করা হয়, এখানে গর্দনের আঘাত করার কথা বলা হচ্ছে না শুধু প্রদর্শনী করা হয়, তখন সে সহজভাবে দাওয়াহ্ কবুল করে নেয়। আর আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দাওয়াহ্ থেকে আলাদা কোন কাজ করছি না, বরং দাওয়াহর রাস্তায় যে বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাই দূর করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং 'দাওয়াহ্ বিল বানান' অর্থাৎ তরবারীর মাধ্যমে যে দাওয়াহ্ দেয়া হয় তা চালিয়ে যাচ্ছি।

-ধারাবাহিকভাবে চলবে...

জান দেবো, জান্নাত নেবো

-মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

আমি জানি না, আমরা কেউ জানি না, মুসলিম উম্মাহর কত রক্ত ঝরবে আর! সুদূর অতীতের কথা আজ বলবো না, তাতারী চেঙ্গীস, হালাকুদের কথাও তুলবো না। দুইশত বছর ইসলামী জাহানে ক্রুসেডের নামে হিংস্রতা ও বর্বরতার যে তান্ডবলীলা বয়ে গেছে সে প্রসঙ্গ তুলে লাভ নেই।

আমি শুধু জানতে চাই দুর্ভাগা ফিলিস্তিনের কথা। আর কত রক্ত ঝরবে সেখানে ইহুদী হায়েনাদের হাতে?

আমি জানতে চাই প্রজ্জলিত কাশ্মীরের কথা, আর কত রক্ত ঝরবে সেখানে হিন্দু নরপশুদের হাতে?

আমি জানতে চাই বিধ্বস্ত বলকানের কথা আর কত রক্ত ঝরবে সেখানে খৃষ্টান জল্লাদদের হাতে?

আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করেছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে স্বীকার করেছি, এই অপরাধে আর কত রক্ত চায় পৃথিবী আমাদের কাছে? শতাব্দির রক্তস্রোতও কি পারবে না হায়েনাদের রক্ত পিপাসা মিটাতে, তাদের প্রতিহিংসার আগুন নেভাতে? পৃথিবীর আর কোন জাতির বুক থেকে এত রক্ত কি ঝরেছে? আর কোন জাতীর ইজ্জত আবরু কি এভাবে লুন্ঠিত হয়েছে? এমন করে জলে পুড়ে ছারখার হয়েছে কি আর কোন জাতির জনপদ?

এত দিনের রক্তের হিসাব চাই না কারো কাছে, লুন্ঠিত ইজ্জত-আবরুর নালিশও নেই কারো বিরুদ্ধে, হারানো আন্দালুস ফিরে পাওয়ার দাবিও নেই জাতিসংঘের দুয়ারে। শুধু জানতে চাই ইসলামী জাহানের ধ্বংসের এ তুফান কবে বন্ধ হবে? হিন্দু-ইহুদী-নাসারাদের এ নারকীয় উল্লাস কবে বন্ধ হবে? দেশে দেশে আমার মুসলিম মা-বোনের ইজ্জত আবরু কবে নিরাপদ হবে? কোথায় আজ জাতিসংঘ ও তার নিরাপত্তা পরিষদ? কেন আবার নব ক্রুসেডের হুঙ্কার? কেন ধর্মযুদ্ধের এই উম্মাদনা? কেন, কার বিরুদ্ধে, কিসের অপরাধে?

আফগানিস্তান কি মস্কো আক্রমণ করেছিলো? ভিয়েতনাম দখল করেছিল? হিরোশিমা-নাগাশাকিতে আণবিক বোমা ফেলে লাখ লাখ বনি আদমকে হত্যা করেছিল? তবু আফগানিস্তান হলো সন্ত্রাসী আর ওরা সব সাধু-সন্যাসী।

কে হিসাব দিবে ফিলিস্তিন-কাশ্মীরের লাখ লাখ মুসলিমের শহীদী খুনের? কে জবাব দিবে চেচনিয়া-বলকানের অগণিত মা-বোনের লুন্ঠিত আবরু ইজ্জতের? অপরাধ প্রমাণিত এবং অপরাধীও চিহ্নিত। কেন বিশ্ব বিবেক এত নিরাসক্ত, আমেরিকা তবু কেন চোখ থেকেও অন্ধ?

বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত আফগানিস্তান যুদ্ধ চায় না শান্তি চায়। তালেবান পররাজ্যের দখল চায় না, মুসলিম ভূমির নিরাপত্তা চায়, সেখানে তারা আল্লাহর শাসন কায়েম করবে এবং দিশেহারা মানবতাকে ইসলামের ইনসাফ ও শান্তির নমুনা দেখাবে। গণতন্ত্র ও মানবতার মোড়লদের চোখে এটাই অপরাধ। তাই বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকা তার বিশাল সমর সজ্জা নিয়ে প্রায় নিরস্ত্র আফগানিস্তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাহলে কি ধূলায় মিশে যাবে আফগানিস্তান?

হে আল্লাহ!

তোমার নাবীর অসহায় উম্মাহর ফরিয়াদ শুনো, চারদিকে আজ শত্রুর সাজ সাজ রব। আমাদের উপর থেকে ও নীচ থেকে ভয়ঙ্কর এ দুশমন আমাদের ঘিরে ধরেছে। ওদের হাতে আছে আধুনিকতম মরণাস্ত্রের বিশাল ভান্ডার, আমরা নিরস্ত্র অসহায়। আমাদের রক্ষা কর।

গনতন্ত্র এ যুগের সবচেয়ে বড় শিরক

-মূল ঃ শাইখ আবু বাসীর আত তারতুস। অনুবাদ ঃ ইবরাহীম রশীদ

গণতন্ত্র... এ যুগের ফিতনা। যা মাখলুককে ইলাহ ও হাকেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে আর আল্লাহকে ব্যতিরেকে শরীয়ত প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থাকে বান্দার জন্য খাছ করেছে। বান্দার ইচ্ছা ও বিচার ব্যবস্থাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও বিচার ব্যবস্থার উপর সমুন্নত করেছে। আর এটাই স্পষ্ট কুফুরী এবং দ্বীন থেকে বিচ্যুতি। সুতরাং যে এগুলোকে বিশ্বাস করবে বা এর দিকে আহবান করবে বা এর দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে বা এর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, তাহলে সে কাফের, মুরতাদ। যদিও সে মুখে দাবী করে যে, সে মুসলিম।

সেই শাসক কাফের, যে কুফুরী আইন-কানুন ও মানব রচিত বিধান দ্বারা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে। সেই বিচারক কাফের, যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ সে আইন প্রণয়ন করে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে (আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সদস্য)। এমনিভাবে যে আল্লাহর আইন থেকে ফিরে আসে এবং তাগুতী আইনের কাছে বিচার কামনা করে (অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী আইনের কাছে বিচার কামনা করা -যেমন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা) এবং আল্লাহর বিধানের উপর তাগুতী বিধানকে প্রাধান্য দেয়া (যেমন বাংলাদেশের আইন কানুনকে প্রাধান্য দেয়া আল্লাহর আইন কানুনের উপরে)।

ঐ শাসক কাফের, যে কুফুরী ও শিরকী আইন দ্বারা বিচার করে এবং ঐ শাসক, যে তাগুতী, কুফুরী ও শিরকী আইনগুলোকে রক্ষা করে এবং যারা তাগুতী কুফুরী ও শিরকী আইন পরিবর্তন করে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ঐ শাসকের অবস্থাও একই, যে বিদ্বেষবশত, অহংকার করে, অস্বীকার করে কিংবা অপছন্দ করে আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করে, বা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ হালাল মনে করে। একইভাবে ঐ শাসক ও বিচারক, যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না এবং ঐ শাসক যে আল্লাহর শরীয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ যা নাযিল করেছে সেই বিধানের বিরুদ্ধে মানুষকে আহবান করে। সমভাবে ঐ শাসক যে মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করে। সুতরাং সে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের পরিবর্তে আল্লাহর শত্রুর আইন বাস্তবায়নে বেশী আগ্রহী হয়।

উপরে উল্লেখিত শাসক ও বিচারকগণ (এখানে বিচারক দ্বারা উদ্দেশ্য যারা আইন প্রণয়ন করে ও সেই আইন অনুযায়ী বিচার করে অর্থাৎ সংসদের এমপি, মন্ত্রি, ও আদালতের বিচারকগণ - যারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে, সকলেই বিচারক এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এরা সকলেই কাফের। সুতরাং যার মাঝেই উপরোল্লেখিত কোন একটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে সেই কাফের, মুরতাদ। তার আনুগত্য করা যাবে না এবং মুসলিমদের উপর তার কোন কর্তৃত্বও নেই এবং মুসলিম রাষ্ট্রের উপরও তার কোন কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং যদি সামর্থ থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে এবং জিহাদ করতে হবে। উপরোল্লেখিত কারণ সমুহের কুরআন থেকে দলিল,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

অর্থঃ "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" (সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ৪৪) (শানে নুযুলসহ এই আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীরে)

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

অর্থঃ "তাঁর বিধানে তিনি কাউকে শরীক করেন না।" (সূরা কাহাফ ১৮ঃ আয়াত ২৬)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

অর্থঃ "তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি তিনি তাদের দেন নি।" (সূরা শুরা ৪২, আয়াত ২১)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থঃ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। কিন্তু তারা তাগূতের কাছে বিচার ফায়সালা কামনা করে, অথচ তাদেরকে

নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করতে।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৬০)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: "অতএব তোমার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব করবে না এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নিবে।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৬৫) অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

অর্থ: "আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে যা এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীয়ত ও স্পষ্ট পন্থা। আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদেরকে এক উম্মত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করার ব্যাপারে তাদের থেকে তুমি সতর্ক থাকো। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক। তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" (সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ৪৮-৫০)

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের সমাজ পতিগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ৩১)

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

অর্থ: "এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক।" (সূরাআন'আম ০৬ঃ আয়াত ১২১)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অর্থ: "তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ঃ আয়াত ০৯)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ.

অর্থ: "নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭, আয়াত ২৫)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ.

অর্থ: "এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্যে, তারা বলে, 'অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব'। আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ঃ আয়াত ২৬)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.

অর্থ: "তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য করেছি', তারপর তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তারা সত্যিকার মুমিন নয়।" (সূরা নূর ২৪, আয়াত ৪৭)

এই আয়াতগুলো উপরোল্লেখিত তাগুতের শাসক ও বিচারকদের কাফের হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং এই মাসআলাটি একটি আয়াতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি কিছু লোক করে থাকে, আয়াতটি হল-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" (সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ৪৪)

এই আয়াতের তাফসীর ও এর দলিল প্রমাণের ক্ষেত্রে ও তার শানে নুযুলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিতর্ক হওয়ার কারণে, তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেন এই মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে এই আয়াত ব্যতীত আর কোন দলিল নেই।

সুতরাং ঐ সমস্ত শাসক ও বিচারক, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করে না, তাদের কুফুর হবে বড় কুফুর, ছোট কুফুর নয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাগুতকে বর্জন করার ও তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

'বিজয়ের' স্বপ্নে পরাজিত তারুণ্য

-আবূ উমায়ের খান

সমাজের আজকের তরুণ-যুবকদের স্বপ্ন কি? তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য কোন টি? কি হতে চায় তারা?

হ্যাঁ, তাদের কিছু লক্ষ্য আছে। কিছু চাওয়া আছে। আছে কিছু স্বপ্ন। বিজয়ের স্বপ্ন।

কেউ স্বপ্ন দেখে ভালো গায়ক হবার। নোলক, সোনিয়া, বিউটির মতো গান গেয়ে দর্শক নন্দিত ক্লোজআপ ওয়ান হওয়ার। কেউ আবার স্বপ্ন দেখে নায়ক হওয়ার। কেউ হতে চায় লাক্স চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগীতার ষ্টার। হলে হলে তার ছবি চলবে, দর্শক তাকে দেখলে ভীড় করে অটোগ্রাফ চাইবে। ক্যামেরার ঝলক সূর্যের আলোকে ম্লান করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর বাইরে ব্যতিক্রমী বিজয়ের গল্পও আছে। এভারেষ্টে সর্বপ্রথম বাংলাদেশী হিসেবে মূসা ইব্রাহীম নামক এক বাংলাদেশী যুবকের আরোহন এবং এভারেষ্ট বিজয়ের কাহিনী দেখে পুরো দেশ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো তাকে নিয়ে। সংবর্ধনা দিতে শুরু হয়েছিলো হুলুস্থুল। এনিয়ে সারা দেশ প্রায় কয়েক মাস মূসা জ্বরে আক্রান্ত ছিলো।

আর এই ফালতু ইস্যুকে জনগণের মাঝে প্রচার করা এবং মাসাধিককাল যাবত তাকে জিঁইয়ে রাখার অনবদ্য (?) কর্মটি সাধন করেন আমাদের দেশের সুশীল সমাজ বলে পরিচিত, সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ দোসর, চিহ্নিত একটি কর্পোরেট মিডিয়া। তার সেই কল্পিত বিজয়ের সূত্র ধরে এরপরে আরো অনেকেই এভারেষ্ট মুখী হয়েছেন। বছর খানেকের ব্যবধানে দ্বিতীয় বাংলাদেশী তরুণ হিসেবে এভারেষ্টের চূড়ায় উঠেন এম এ মুহিত নামক আরেক যুবক। এরপর কিছুদিন আগে এক মহিলাও ঘুরে এসেছেন সেই তীর্থস্থান (!)।

এর বাইরেও আমাদের যুব-তরুণদের সামনে তুলে ধরা কল্পিত বিজয়ের আরো অনেক স্বপ্ন আছে। যার মধ্যে ক্রিকেট খেলা অন্যতম। ক্রিকেটে আমাদের সোনার ছেলেরা একটি দেশকে পরাজিত করতে পারলে পুরো দেশ সেই বিজয়ের জ্বরে কিভাবে আক্রান্ত হয়, তার দৃষ্টান্ত আমরা অতীতে দেখেছি বাংলাদেশের ক্রিকেট টীম কর্তৃক অন্য দেশকে হারানোর সময়। যুব-তরুণদের মধ্যকার এই ক্রেজকে আরো শত-সহস্র গুন বাড়িয়ে দেয়ার মহান দায়িত্ব (?) পালন করে যাচ্ছেন আমাদের দেশে একচেটিয়া ব্যবসা করা বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী গুলো।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী ও কর্পোরেট মিডিয়াগুলো ভালো নায়ক, গায়ক, অভিনয় শিলী, সুন্দরী প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হওয়া, ভালো ক্রিকেটার হওয়া, এভারেষ্টের চূড়ায় ওঠার মতো ঠুনকো বিষয়াবলীকে আমাদের আজকের তরুণ-যুবকদের সামনে তাদের জীবনের সাফল্যের মানদন্ড নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

দিন দিন মুসলিম জাতি তার সন্তানদের এধরণের বিভিন্ন কাল্পনিক জয় আর বিজয়ের কাহিনী অবলোকন করছে একে একে। কিন্তু এতো জয় আর বিজয় সত্ত্বেও অবস্থা যেন সেই তিমিরেই। এই উম্মাহর মূল স্বত্ত্বার মাঝে উন্নতি আর সফলতার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং দিন দিন তাদের অধ:পতন আর অধ:গতি এবং সমস্যার কঠিন থেকে কঠিনতর স্তরে বাঁধা পরে যাবার দৃশ্যই ফুটে উঠছে। নায়ক আর গায়ক হওয়ার স্বপ্নে বিভোরদের খুব কমই নোলক হতে পারে। দারুচিনি দ্বীপের নায়িকা হওয়ার স্বপ্নও অল্প কয়েকজনেরই পূরণ হয়।

যারা এতো কষ্টে-সৃষ্টে গতানুগতিক ষ্টার হন, তাদের অধিকাংশই এক সময় আলোকিত রাজপথে থাকার পরিবর্তে অন্ধকার গলিতেই নিজের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে নিতে বাধ্য হন। আর বাকি যারা বিফল হন তাদের অবস্থা তো আরো শোচনীয়। বছরের পর বছর ফালতু বিষয়ে অহেতুক পরে থেকে সময় নষ্টের কষ্ট তখন সীমাহীন পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন আর করার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

মুসলিম উম্মাহর যুব-তরুণ সম্প্রদায়কে আজ বিভিন্ন চক্রান্তের মাধ্যমে ঘুম পাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। আজকে যুব সমাজকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী তাদের নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত চরিত্র বিধ্বংসী নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। কর্পোরেট মিডিয়ার সহযোগিতায় তারা মুসলিম তরুণ-তরুণীর মধ্যকার হিযাব এবং পর্দাকে উঠিয়ে দেয়ার জন্য অঘোষিত জিহাদ শুরু করেছে। তারা এমন একটি নতুন ট্রেন্ড চালু করেছে, যার মাধ্যমে বর্তমানে এক বোতল কোমল পানীয় থেকে শুরু করে বিস্কিট, চকোলেটের বিজ্ঞাপনেও তরুণ-তরুনীর অর্ধ-উলঙ্গ নাচকে ফরজ করে দিয়েছে। ভাবখানা এমন যে, পণ্য যাই হোক না কেন, তার বিজ্ঞাপনে মুসলিম তরুণ-তরুনীর এক সাথে ঢলাঢলি করে নাচতে হবেই। না হলে সেই পণ্য মানসম্মত হবে না এবং বিক্রিও হবে না!

মোবাইল অপারেটর কোম্পানীর কয়েকটি বিজ্ঞাপন তো হিন্দুদের হলি খেলার ঢলাঢলিকেও হার মানিয়েছে।

একটি কোম্পানী তরুণদের কাছে তার সিম বিক্রি করার জন্য মধ্যরাতে তরুণ-তরুণীদেরকেকে গোপানে তাদের ঘর ছেড়ে বের হয়ে খোলা মাঠে এসে উদ্দাম নৃত্যের তালে তালে নাচার নসিহত করছে। তাদেরকে সুরসুরি দিয়ে বলছে, তুমি আসো নি সাড়া দিতে...

এভাবে তারা এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তরুণ-যুবকদেরকে ব্যস্ত করে দিয়েছে ইন্দ্রীয় পুজায়। এরপর তাদেরকে ঘোষণা দিয়ে আহ্বান করছে, "বন্ধু, আড্ডা, গান = হারিয়ে যাও।"

অর্থাৎ বন্ধু আড্ডা আর গান নিয়ে তোমরা হারিয়ে যাও। দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ নিয়ে তোমাদের ভাবার কোন দরকার নেই।

কাছে আসার গল্প শোনানোর নাম করে বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসাকে সমাজে স্বীকৃতি দেয়ার চেষ্টা করছে তারা। কিভাবে প্রেম করতে হবে, কোন টুলে দাড়িয়ে প্রেমিকাকে চিঠি দিলে তার হাতে পৌঁছবে, নির্লজ্জের মতো বিজ্ঞাপন দিয়ে তাও বলে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানী গুলো। নাটক সিনেমার মাধ্যমে লিভটুগেদার আর জিনা-ব্যাভিচারের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হাতে-কলমে।

এভাবে তারা একদিকে মুসলিম তরুণ-তরুণীর মধ্যে তাদের ঘুমন্ত পাশবিক চেতনাকে জাগ্রত করছে, অপরদিকে বিবাহ থেকে তাদেরকে নিষেধ করছে। দূরে সরিয়ে রাখছে। ত্রিশোর্ধ যুবককে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরামর্শ দিচ্ছে বিয়ে না করার। তাকে বলছে, 'আরে ভাই বিয়েতে অনেক খরচ। তাই বিয়ে না করে ১৩০০ টাকা দিয়ে এই মোবাইল সেট কিনেন আর প্রেমিকার সাথে ফাও প্যাচাল পেরে সময় কাটান।'

অথচ মহানবী সা. যুবকদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সবচেয়ে বরকতপূর্ণ বিবাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন সেই বিয়েকে, যেখানে খরচ কম হয়। কিন্তু আজ আমরা বিবাহকে কঠিন থেকে কঠিনতম করেছি, পক্ষান্তরে যিনা-ব্যভিচারকে সহজ থেকে সহজতর করে দিয়েছি। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আমাদের রাষ্ট্র ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সম্মিলিতভাবে অব্যাহত প্রচেষ্টায় আজ এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে যুবক-যুবতীদের বিবাহ বহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসা আর যিনা-ব্যভিচার খুব সহজ একটা বিষয় হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্ম ও সমাজ স্বীকৃত বৈধ বিবাহকে দেয়া হয়েছে নির্বাসন। তাই দিন যত যাচ্ছে, যিনা-ব্যাভিচার, ইভটিজিং ও নারী নির্যাতনও ততই বেড়েই চলছে।

আফসোস! শত আফসোস!!

বিজাতীয় বিভিন্ন এনজিও, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী আর এদেশীয় আত্মবিক্রিত কতিপয় 'সুশীল'দের বদান্যতায় আজকের তরুণ-যুবকদের সামনে জয় ও বিজয়ের এই সকল ফালতু ক্রাইটেরিয়া নির্ধারিত হচ্ছে।

অথচ একটি সময় ছিলো, যখন মুসলিমরা একটি অঞ্চলকে জালিমের নির্যাতন থেকে মুক্ত করাকেই শ্রেষ্ঠ অর্জন বলে মনে করতো। সেই ভূখন্ডের লোকদের মন জয় করাকেই প্রকৃত বিজয় বলে মনে করতো। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ইসলামী আদর্শ তথা তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে যাওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতো। তাদের স্বপ্ন থাকতো একটি অঞ্চলের পর পরবর্তী অঞ্চলে ইসলামী আদর্শকে ছড়িয়ে দেয়া। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সেখানকার মজলুম মানবতাকে মুক্তি দেয়া।

একটা সময় ছিলো, যখন মুসলিম মা-বোনেরা তাদের সন্তানদেরকে সাহাবীদের নামে নাম রাখতেন। মুসলিম বীর সেনানী, আর সত্যের কান্ডারীদের পরিচয়ে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুসান্না বিন হারেসা, মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম, সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, তারিক বিন যিয়াদপ্রমুখ মুসলিম বীর সেনানীদের মতো হওয়াই ছিলো মুসলিম যুবকদের স্বপ্ন।

আজকের মুসলিম উম্মাহর যুব-তরুণদের অনেকে হয়তো জীবনেও এই মহান ব্যক্তিদের নামই শুনেনি। তবে আজকের তরুণকে যদি জিজ্ঞেস করেন কোন কিক্রেট দলে কয়জন খেলোয়ার আছেন, তাদের নাম-ধাম-পরিচয় ও পারফর্ম্যান্স কি? দেখবেন সব কিছু সে গড়গড় করে বলে দিবে।

জিজ্ঞেস করুন এই সপ্তাহে ইউএস টপচার্টে অবস্থানকারী সিনেমাগুলোর নাম কি, সে তাও অবলীলায় বলে দেবে। জিজ্ঞেস করুন হলিউড-বলিউডের কোন নায়িকার সাথে কার প্রেম চলছে, তার বর্ণনা শুনে আপনার মনে হবে যেনো সে সেই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন মহানবী সা. এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের নাম কি? রাসূল সা. পরবর্তী মুসলিম খলীফা ছিলেন কে কে? যাঁদের মাধ্যমে অর্ধ পৃথিবী মানব রচিত মতবাদ আর মতাদর্শের ঘোর অন্ধকার থেকে আলোকিত হয়েছিলো, সেই সব মুসলিম সেনাপতিদের অল্প কয়েকজনের নামও যদি জানতে চান, তবে সে মাথা চুলকাবে আর মুখ লুকাবে।

তার কাছে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে মৃত্যুর পর কবরে তাকে প্রথম কি প্রশ্ন করা হবে? কিয়ামতের দিন কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে সে এক চুলও নড়তে পারবে না? -দেখবেন অধিকাংশ যুবকই বলতে পারবে না।

কারণ কেউ তার সামনে এসব বিষয়ের গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেনি। আর এটিই আমাদের সমাজের যুব-তরুণদের অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

আজকে আমাদের সমাজে চলমান খুবই দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হলো, আমরা অনেক সময়ই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের যুব-তরুণদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সুকৌশলে বা অবচেতনভাবে আমরা যুবকদেরকে ইসলাম সংক্রান্ত বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। এক্ষেত্রে তরুণ-যুবকদের সামনে তুলে ধরা হয়, যৌবনকাল হচ্ছে এনজয় করার সময়। শ্লোগান দেয়া হচ্ছে- "লাইফ তো একটাই, ফ্রেশ থাকতে চাই।"

আর যদি কেউ ইসলাম নিয়ে অধ্যয়ন করতে চায়, ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে চায়, তাহলে তাকে উৎসাহ দানকারীর চেয়ে নিরুৎসাহিত করা লোকের সংখ্যাই সমাজে বেশি দেখা যায়। তাকে বলা হয়,

'আরে রাখো তোমার ধর্ম-কর্ম! ওগুলো তো বার্ধক্যের জন্য। আগে যৌবনকালে আনন্দ-ফুর্তি করো। নিজের ক্যারিয়ার গড়ো। তারপর যখন সময় রিটায়ার্ড করার সময় হবে, তখন দেখা যাবে। ব্যবসায়ী হলে সন্তানদের বিয়ে শাদি করানোর পর হজে যেতে হবে। হজ থেকে এসে দাঁড়ি রাখবে। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বে। রোজা রাখবে। তখন এই সকল কাজের মাধ্যমে ইসলাম পালন করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা যাবে।

অথচ যদি আমরা কুরআন এবং সুন্নাহর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে, ইসলাম মানব জীবনের সবচেয়ে বেশী মূল্যবান সময় নির্ধারণ করেছে যৌবনকালকে। প্রতিটি মানুষের যৌবনকাল হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

সোনালী যুগে মুসলিম যুব-তরুণদের ইসলাম সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনাই ছিলো তৎকালীন বিশ্বে

মুসলিমদের উত্থানের অন্যতম প্রধান কারণ। হযরত উমর রা. এর সময়ে প্রতিটি মুসলিম মা তার সন্তানকে বলতো, "বাবা, তোমার পিতৃপুরুষ ইসলামকে অমুক অমুক মহাদেশ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। যে সকল এলাকা এখনও ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়নি। যেখানে আজও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়নি। মানব রচিত মতবাদ, জাহেলিয়াত আর কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা এসকল এলাকায় সত্যের আলো তোমাকেই জ্বালতে হবে, ইসলামের হেলালী নিশান তোমাকেই উড়াতে হবে।"

রাষ্ট্রের প্রধান খলীফা ও কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে মুসলিম তরুণ-যুবকরা দীক্ষা পেতো মজলুম মানবতাকে মুক্ত করার। ইসলামের সুমহান সাম্যের বাণী পৃথিবীর সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার মহান দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নেয়াটাই ছিলো তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। মজলুম মানবতাকে কুফরের শৃংখল থেকে মুক্তি দেয়ার মাঝেই তারা খুঁজে পেতো প্রকৃত আত্মিক প্রশান্তি।

মুসলিম যুব-তরুণদের সোনালী যুগের সেই জয়ের নেশা আর বিজয়ের স্বপ্নের কারণেই স্পেনের বুকে উড্ডীন হয়েছিলো আলোর মশাল। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে 'জাবালুত তারেক' বা জিব্রাল্টার প্রণালীর মুখে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজা রডারিকের মানবরচিত মতবাদ আর স্বেচ্ছাচারী শাসনের শৃংখল থেকে স্পেনবাসীকে মুক্ত করে তাদেরকে দিয়েছিলেন একনিষ্ঠ তাওহীদ ও এক রবের ইবাদতের সোনালী রাজপথ।

মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের মতো মাত্র ১৭ বছরের টগবগে নওজওয়ানরা সেই আরব থেকে এই সূদূর ভারত উপমহাদেশে এক নির্যাতিত বোন ফাতেমার আর্তনাদে সাড়া দেয়ার জন্য ছুটে এসেছিলেন। রাজা দাহিরের বন্দিশালা ভেঙ্গে তারা মুক্ত করেছিলেন মজলুম মানবতাকে।

রাজা গৌরগোবিন্দের নির্যাতন থেকে আমাদের এই বঙ্গদেশকে মুক্ত করতে, মানবরচিত শাসনব্যবস্থার নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে এখানকার জনগণকে উদ্ধার করার জন্য, সেই সূদুর ইয়ামান থেকে ছুটে এসেছিলেন হযরত শাহ জালাল ইয়ামানী রহ.। কোনো মাজার ব্যবসা কিংবা পার্থিব স্বার্থে নয়।

গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহ. এর মতো একজন নওজওয়ান ফিলিস্তিনকে মুক্ত করেছিলেন খৃষ্টানদের হাত থেকে। বছরের পর বছর খৃষ্টানদের নানাবিধ জুলুম-নির্যাতনের কবলে নিষ্পেষিত মজলুম জনতাকে দিয়েছিলেন প্রকৃত মুক্তির স্বাদ।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা., মুসান্না বিন হারেসা রা. এর মতো বীর সেনানীরাও তাদের যৌবনে স্বপ্ন দেখতেন রোম-পারস্যে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার। সেখানকার মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে এক আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বে নিয়ে আসার। তাঁরা তাঁদের এই স্বপ্ন নিজেদের জীবদ্দশাতেই বাস্ত বায়ন করেছিলেন।

কিন্তু আজকে কি হলো এই মুসলিম যুব-তরুণদের?

কেউ কি আজ কথিত সেই জয় ও বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর তারুণ্যের শত চিন্তার মধ্যে একটি বারও এই উম্মাহকে আবারও বিশ্বের বুজে বিজয়ী জাতি হিসেবে পরিচিত করার স্বপ্ন তুলে ধরে? ইরাক-আফগান-ফিলিস্তিন-কাশীরসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে নির্যাতিত-নিপীড়িত মজলুম মুসলমানদের রক্ত প্রবাহ বন্ধ করা, বিধবা আর সন্তানহারা মা-বোনের অশ্রু মোছার কথা কি কেউ চিন্তা করে?

করে না। এটাই হলো বাস্তবতা। আর এটাই হচ্ছে এই উম্মাহর যুব সম্প্রদায়ের বর্তমান অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। মুসিলম উম্মাহর যুব সম্প্রদায়ের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন আজ জেগে ওঠার। উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান, এই বিদ্রোহী তারুণ্য যদি আজ আবারো ঘুরে দাঁড়ায়, তাহলে আল্লাহর কসম! এই পৃথিবীর বিবর্ণ মানচিত্র আবারও তার উজ্জ্বল সৌন্দর্য ফিরে পেতে বাধ্য।

তবে এই পথে চলতে হলে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করার মানসিকতা নিয়ে চলতে হবে। এসব কষ্ট স্বীকার করে, যদি আজ আবারও কেউ উঠে দাঁড়ায় হযরত বিলাল রা. মতো; যিনি উমাইয়া ইবনে খালফের শত নির্যাতনেও মহান আল্লাহর একত্ববাদ থেকে ফিরে যান নি।

যদি একটি যুব কওম ঘুরে দাঁড়ায় হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. মতো; যাকে দীন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার চাচা কষ্ট দিয়েছিলো। চাঁটাইয়ের মধ্যে পেঁচিয়ে আগুনের ধুয়া দিয়েছিলো, কিন্তু তারপরও তিনি ইসলাম বিজয়ের মিশন ত্যাগ করেন নি।

যদি একটি দল আজ আবারও উঠে আসে সেই হযরত খাব্বাব আর খুবাইব রা. মতো; যারা শত নির্যাতন সয়েছেন, শূলিতে চড়েছেন কিন্তু নিজ আদর্শ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত হননি, নিজের স্থানে প্রিয়নীর আসা বা দীনের এতোটুকু ক্ষতিও মেনে নেন নি।

যদি এই উম্মাহর মা' গণ এমন কিছু নবীন সন্তান ধারণ করতে পারে, যারা হবে হযরত আবূ আইউব আনসারী রা. মতো। যিনি চরম অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তুরস্কের জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। তুরস্ক বিজয়ের আগেই মৃত্যু এসে গেলে সঙ্গী সাথীদেরকে তিনি এই বলে ওসিয়ত করেছিলেন যে, -তাকে যেন তুরস্কের সীমানা প্রাচীরের ভেতরে কবর দেয়া হয়। যেন তিনি কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে বলতে পারেন, এখানকার অধিবাসীদেরকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করা ও এই ভূমিতে তাওহীদের বাণী তথা ইসলামী জীবনাদর্শ পৌঁছে দেয়ার জন্যই তিনি এতোদূর এসেছিলেন!

শত সহস্র ষড়যন্ত্রের মাঝে খানিকটা হলেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে এই উম্মাহর তরুণ-যুবকরা জাগতে শুরু করেছে। আফগানিস্তান, তিউনিসিয়া, মিশর তারপর সেই জোয়ার আসছে বিশ্বের একেক প্রান্ত থেকে।

তবে সেই জোয়ারের রেশ ধরে কবে আমরা নিজেদেরকে মানব রচিত মতবাদ আর মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামীর দিকে মনোনিবেশ করতে পারবো, কবে সকল প্রকার শিরক ও কুফুরীর বেড়াজাল ছিন্ন করে একনিষ্ঠ তাওহীদে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবো, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর একটি স্বপ্ন ও সুনানে আবু দাউদ

-আবু আব্দির রহমান

একটি কাকতালীয় ঘটনা : আসুন, শুরু করি উসামা বিন লাদেনের নয় বছর বয়সে দেখা স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে... (একজন তালেবে ইল্‌ম হতে বর্ণিত)

আমি উসামা বিন লাদেনের বাবা মুহাম্মাদ বিন লাদেনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। বহু সময় আমার তাঁর সাথে থাকা হয়েছে এবং কন্সট্রাকশান সম্পর্কিত ব্যবসায়িক কাজে বহুবার তাঁর বাসায় যাওয়া হত। আমাদের আলোচনার সময় প্রায়শই তাঁর সন্তানদের খেলাধুলার কারণে আমাদের কথাবার্তা বাধাগ্রস্ত হত। তখন তিনি তাঁর বাচ্চাদের বাইরে গিয়ে খেলতে বলতেন। কিন্তু তিনি সবসময় তাঁর একটি ছেলেকে নিজের পাশে বসে থাকতে বলতেন। আমি এতে খুব অবাক হই এবং তাকে একবার প্রশ্ন করিঃ

"আপনি কেন আপনার এই ছেলেটিকে তাঁর অন্য ভাইদের সাথে খেলতে দেন না? সে কি অসুস্থ?"

মুহাম্মাদ বিন লাদেন মৃদু হাসলেন এবং উত্তর দিলেনঃ " না। আমার এই ছেলেটির কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে।"

যখন আমি কৌতূহলী হয়ে তাঁর ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তর দিলেন, "তার নাম হল উসামা আর তার বয়স নয় বছর। কয়েকদিন আগে তাকে নিয়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আমার ছেলে ফজরের একটু আগে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে এবং বলেঃ " বাবা, আমি তোমাকে আমার একটা স্বপ্নের কথা বলতে চাই।"

আমি ভাবলাম সে অবশ্যই কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আমি অজু করলাম এবং তাকে আমার সাথে করে মসজিদে নিয়ে গেলাম। মসজিদে যাওয়ার পথে সে আমাকে বললঃ "স্বপ্নে আমি নিজেকে একটা বিশাল সমতল এলাকায় দেখলাম। আমি সাদা ঘোড়ায় আরোহণকারী একটি বাহিনীকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তাদের সবার মাথায় কালো পাগড়ী বাঁধা ছিল। তাদের মধ্য হতে একজন উজ্জ্বল দৃষ্টি সম্পন্ন ঘোড়সওয়ার আমার কাছে আসল এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলঃ "আপনি কি উসামাহ বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন?" আমি উত্তর দিলাম "হ্যাঁ"।

সে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলঃ "আপনি কি উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন?" আমি আবার উত্তর দিলাম "হ্যাঁ, আমি।"

অতঃপর সে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল "আপনি কি উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন?" তখন আমি বললাম "আল্লাহর শপথ! আমি উসামা বিন লাদেন!" তখন সে আমার দিকে একটি পতাকা এগিয়ে দিল আর বলল, "আল কুদ্‌স এর প্রবেশদ্বারে এই পতাকাটি ইমাম মাহদি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ এর কাছে হস্তান্তর করবেন।" আমি তার হাত থেকে পতাকাটি নিলাম এবং দেখলাম সাদা ঘোড়ার বাহিনীটি আমার পিছু পিছু চলছে।

মুহাম্মাদ বিন লাদেন বললেন, "আমি আমার ছেলের এই স্বপ্নের কথা শুনে খুব অবাক হলাম। কিন্তু ব্যাবসায়িক কাজের চাপে আমি তার স্বপ্নের কথা ভুলে গেলাম। পরদিন সকালে সে আমাকে আবার ফজরের নামাজের আগে আগে ডেকে তুলল এবং একই স্বপ্ন আমার কাছে বর্ণনা করল। তৃতীয় দিন সকালেও ঠিক একই ঘটনা ঘটল। তখন আমি আমার ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা করতে শুরু করলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে তাকে নিয়ে একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে যাবো, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারদর্শী। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি উসামাকে নিয়ে একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে গেলাম এবং উনাকে পুরো ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বিস্মিত হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এই ছেলেটাই কি সে, যে স্বপ্ন দেখেছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে উসামার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার দুশ্চিন্তা কয়েক গুন বেড়ে গেল। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, আমি নিশ্চিত যে তুমি সততার সাথে জবাব দিবে।" তিনি তারপর উসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে ঐ ঘোড়সওয়ার যেই পতাকাটি দিয়েছিল তা তোমার মনে আছে?"

উসামা বললো, "হ্যাঁ আমার মনে আছে"

"তুমি আমাকে পতাকাটি কেমন ছিল তা বলতে পারবে?"

"পতাকাটি দেখতে সৌদি আরবের পতাকার মত ছিল কিন্তু এর রং সবুজ

ছিল না, কাল ছিল। আর তার উপর কিছু লেখা ছিল সাদা কালি দিয়ে"।
অতঃপর তিনি উসামাকে পরবর্তী প্রশ্ন করলেনঃ "তুমি কি কখনও নিজেকে যুদ্ধ করতে দেখেছ?"
"হ্যাঁ, আমি প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখি"।
তারপর তিনি উসামাকে ঐ ঘর থেকে বাইরে গিয়ে কুরআন পড়তে বললেন। উসামা বের হয়ে গেলে সেই আলেম আমার (উসামার বাবা) দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন এলাকা থেকে?"
আমি উত্তর দিলাম, "ইয়েমেন এর হাদরামাওত হতে।"
তারপর তিনি আমাকে আমার বংশের ব্যাপারে কিছু বলার জন্য বললেন।
আমি জবাব দিলাম "আমরা সান্‌ওয়াহ নামক গোত্র হতে, যা ইয়েমেন এর একটি প্রসিদ্ধ কাহতানি গোত্র।"
তিনি তখন সজোরে তাকবীর দিলেন, উসামাকে ঘরের ভেতর ডেকেয়ে আনলেন এবং উসামাকে চুমু খেতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন। তিনি আরও বললেন শেষ দিবসের (কিয়ামতের) আলামত খুব কাছে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, "হে মুহাম্মাদ বিন লাদেন! তোমার এই ছেলেটি একটি দুঃসাহসী বাহিনী তৈরি করবে ইমাম মাহদীর জন্য এবং তার দ্বীনকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সে খোরাসান এলাকায় হিজরত করবে। হে উসামা! বরকতময় এবং সৌভাগ্যবান সে, যে তোমার পাশে থেকে তোমার সাথে জিহাদ করবে। এবং ধ্বংস ও হতাশ হবে সে, যে তোমাকে একা ছেড়ে দিবে আর তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।"

এবার আসুন আমরা আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করি-

عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا – رضى الله عنه – يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– « يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ ». أَوْ قَالَ « إِجَابَتُهُ.

অর্থঃ "আলী ইবন আবু তালেব রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মা-ওয়ারা-আন্‌-নাহার হতে আল হারিস ইবন হারাস নামে একজন ব্যাক্তি আসবে। তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবে মানসূর নামে এক ব্যাক্তি যে মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলের (পরিবারের) জন্য (যাবতীয়) বিষয়সমূহ এমন সুদৃঢ়ভাবে/প্রতিষ্ঠা করবে, যেমন কুরাইশ করেছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য। প্রত্যেক মুমিন যেন অবশ্যই তাকে সাহায্য করে" অথবা তিনি বলেছেন "তোমরা তার ডাকে সাড়া দিবে" (সুনান আবু দাউদ, নং ৪২৭৭)

এক :"মা-ওয়ারা-আন্‌-নাহার হতে আল হারিস ইবন হার্‌রাস নামে একজন ব্যাক্তি আসবে" "আল হারিস" এর একটি অর্থ হল "সিংহ শাবক" এবং "হারাস" অর্থ হল "যে বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে" আর এটা হল হুবহু "উসামা বিন লাদেন" নামটির অর্থ। "উসামা" অর্থ হল "সিংহ শাবক" আর ইয়েমেনী উপভাষা অনুযায়ী "লাদেন" এর অর্থ হল "যে বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে" আরবী এই হাদীসটির ভাষা দ্বারা একথা বুঝাচ্ছে না যে তার প্রকৃত "নাম" হবে "আল হারিস ইবন হারাস" বরং এখানে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলঃ "يُقَالُ لَهُ "، অর্থাৎ "সে এই নামে পরিচিত হবে" অথবা "তাকে বলা হবে"।
সুতরাং এখানে "আল হারিস ইবন হারাস" দিয়ে "উসামা বিন লাদেন" বোঝানো খুব স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব। "মা-ওয়ারা-আন্‌-নাহার" এর অর্থ হল "নদীর ওপারের এলাকা" অর্থাৎ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটাস নদীর ওপারের এলাকা। আর তা হল খোরাসান অঞ্চল বা আজকের আফগানিস্তান।
আমরা জানি যে উসামা বিন লাদেন ছিলেন এবং তার যোদ্ধারা আজও আছেন আফগানিস্তানে (খোরাসান এলাকায়)। আর আপনি যদি আল-ক্বায়েদা মুজাহিদিনদের ভিডিও দেখে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে তাদের প্রধান চারটি সৈন্যদলের যোদ্ধারা কালো পতাকা বহন করে।
দুই: "তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবে মানসূর নামে এক ব্যাক্তি।" "মানসূর" অর্থ হল "যে বিজয়প্রাপ্ত" অথবা "যাকে তার শত্রুদের উপর বিজয় দেয়া হয়েছে।"
"আইমান-আল-জাওয়াহিরি" এখানে "আল-জাওয়াহিরি" এসেছে "আল-জাওয়াহির" যা "জা-হির" এর বহুবচন। আর "জা-হির" এর একটা অর্থ হল "যে বিজয়প্রাপ্ত"। আইমান-আল-জাওয়াহিরি হলেন আল-ক্বায়দার নতুন কর্ণধার এবং উসামা বিন লাদেন এর উত্তরসূরি। পুনরায়, হাদীস এ একথা উল্লেখ্য নেই যে তার আসল নাম "মানসূর" হবে, বরং যা বলা হয়েছে তা হল, সে একজন "মানসূর" (বিযয়প্রাপ্ত) হিসেবে পরিচিত হবে।

তিন: "যে মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলের (পরিবারের) জন্য (যাবতীয়) বিষয়সমূহ এমন ভাবে সুদৃঢ়/প্রতিষ্ঠা করবে যেমন ভাবে কুরাইশ করেছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য।" আল-ক্বায়েদার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুব স্পষ্টভাবে তাদের খুতবাসমূহ এবং বিবৃতি সমূহে বর্ণিত, আর তা হল, বর্তমান মুসলিম বিশ্ব শাসনকারী মুরতাদ সরকারসমূহ অপসারণ এবং মুসলিম ভূখন্ড থেকে হামলাকারী ক্রুসেডারদের বহিষ্কার করে খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর এ কথাও আমাদের জানা যে খলিফা হবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহল (বংশধর) হতে ইমাম মাহদি। শেষ কথা অবশ্যই নির্ভুল ও সম্পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট বিদ্যমান। তবুও আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে খোরাসান থেকে কালো পতাকাধারী যে বাহিনী আসবে, তা উসামা বিন লাদেনের (রহ.) বাহিনী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। যাদের নেতৃত্ব দিবেন আইমান-আল-জাওয়াহিরি, যিনি আল-ক্বায়েদার বর্তমান প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই বাহিনীটি মুসলিম ভূমিগুলো দখলদার ক্রুসেডারদের ও মুরতাদ সরকারদের কবল হতে মুক্ত করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার থেকে আসা ইমাম মাহদির শাসনের পথকে সুগম ও সহজ করবেন ইনশাআল্লাহ। (হাদীসটি সহীহ)

জিহাদ

আমেরিকান মিডিয়া ও তাদের অন্ধ অনুসারী

-আবূ আব্দির রহমান

ইসলাম, জিহাদ ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়া ও আমেরিকার ধারাবাহিক অপপ্রচার, প্রোপাগান্ডা আর অন্ধের মতো তাদের কিছু অনুসারীদের কার্যক্রম দেখে শাইখুল মুজাহিদীন, **উসামা বিন লাদেন রহ.** বলেছিলেন-

"...মানুষ দেখল আমেরিকাকে ও মিডিয়াকে মুজাহিদীনদের হামলাগুলোর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে তখন তারাও আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় আমেরিকার সাথে যোগ দিল। এদের অবস্থা হল ঐ নেকড়ের গল্পের মত যে একটি সদ্যপ্রসূত ছাগলছানা দেখল আর বলল "তুমিই সে যে গত বছর আমার পানি নোংরা করেছিলে!"
ছাগলছানাটি উত্তর দিল, "না, সে আমি নই।"
নেকড়েটি জোর দিয়ে বলল, "না, তুমিই সে!!" সুতরাং ছাগলছানাটি তাকে বলল, "আমি জন্মই নিয়েছি এই বছর!"
তখন নেকড়েটি বলল, তাহলে নিশ্চয়ই এটা তোমার মায়ের কাজ।" এই বলে নেকড়েটি ছাগলছানাটিকে খেয়ে ফেলল।

ঐ ছাগলছানাটির দুর্বল মা যখন তার ছানাটিকে নেকড়ের দাঁতের মাঝে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে দেখছিল, তখন সে কিই বা করতে পারতো? মাতৃত্বের প্রবল আবেগের তাড়নায় সে নেকড়েটাকে মাথা দিয়ে গুতো দিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এতে নেকড়েটি বিন্দুমাত্র আক্রান্ত হয় নি অথচ নেকড়েটি চিৎকার করে উঠল, "দেখ! দেখ! সন্ত্রাসী!!" এর ফলে গাছের সব তোতা পাখিগুলো নেকড়ের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতে করতে নেকড়ের দলে যোগ দিল আর বলতে লাগল, "হ্যা, হ্যা, আমরা নেকড়ের ওপর ছাগলটির আক্রমণের নিন্দা জানাই।"
কোথায় ছিল এইসব তোতাপাখির দল, যখন নেকড়েটি নির্দোষ ছাগলছানাটিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল?"

শাইখুল মুজাহিদীন
উসামা বিন লাদেন রহ.

একইভাবে এই যামানার আরেক মহান ব্যক্তিত্ব, শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি রহ. বলেন,
"...এই ইবাদাহ (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ), যাকে কুফ্ফাররা আজ ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে এবং একে (জিহাদকে) সন্ত্রাসবাদ, অপরাধবাদ, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি নাম দিচ্ছে এবং এই পথের অনুসারীদের সন্ত্রাসী, চরমপন্থী, জঙ্গি ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করছে.. এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই নামগুলো আজ আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে।

সুতরাং হে মুসলিম! যখনই তুমি (মিডিয়াতে) "সন্ত্রাসী" শব্দটি দেখবে তখন তাকে "মুজাহিদ" শব্দটি দিয়ে পরিবর্তন করে দিবে, আর যখনই "সন্ত্রাসবাদ" শব্দটি দেখবে তখনই তাকে "জিহাদ" দিয়ে পরিবর্তন করে দিবে।

এই কুফফার মিডিয়া "জিহাদ" ও "মুজাহিদিন" এই শব্দগুলো কক্ষনো ব্যাবহার করে না এর কারণ হল এগুলো কুরআনের শব্দ। আর কুরআনের শব্দগুলোকে মুছে ফেলা অসম্ভব। এর ফলে তারা অন্য শব্দ বাছাই করে এবং তাদের নিজেদের পছন্দমত ঐ শব্দ গুলোর সংজ্ঞা দেয়।
সুতরাং তারা আজ যে শব্দগুলো বাছাই করেছে সেগুলো হল সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসী ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা হল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।"

-শাহীদুদ দাওয়াহ
ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি রহ.

শহীদ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

উনবিংশ শতাব্দীর জিহাদের মূল কান্ডারী

শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যামের পরিচিতি : কে ছিল এই মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.?

"শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একাই পুরো একটি উম্মাত। তাঁর শাহাদাতের পর মুসলিম মায়েরা তাঁর মত দ্বিতীয় একটি সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।" (শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ) আল জাজিরা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার ১৯৯৯)

"বিংশ শতাব্দিতে জিহাদকে পুনঃর্জাগরণের জন্যে তিনিই একমাত্র আহবায়ক।" (টাইম ম্যাগাজিন)

"তাঁর কথা সাধারণ কোন মানুষের কথা ছিল না। তাঁর কথা ছিল খুবই অল্প, কিন্তু এর অর্থ ছিল অত্যন্ত গভীর। যখন আমরা তাঁর চোখের দিকে তাকাতাম, তখন আমাদের অন্তর ঈমান আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।" (-একজন আরব মুজাহিদ)

"বর্তমান বিশ্বে এমন কোন জিহাদের ভূমি অথবা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদ নেই, যিনি শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) এর জীবনী শিক্ষা এবং তাঁর কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি।" (আয্যাম পাবলিকেশন্স)

"১৯৮০ এর দশকে শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) এমন একটি মুদ্রিত নাম, যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও বার বার প্রতিধ্বণিত হয়ে চলেছে। তিনি মুজাহিদীনদের ব্যাপারে বলতেন যে, যে জিহাদের ময়দানে মারা গেল, সে যেন শরীক হলো শহীদী কাফেলার সাথে।" (চেচেন জিহাদের ফিল্ড কমান্ডার খাত্তাব রহিমাহুল্লাহ)

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আয্যাম :

১৯৪১ সালে দখলকৃত পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশে আসবাহ আল হারতিয়্যাহ নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এমন একটি পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন যেখান থেকে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন ইসলাম সম্পর্কে এবং ভালোবাসতে শিখেছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.কে। আল্লাহর পথের মুজাহিদদের এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণকে এবং আখেরাতে আকাঙ্খার বিষয়ে।

আব্দুল্লাহ আয্যাম ছিলেন এমন একজন ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর যিনি খুব অল্প বয়সেই ইসলামের প্রচার কাজ শুরু করেন। তার সহচররা তাঁকে ধর্ম ভীরু কিশোর হিসাবেই চিনত। শৈশবে তাঁর মধ্য হতে কিছু অসাধারণ গুনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল যা তাঁর শিক্ষকেরা বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ তিনি তখনও সবেমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছিলেন। তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান এগ্রিকালচার খাদরীর কলেজে, যেখান থেকে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি ১৯৭০ সালে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে জর্ডান থেকে জিহাদে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি চলে যান মিশরে এবং সেখানে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়ার উপর মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭১ সালে তিনি কায়রোতে আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পান্ডিত্যের পুরুস্কার লাভ করেন এবং সেখান থেকে তিনি ইসলামী আইনের বিজ্ঞান ও উসুলুল ফিকহ্ এর উপর পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

যখন শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) উপলব্ধি করতে পারলেন যে একমাত্র ঐক্য ও জিহাদই এই উম্মাহর বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারে। তখন থেকেই জিহাদ ও বন্দুক হয়ে যায় তাঁর প্রধান কাজ ও বিনোদন। তাই তো তিনি বলেছিলেন, "আর কোন সমঝোতা নয়, নয় সংলাপ অথবা কোন আলাপ আলোচনা। একমাত্র জিহাদ এবং রাইফেলই চুড়ান্ত ফায়সালা।"

তিনি তাই বলতেন যা তিনি নিজে আমল করতেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) হচ্ছেন প্রথম আরব, যিনি আফগানিস্তানের সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে যোগদান করেছিলেন।

১৯৮০ সালে তিনি যখন সৌদি আরবে ছিলেন, তখন একজন আফগান মুজাহিদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। যিনি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসেছেন। অতঃপর তিনি তাঁদের মধ্যেই সময় কাটালেন এবং আফগান জিহাদের বিষয়ে আরো কিছু জানতে চাইলেন। যখন তাঁকে আফগান জিহাদের ঘটনাগুলো বলা হচ্ছিল তাখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এতোদিন যাবত তিনি এই পথটিকেই খোজ করছিলেন।

এভাবে তিনি সৌদি আরবের জেদ্দায় বাদশাহ আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষকতার পেশাকে ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে যান জিহাদের অংশগ্রহণ করার জন্য। তাঁর বাকী জীবন তিনি এর মধ্যেই অতিবাহিত করেন। সেখানে গিয়ে তিনি আরো কিছু মুজাহিদ নেতাদের খোঁজ পেয়ে যান, পাকিস্তানে অবস্থানকালের প্রথম দিকে তিনি ইসলামাবাদের অন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে পুরোপরিভাবে আফগানিস্তানের জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৮০ সালের প্রথম দিকে শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহিমাহুল্লাহ জিহাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে আফগানিস্তানে আসেন। এই জিহাদের মধ্যে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার পূর্ণ আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। ঠিক যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেছিলেন "আল্লাহর পথে যুদ্ধের ময়দানে এক মূহুর্ত দন্ডায়মান হওয়া ৬০ বছর যাবত ইবাদাতে দন্ডায়মান থাকার চেয়ে শ্রেয়।" এই হাদীসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এমন কি তার পরিবারকে পর্যন্ত পাকিস্তানে নিয়ে আসেন, যাতে তিনি জিহাদের ময়দানের আরো নিকটবর্তী হতে পারেন। এর কিছু দিন পরেই তিনি জিহাদ ও শাহাদাতের উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ছেড়ে পেশোয়ারে চলে যান।

পেশোয়ারে আব্দুল্লাহ আয্যাম ও তাঁর প্রিয় বন্ধু উসামা বিন লাদেন বাইতুল আনসার (মুজাহিদীনের সেবা সংস্থা) এর সন্ধান পান। যারা আফগান জিহাদের জন্যে সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করতে প্রস্তুত ছিল। এই সংস্থা অনেক নতুন মুজাহিদীনকে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দিতো, যাতে তাঁরা আফগানিস্তানে সম্মুখ কাতারে থেকে জিহাদ করতে পারে।

আব্দুল্লাহ আয্যাম (রহিমাহুল্লাহ) এর জিহাদের প্রতি প্রচন্ড আকাঙ্খার কারণে শুধু এতটুকু করেই তিনি নিবৃত হননি, অবশেষে তিনি জিহাদের প্রথম কাতারে শামিল হন এবং সাহসিকতার সাথে বীরের ভূমিকা পালন করেন।

মুসলিম উম্মাহকে আফগান জিহাদের বিষয়ে জাগ্রত করার জন্যে তিনি তাঁর সামর্থের মধ্যে কোন প্রচেষ্টাই বাকী রাখেন নি। তিনি সামর্থানুযায়ী সারা বিশ্বের প্রতিটি কোনায় সফর করেন এবং মুসলিমদের ভূমি এবং দ্বীনকে হিফাজতের জন্যে তাদরেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আহবান জানান।

তিনি জিহাদের উপর অনেক বই লিখেছেন যেমন,

এসো কাফেলা বদ্ধ হই, আফগান জিহাদে রাহমানের মুজেযা সমূহ, মুসলিম ভূমি সমূহের প্রতিরক্ষা করা, কারা জান্নাতের কুমারীদের ভালোবাসেন? ইত্যাদি।

অধিকন্তু তিনি স্বশরীরে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। যদিও তাঁর বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে ছিলো। তিনি আফগানিস্থানের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বরফের এলাকায়, পাহাড়ে। গরম-ঠান্ডায়, গাধায় চড়ে, পায়ে হেঁটে সফর করেছেন। তাঁর সাথে কোন যুবক থাকলে ক্লান্ত হয়ে পড়তো কিন্তু শাইখ ক্লান্ত হতেন না।

তাঁর সারা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল জিহাদের মাধ্যমে খিলাফত পূন:প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর বুকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। যাতে সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের আলো জ্বলতে থাকে।

একদা তিনি বলেছিলেন: আমি কখনো জিহাদের ভূমি ত্যাগ করবো না, তিনটি অবস্থা ব্যতিত, হয় আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব নতুবা আমার হাত বাঁধা অবস্থায় পাকিস্তান থেকে বহিস্কৃত হব।

তিনি আরো বলেছিলেন "আমি মনে করি আমার প্রকৃত বয়স মাত্র নয় বছর। সাড়ে সাত বছর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বছর কেটেছে ফিলিস্তিনের জিহাদে। এ ছাড়া আমার জীবনের বাকী বয়সগুলোর কোন মূল্য আমার কাছে নেই।"

আফগান জিহাদ চলাকালীন সময়ে তিনি সেখানকার বিভিন্ন মুজাহিদীন দলকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বভাবতইঃ মুসলিমদের এত সফলতা দেখে ইসলামের শত্রুরা নিদারুন যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল এবং তারা তাঁর বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করলো।

১৯৮৯ সালে নভেম্বর মাসে তিনি যে মিম্বারে উঠে নিয়মিত জুমার খুতবা দিতেন তাঁর নীচে একটি মারাত্মক শক্তিশালী টি,এন,টি বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল। এটি এতই ভয়াবহ বিস্ফোরক ছিল যে, এটি বিস্ফোরিত হলে মসজিদের ভিতরে সকল মানুষ নিয়েই পুরো মসজিদটিই ধ্বসে যেতে পারত, কিন্তু আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাঁকে মারার ক্ষমতা কার আছে? বিস্ফোরক টি তখন বিস্ফোরিত হয়নি।

শত্রুরা তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাই তারা কিছু দিন পর একই বছরে পেশোয়ারে তাদের দুষ্কর্ম বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহকে এই দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে রাখবেন (আমরা তাঁর ব্যাপারে এরকমই ধারণা করে থাকি) তিনি তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্ব নিয়ে আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

দিনটি ছিল ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর, শুক্রবার ১২টা ৩০মিনিট। শত্রুরা তিনটি বোমা রাস্তার পাশে পুঁতে রেখেছিল আর রাস্তাটি এতই সরু ছিল যে, সেখান দিয়ে একটি গাড়ির বেশী অতিক্রম করতে পারতো না।

শাইখ তাঁর দুই পুত্র ইবরাহীম ও মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর আরেক সন্তান তামীম আদনানী (আফগান জিহাদের আরেকজন বীর মুজাহিদ, পরবর্তীতে যিনি প্রসিদ্ধ আলেম হন) একাকী অন্য আরেকটি গাড়িতে করে আসছিলেন প্রথম বোমাটি যেখানে পুঁতে রাখা হয়ে ছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই গাড়িটি থামানো হল এবং শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাটা শুরু করলেন আর তখনই শত্রুদের বোমাটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল যার আওয়াজ পুরো শহরবাসী শুনতে পেয়েছিল।

মসজিদ এবং আশপাশ থেকে মানুষ ঘটনাস্থলে দৌড়ে আসল। সেখানে গাড়ীর বিক্ষিপ্ত কিছু টুকরো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। তাঁর ছোট পুত্রের দেহ বিস্ফোরণের ফলে আকাশের উপর একশ মিটার উঠে গিয়েছিল। বাকী দু'জনের দেহও একই পরিমাণের উচ্চতায় উপরে উঠে গিয়েছিল এবং তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ গাছের এবং বৈদ্যতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। আর শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর দেহটি সম্পূর্ণ অক্ষত শুধুমাত্র মুখ দিয়ে কিছু রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে হেলানো অবস্থায় পাওয়া গেল।

এ চরম বিস্ফোরণের মাধ্যমে শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এর দুনিয়ার সাময়িকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। যিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পথে

জিহাদ করার মাধ্যমে কাটিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁর জন্য জান্নাতের বাগান আরো সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করে নেন এবং সম্মানিত বান্দাদের সাথে থাকার সুযোগ দান করেন। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

অর্থঃ "আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তাঁরা তাঁদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাঁদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।" (সুরা নিসা ০৪ঃ ৬৯)

আর এভাবেই জিহাদকে পুনঃর্জীবিতকারী এই মহান শাইখ জিহাদের ভূমি এবং এই দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যান, যিনি আর কখনো ফিরে আসবেন না। তাঁকে পেশোয়ার শহীদদের কবরস্থান 'পাবী' তে কবর দেয়া হয়। সেখানে তাঁকে আরো শতাধিক শহীদদের মাঝে শায়িত করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা দান করুন। আমীন।

ওহে আমেরিকান ! ...এই হচ্ছে ওসামা!

-ওসামার (রহ.) সহযোদ্ধা

নিচের চিঠিটা আমি কিছু ভাইদের মাধ্যমে পেয়েছি। তাদের ভাষ্যমতে, একজন আমেরিকান এই চিঠিটি একটি চ্যাট ফোরামে লিখেছেন আর ভাইদের হাত ঘুরে তা আমার কাছে পৌছেছে। তারা চাইছিলেন যে, আমি এই আমেরিকানের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেই। শুরুতে আমি একটু ইতস্তত: করছিলাম। কিন্তু ভাইয়েরা বললেন যে, এই আমেরিকানটি সত্য জানতে চায় আর মুসলিম হিসাবে অন্যকে সত্যের দিকে আহবান করতে আমাদের আপত্তি করা উচিত নয়। তাই সে আমেরিকানের প্রতি আমাদের কিছু বিনম্র উপস্থাপনা -যাতে করে সে তা পড়ে সত্য বুঝতে পারে ও ওসামাকে (রহ.) চিনতে পারে...

সেই চিঠি যা আমি পেয়েছিলাম:

আমি একজন আমেরিকান এবং আমাদের সরকার ব্যবস্থা যা প্রচার করে আমি তা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। মিডিয়া ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুকে যেভাবে প্রকাশ করেছে, তা আমাকে আন্দোলিত করেছে। আমি মনে করেছিলাম মুসলিমরা ওসামাকে তার কাজের জন্যে ঘৃণা করে –অন্তত: আমাদের অফিসাররা আমাদের দেশের লোকদের তাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমি বুঝতে পারলাম যে, বেশির ভাগ মুসলিমরাই তাকে ভালোবাসত। তাই আমি জানতে চাই, মুসলিম হিসাবে ওসামা তোমাদের কাছে কেমন মানুষ ছিলেন? আর আমি তোমাদের কাছ থেকেই তা জানতে চাই- মিডিয়া থেকে নয়, কারণ আমি মিডিয়াকে একটুও বিশ্বাস করি না। দয়া করে একেবারে সরল ও সত্য কথাটি বল। আমি প্রকৃত সত্য শুনতে আগ্রহী।

আর এই হল আমার উত্তর:

ওহে আমেরিকান...

আজ তোমাকে আমি এমন একজনের গল্প শোনাব, যে আমাদের জন্যে একজন বীর যোদ্ধা। হ্যাঁ, আমাদের কাছে বাস্তব জীবনের একজন বীর যোদ্ধা। এমন এক বীর যোদ্ধা, যাকে সারা বিশ্ব চিনেছে। তার নাম হল ওসামা। বাবা মুহাম্মাদ এবং দাদা আওয়ায। সুতরাং রীতি অনুযায়ী তার নাম হচ্ছে ওসামা বিন মুহাম্মাদ বিন আওয়ায বিন লাদেন (রহ.)। তার বাবা মুহাম্মাদ ছিলেন ইয়ামেনী। যদি না জেনে থাক, তবে শোন! ইয়ামেন প্রথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভূমি এবং শ্রেষ্ঠতম স্থানগুলোর মধ্য হতে একটি। যুবক মুহাম্মাদ ইয়েমেন থেকে জেদ্দায় চলে এলেন - আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে। পোর্টার হিসাবে কাজ শুরু করা আত্মনির্ভরশীল, এই কর্মঠ যুবক দ্রুতই আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে বড় নির্মাণ ঠিকাদার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। তিনি তার সত্যবাদীতা, সততা এবং অধ্যাবসায়ের কারণে পরিচিতি লাভ করেন। সেখানকার শাসক পরিবারের সাথেও তার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে।

ওহে আমেরিকান...

আমি জানি না, তুমি ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু জান। কিন্তু আমি তোমাকে বলি, মুসলিমদের অত্যন্ত পবিত্র তিনটি মসজিদ আছে। সেগুলো হল: মক্কার পবিত্র মসজিদ, মদীনাতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) এর মসজিদ আর ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের মসজিদুল আক্বসা। এই তিনটি ছাড়া মুসলিমদের আর কোন পবিত্র ভূমি নেই। পবিত্রতার গুরুত্ব অনুযায়ী মসজিদগুলোর নাম ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হল। তুমি হয়তো কা'বা সম্বন্ধে জান, মক্কার সেই চার কোন ঘর, যা একটি কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে আর তার চারপাশে তুমি যেই স্থাপনা প্রত্যক্ষ কর, তা ওসামার বাবা মুহাম্মাদের নির্মাণ

করা। আর তুমি যদি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মদীনার মসজিদের অসাধারণ সুন্দর স্থাপনার ছবি দেখে থাক, তবে জেনে রাখ যে, ওসামার বাবা মুহাম্মাদ সেই সম্মানজনক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। আর কয়েক দশক আগে যখন ফিলিস্তিনের মসজিদুল আক্সা ইয়াহুদীরা পুড়িয়ে ফেলে, তখন আরব নির্মাতারা তা পূণঃনির্মাণ করেন। আর এই মসজিদের নির্মাণ কাজের সম্মানও ওসামার বাবা মুহাম্মাদ অর্জন করেন।

আমি তোমাকে জানিয়েছি যে, ওসামার বাবা ইয়ামেনী ছিলেন, কিন্তু এখনো জানাইনি যে, তার মা ছিলেন শামের। কাজেই ওসামা হচ্ছেন ইয়েমেন ও শামের সন্তান- যা কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দুটি সভ্যতা। কাজেই ওসামার জন্ম সূত্র ঐতিহাসিক এবং উন্নত সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল হেযাজে আর হেযাজ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নবুওয়াতের অলৌকিকত্বের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই সভ্যতা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর দ্বীনের প্রকৃত আলো মিলে মিশে তৈরি হয়েছিল ওসামার আত্মিক সত্ত্বা।

ওসামার বাবার গুরুত্ব ও ব্যবসা দিনে দিনে এত প্রসার লাভ করেছিল যে, তিনি আরব উপদ্বীপের বাদশাহকে এক অর্থনৈতিক সংকটকালে সমস্ত সরকারী কর্মচারীর ছয় মাসের বেতন ভাতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এরপর আরব উপদ্বীপের বাদশাহ এবং রাজপুরুষদের কাছে তার মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। আর এমনই ঘর, এমনই পরিবার ও এমনই আকাশচুম্বি মর্যাদা ও ঐতিহাসিক সভ্যতার মধ্যে যার জন্ম, সেই হচ্ছে ...ওসামা (রহ.)।

ওসামার বাবা তার সম্পদ এবং প্রতিপত্তি সত্বেও ওসামাকে অত্যন্ত ভালো এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে লালন পালন করেন। তার সন্তানদের মনোযোগী, কর্মঠ এবং অধ্যাবসায়ী করে গড়ে তুলেন। কাজেই অন্যান্য ধনীদের সন্তানরা যখন অত্যাধিক সম্পদ, সামাজিক বিপত্তির কারণে অসাধু হয়ে বেড়ে উঠছিল, তখন ওসামা বেড়ে উঠলেন ধার্মিক, অধ্যাবসায়ী এবং কর্মঠ হয়ে।

যৌবনের শুরুতেই একটি ঘটনা তার জীবনে বিশাল এক পরিবর্তন এনে দিলো। রেড সোভিয়েত আর্মি আফগানিস্তানের মুসলিম ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করল। আর এই খবর সারা বিশ্বের মত পশ্চিম আরব উপদ্বীপেও ছড়িয়ে পড়ল। ওসামা তার দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা থেকেই অন্য সব যুবকদের মত ঘটনা, খবরা-খবর পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলেন। কিন্তু অন্য আর সব যুবকদের তুলনায় ওসামা ছিলেন একটু আলাদা। কারণ ওসামা সত্যিকারভাবেই কাজে বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই শুধু খবর নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বেশ কয়েকবার আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান সফর করলেন। অবশেষে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি আফগানিস্তানে পাড়ি জমানোর চিন্তা ভাবনা করলেন।

সময়টা ছিল ১৯৮২ সাল। তিনি স্থানীয় আফগান মুজাহিদদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করলেন এবং তাদের সৈন্যদের আফগানিস্তানের ভূমি থেকে পর্যুদস্ত অবস্থায় বের করে দিলেন। আর এই ঐতিহাসিক পরাজয়ের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গিয়ে রাশিয়ার জন্ম। আরো অনেক দেশ তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেল।

সোভিয়েতরা আফগানিস্তান ত্যাগ করার পর আফগানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ওসামা এই দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়াতে চাইলেন না। তিনি আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে সুদান চলে গেলেন এবং কিছু কিছু ত্রাণ বিতরণ ও রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করলেন। কিন্তু আমেরিকান সরকার সুদানে ওসামার এই অবস্থান পছন্দ করতে পারল না। তারা সুদানের সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করল ওসামাকে সুদান থেকে বিতাড়িত করার জন্যে। ওসামা যখন বুঝতে পারলেন সুদান সরকার তার উপস্থিতিকে পছন্দ করছে না, তখন তিনি আফগানিস্তানে ফেরত আসলেন, পুরনো মুজাহিদীন ভাইয়েরা তার চার পাশে জমা হতে শুরু করল। তালেবান যোদ্ধারা আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। ওসামা এই তালেবানদের মধ্যে সততা দেখতে পেলেন, অনুভব করলেন যে আফগানিস্তানেই প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার অদম্য চেষ্টায় তারা নিবেদিত। ফলে ওসামা আর তালেবানদের মধ্যে ঐতিহাসিক মৈত্রী গড়ে উঠল। তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আফগানিস্তানের সেক্যুলার দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করল। আফগানিস্তানের বেশীর ভাগ অংশকে একত্রিত করতে সক্ষম হলেন। ওসামা তালেবান যোদ্ধাদের এবং তাঁদের নেতা মোল্লা ওমরের সবচেয়ে কাছের এবং প্রিয় বন্ধুদের একজন হয়ে গেলেন।

এই ছিলো সেই যুবকের প্রথম জিহাদী কাহিনী। এই ঘটনাই সমগ্র দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দেয়ার সূচনা করেছিলো। সাদ্দাম হোসেনের ১৯৯০ সালের কুয়েত আক্রমণের পর। আমেরিকান সৈন্য মুসলিমদের সবচেয়ে পবিত্র ভূমি আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করল। সেই সময়টা ছিল ১৯৯১ সাল। ওসামা আরব নেতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমেরিকান সেনাদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও। তিনি বলেছিলেন আমেরিকান সৈন্যরা যদি আরব উপদ্বীপে একবার ঘাঁটি গেঁড়ে বসতে পারে, তাহলে তারা এখান থেকে আর বের হবে না। আর তার সন্দেহই সত্যে পরিণত হল।

সত্যিই এটি ছিল পৃথিবীর পটপরিবর্তনের ঘটনা। এই প্রথম অমুসলিম সৈন্যরা দুই পবিত্র মসজিদের এলাকায় প্রবেশ করল, সেটা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। আর ইতিহাসে এই প্রথম আরবের রাজেন্যরা আল্লাহর রাসূলের পবিত্র ভূমিতে অমুসলিমদের প্রবেশ করতে দিল। তুমি এ কথা সত্যই বলেছ ওহে আমেরিকান যে, তুমি তোমার সরকারী (ওবামা প্রশাসনের) প্রচারণাকে বিশ্বাস কর না, কারণ তারা তোমাদের বলে যে, ৯/১১ হচ্ছে সেই ঘটনা যা পৃথিবীর ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, ৯/১১ কেবলমাত্র সেই বিশাল ঘটনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। যখন অমুসলিম সৈন্যরা আরব উপদ্বীপ দখল করে নিল।

সারা মুসলিম বিশ্ব আরবের পবিত্র ভূমিতে আমেরিকানদের প্রবেশে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কারণ আরবের এই পবিত্র ভূমি

মুসলিমদের কাছে সারা বিশ্বের চাইতে অধিক প্রিয় এবং অনন্য। আমেরিকান সৈন্যদের ইরাকে অনুপ্রবেশ, ১৫ লক্ষ ইরাকী মুসলিমদের হত্যা করা -যার মধ্যে ৫ লক্ষই শিশু। ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, এই সবগুলোই ওসামা এবং তাঁর আফগান মুজাহিদীন সাথীদের বুঝিয়ে দিল যে, আমেরিকা পর্দার পিছন থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই আমেরিকার নানাবিধ কর্মকান্ড এটা পরিষ্কার করে দিল যে, মুসলিমদের সকল দুর্দশার পিছনে আসলে আমেরিকার কূটচালই দায়ী। আর তখনই ওসামা এবং তার মুজাহিদীন সাথীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ওসামা ঘোষণা দিলেন যে, আমেরিকাকে আরব ভূমি ছাড়তে হবে। কারণ আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদী ও নাসারাদের জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। ওসামার এই ঘোষণা শুনে আমেরিকা সর্বত্র মুজাহিদীনদের ধাওয়া করা শুরু করল। আরব রাষ্ট্রগুলোকেও হুকুম করা শুরু করল, আফগান ফেরত মুজাহিদীনদের গ্রেফতার করার জন্যে এবং তাঁদের শারীরিকভাবে নিষ্ঠুর অত্যাচার করার জন্যে। বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভো, সুদান, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, চীন এবং কাশ্মীরসহ সর্বত্র মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলিমরা এসব জায়গায় ছিল নির্যাতিত এবং নিপীড়িত। ওসামা এসব জায়গায় মুসলিমদের যোদ্ধা এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করা শুরু করলেন- যেন তাঁরা জালিমের স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুম থেকে বের হতে পারে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ সাহায্য মুসলিমদের মধ্যে তাঁকে আলোচিত এবং অত্যন্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলল।

ওসামা এবং তার সাথীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিমদের বেশীর ভাগ সমস্যার মূল হচ্ছে আমেরিকা। তারাই আরব দেশগুলোর স্বেচ্ছাচারী এক নায়কদের যাবতীয় সহযোগীতা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে। এছাড়াও আমেরিকা মুসলিম দেশগুলোর ক্ষমতাসীনদের অসৎ করে তুলছে -যাতে মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন না হয়। যাতে তারা পিছিয়ে থাকে। তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ হল ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের অনধীকার অনুপ্রবেশ ঘটান অর্থ এবং সর্বাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ফিলিস্তিনীদের হত্যায় সাহায্য করা। ফিলিস্তিন, আরব ভূমির মতই মুসলিমদের আরেকটি পবিত্র ভূমি, যা ইহুদীরা দখল করে নিয়েছে। দ্বীন হতে মসলিমদের বিচ্যুতিই যে ফিলিস্তিন হাতছাড়া হবার একমাত্র কারণ, কিছু বিচক্ষণ মুসলিমরা সেটা বুঝতে পারলেন এবং মুসলিমদের প্রকৃত দ্বীনের উপর ফিরে আসতে আহবান জানালেন। যাতে ফিলিস্তীনকে পুনঃরুদ্ধার করা যায়। অনেক আলেম নিজেদের জান মাল বিলিয়ে দিলেন। ওসামা রহ.ও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি মুসলিমদের প্রকৃত দ্বীনে প্রত্যাবর্তনের আহবান করেছিলেন, যাতে ফিলিস্তিন মুসলিমদে হাতে পুনরায় ফিরে আসে।

এই ঐতিহাসিক সত্যগুলো ওসামার বিশ্বাসকে বুঝতে পারার জন্যে যথেষ্ট। আমি জানি না ওহে আমেরিকান...! তুমি ওসামার খবরা-খবরের প্রতি দৃষ্টি রাখতে কিনা। কিন্তু আমি তোমাকে ৯/১১ এর পরে ওসামার সেই ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির কথা জানাতে চাই, যখন সে বলল: "আমি সেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর নামে শপথ করছি, যিনি আসমানকে স্তম্ভ ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। যতদিন পর্যন্ত না ফিলিস্তিনীরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছে এবং কাফের সৈন্যরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র ভূমিকে পরিত্যাগ করছে ততদিন পর্যন্ত আমেরিকানরাও শান্তিতে থাকার স্বপ্ন দেখতে পারবে না"। আর ওসামাকে যারা চিনেন, তারা জানেন যে ওসামা তার ওয়াদা পুরণে কতটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তারা (আমেরিকান প্রশাসন)তোমাকে বলছে যে, ওসামা একজন জঙ্গি। আমরাও অস্বীকার করি না। আমরা যা অস্বীকার করি তা হল- জঙ্গিবাদের যে অর্থ তারা করতে চায় তিনি তা নন। মনে করো যদি কেউ তোমার দেশের উপর আক্রমণ করে, আর তোমার মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করে এবং তোমার দেশের ধন সম্পদ লুটে নিতে চায়; তাহলে তুমি কি চুপ থাকবে? নাকি গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকের ভূমিকা পালন করবে? তুমি যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের লোক হয়ে থাক, তাহলে এর কোনটাই করবে না। বরং তোমার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্য জঙ্গী (যোদ্ধা) রূপ ধারণ করবে। আর ওসামা বিন লাদেন রহ. এই অর্থে অবশ্যই জঙ্গি। পশ্চিমা মিডিয়া তোমাকে বলে যে, ওসামা হল একজন সন্ত্রাসী। আমরা অস্বীকার করি না যে ওসামা রহ. একজন সন্ত্রাসী ছিলেন। কারণ তিনি তার শত্রু এবং আল্লাহর শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল তিনি কেন সন্ত্রাসী হয়েছিলেন?

তোমাকে তাহলে ওসামার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটু বলি। তিনি আল্লাহভীরু, ধার্মিক, শান্ত স্বভাবের, অল্পভাষী, মিষ্টি হেসে কথা বলতেন, বেশ লাজুক, অত্যন্ত দানশীল এবং ধারণাতীত বিনয়ী। যদিও তিনি অত্যন্ত ধনী ছিলেন, তথাপি তিনি দরিদ্র জীবন যাপন করতেন। তাদের মতই খেতেন এবং তাদের মতই ঘুমাতেন। যদি তুমি তাঁর সাথে কথা বলতে যেতে, তবে দেখতে পেতে যে, তিনি তোমার কথা ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতেই থাকবেন, যতক্ষণ না তোমার মনে হবে তিনি তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তিনি ছিলেন নরম মনের মানুষ, কবিতা পছন্দ করতেন, পছন্দ করতেন। সাহিত্য আর পড়তে ভালোবাসতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করতেন। যে কেউ তার সাথে কথা বলতে গেলে তাকে (ওসামা) ভালোবেসে ফেলতেন। যদিও সে তার শত্রুই হোক না কেন! কারণ ছিল তার নম্রতা এবং অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তারও উপরে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত চৌকশ মানুষ। যা তিনি পিতৃ পুরুষদের থেকে জন্ম সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর জাতির কাছ থেকে সাহসিকতা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, আরব উপদ্বীপের মানুষদের মত।

ওসামার যে গুণগুলোর কথা তোমাকে জানালাম, তা একবিন্দুও বাড়িয়ে বলা হয়নি। তাঁকে যারা দেখেছে, তাঁর সাথে থেকেছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে, তারাই এর সাক্ষ্য দিবে। কাজেই এখন তুমি বুঝার চেষ্টা করো, কিভাবে একজন

মানুষ এইসব গুণাবলী থাকা সত্বেও সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়?

শুনে রাখ ওহে আমেরিকান...!! ওসামার তোমার দেশের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার প্রধান কারণগুলো হচ্ছেঃ

প্রথমতঃ আমেরিকা কর্তৃক ফিলিস্তিনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সকল প্রকার সাহায্য সহযোগীতা করা।

দ্বিতীয়তঃ আরব উপদ্বীপ এবং কুরআন নাযিল হওয়ার ভূমিতে তাদের ঘাঁটি গেঁড়ে বসা।

তৃতীয়তঃ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

চতুর্থতঃ মুসলিম দেশগুলোতে স্বৈরাচারী সরকারকে মদদ দিয়ে টিকিয়ে রাখা।

পঞ্চমতঃ খোদ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। মুসলিম দেশগুলোতে কুফুরী মতবাদ গণতন্ত্রকে চাপিয়ে দেয়া এবং মুসলিমদের স্বভাব ও নৈতিকতাকে কলুষিত করা।

ষষ্ঠতঃ গত ত্রিশ বছর ধরে লাখ লাখ মুসলিমদের মৃত্যুর কারণ আর কেউ নয়, তোমাদের আমেরিকান সরকার প্রাধানরা ব্যতীত। যাদের তোমরা বছরের পর বছর নির্বাচিত করেছ।

এইসব কারণেই ওসামার মত একজন রুচিশীল, শান্ত, অতিশয় ভদ্র এবং নম্র মানুষ তোমাদের সরকারের দৃষ্টিতে একজন বিপদজনক ও মোষ্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়ে গেল। নিজেকে পরিবর্তন করে নিল একজন প্রতিরক্ষক যোদ্ধা হিসাবে। আসলে যে ব্যক্তির বিন্দুমাত্র আত্মমর্যাদা আছে, উপরের যে কোন একটি কারণই তাকে পরিবর্তন করে দিবে। আর ওসামার জন্যে তো সবগুলো কারণই বিদ্যমান। তোমার মিডিয়া তোমাদের যা শুনায়, যা দেখায় জেনে রাখো তা সত্য নয়। তুমি যেহেতু সত্য জানতে চেয়েছ যে, আমাদের কাছে ওসামার প্রকৃত মর্যাদা কি? আমি অধিকাংশ মুসলিমদের হয়ে আজ তোমাকে সে উত্তর দিচ্ছিঃ

ওসামা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি প্রাচীন ইসলামের মহত্বকে তার প্রকৃত স্বরূপে ধারণ করেছিলেন। ওসামার হচ্ছেন মুসলিমদের জাগ্রত বিবেক সত্ত্বা এবং স্বাধীনতাকামী মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে একিভূত করার প্রেরণা।

ওহে আমেরিকান...!

ওসামা হচ্ছেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। যিনি ইতিহাসের পথ ধরে মাজলুমদের জন্য জিহাদ করে গেছেন। ওসামা হচ্ছেন সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি ক্ষমতা হাসিল করেছিলেন শুধু মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ব্যয় করার জন্যে। তাঁর সমগ্র জীবন কুরবাণী দিয়েছেন মুসলিমদের একত্রিত করার জন্যে। তাঁদের গলা থেকে মানব রুপী প্রভূদের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার জন্যে। উম্মাহকে সেই সব শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য, যারা বছরের পর বছর আমেরিকান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিমদের উপর তাদের অত্যাচার, অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে। ওসামা মুসলিমদের সম্মান ও দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছেন। ওসামা হচ্ছেন সত্যবাদী ও পবিত্রতার উদাহরণ, মানবিক মূল্যবোধের ধারক। তোমরা যা সত্য হিসাবে জানো ও শুনো, তা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। তোমাদের হোয়াইট হাউস এবং পশ্চিমা শাসকদের সাজানো নাটকমাত্র।

ওহে আমেরিকান...!

ওসামা এই পৃথিবীর শেষ সুন্দর, যা মুছে গেছে। আমি তাঁকে সৌন্দর্য বলছি, কারণ শাসকগোষ্ঠী এই পৃথিবীর সত্য সুন্দরগুলো মুছে দিয়ে তা মিথ্যা দিয়ে সাজিয়েছে। আর রাজনীতিকে করেছে কলুষিত, ধোঁকাবাজী আর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। অন্যদিকে ওসামা রহ. ওলামাদের সাথে নিয়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে তার সত্যিকার রূপে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর কাছে জিহাদ ছিলো মাজলুমদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার পথ, ছিল সত্য এবং বিশ্বাস পূণঃপ্রতিষ্ঠার পথ।

ওহে আমেরিকান...!

হয়তো তুমি এসব কথার বেশীর ভাগই বুঝতে পারছো না। তার জন্যে আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না। বরং দোষারোপ করছি তোমার সমাজকে কারণ তুমি এমন এক সমাজে বসবাস কর, যা স্বার্থপরতা, জাতীয়তাবাদ, মিথ্যা এবং শুধুমাত্র নিজের ভোগ চরিতার্থ করার মাঝে ডুবে আছে। এমন সমাজ যা পুঁজিবাদের নামে অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম জারী রেখেছে। আর গণতন্ত্রের নামে অন্য দেশকে জবর দখল করে চলেছে...।

আমি জানি না, তুমি কতটা সংস্কৃতিমনা বা তুমি আদৌ আমার এই কথাগুলো বুঝতে পারছো কি না। কিন্তু ওসামা সম্পর্কে বলতে গেলে আমার এমন বড় বড় বিশেষণগুলো ব্যবহার করতেই হবে। কারণ ওসামা ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ। বিশেষ করে সেই সময়, যখন পৃথিবী থেকে মহৎ গুনাবলীর অধিকারী লোক শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, সালাহ উদ্দিন আইউবী ও তারেক বিন যিয়াদসহ অসংখ্য বীর মুজাহিদের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। যার কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

এরপরেও কি জানতে চাও ওসামা মুসলিমদে কাছে কতটা প্রিয়?

ওহে আমেরিকান জেনে রাখ...!

ওসামা সেই হাজার লোকদের যোদ্ধা/সঙ্গী, যারা মুসলিমদের সমৃদ্ধ জীবনের আশায় নিজের জীবনকে কুরবান করে দিয়েছেন। তাঁদের সবচেয়ে দামি সম্পদ তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তাঁদের পরবর্তীরা একটি শান্তিময় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দেখতে পায়। ওসামা হচ্ছেন এই উম্মাতের আত্মা এবং হৃদয় স্পন্দন -যা কি না একটি লম্বা এবং হাল্কা মানব শরীরের অবয়বে দৃশ্যমান ছিল।

ওহে আমেরিকান...!

ওসামা অসততার সময়ে সত্যের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, দম্ভের অসারতার মাঝে মানবতার কণ্ঠস্বর। নীচুতার মধ্যে মহত্বের আহবান। ওসামা হচ্ছেন সেই সময়কার একজনের স্মৃতি, যখন পৃথিবীতে স্মরণীয় কোন মহাত্ম ছিল না। মানবতার মৃত্যুশয্যায় তিনি যেন হৃদস্পন্দন। প্রত্যেকটি মানুষের নামেরই তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে একটি অর্থ থাকে। আরবের সংস্কৃতিতে ওসামা মানে হচ্ছেঃ 'সিংহ'। আর প্রকৃত অর্থেই তার ঐতিহাসিক

শপথ, সারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে সিংহের গর্জনের মতই শোনা গিয়েছিল। যার পরে সেই সিংহ তোরাবোরা এবং হিন্দুকুশ পর্বতের গুহায় আপন বা স্থান করে নিয়েছিলেন এবং শিকারের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে ছিলেন। তুমি হয়তো জানো যে সিংহ খুব বেশী গর্জন করে না। সিংহ শিকারের আগে খুব অল্পই শব্দ করে থাকে। ওসামাও ঠিক তেমনই। তার কথা এবং ভাষণ ছিল অল্প। ওসামা ইসলামের সিংহ। যদি তিনি গর্জন করতেন, তবে তারা দৌড়ে পালাত। পিছনে ফিরে তাকানোর সুযোগও পেত না। সকল নেকড়ে এবং শিয়ালদের মনে ত্রাস সৃষ্টির জন্যে ওসামার নামই যথেষ্ট ছিল।

ওহে অমুসলিম...!

তোমার জাতির সঙ্গী সাথী সবাইকে জানিয়ে দাও, ওসামা প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের অন্তরে বেঁচে আছে, আর তাঁর ঐতিহাসিক সে অঙ্গীকার প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে তা খোঁদাই হয়ে আছে যে, আমেরিকানদের জন্যে শান্তির চিন্তা এখন সুদূর পরাহত। কারণ ওসামার উত্তর সূরীরা আজও জীবিত এবং তারা আমেরিকার পতনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ওহে আমেরিকা...!

ওসামা তার শাহাদাতের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় নতুন দিগন্তের সূচনা করে গেছেন। কারণ তিনি দীর্ঘ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়ে মুসলিমদের জিহাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং মুসলিমদের অন্তরে ইসলামের আলোর পুণর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। তিনি তার নিজের রক্ত দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে আত্মত্যাগের মহত্ব জাগিয়ে তুলেছেন- যা মুসলিমদের জীবন থেকে এক রকম মুছে গিয়েছিল।

ওহে আমেরিকান...!

তুমি শুনে হয়তো আশ্চার্যান্বিত হবে, মুসলিমরা ওসামার মৃত্যুতে শোক করে না বরং আনন্দিত। কেননা, তিনি তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছে গেছেন আর তা হল শাহাদাতের মৃত্যু। যেই শাহাদাতে আকাঙ্খা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। আর প্রত্যেক মুমিনই শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে।

আমি হয়তে কথাগুলো অনেক দীর্ঘ করে ফেলেছি। কিন্তু তথাপি আমি ওসামা সম্পর্কে অল্প মাত্রই বলতে পেরেছি এবং অল্পই বুঝাতে পেরেছি। ওসামা মুসলিমদের জন্য কতটা অর্থ বহন করে। আর আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমি তোমাকে দিনের পর দিন তার কথা শোনাতাম। বুঝাতাম প্রকৃত ওসামা কতটা অর্থ বহন করে। আমি চেষ্টা করেছি এই অল্প কিছু কথায় তাকে চেনাতে। এক কথায়, সত্য এবং মহত্তর মানবতার সংস্কৃতিই হচ্ছে- ওসামা।

আমি অনুরোধ করবো, দয়া করে এই বিষয়গুলো নিয়ে একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করে দেখ।

....মাজলুমের আর্তনাদ

-৩৯ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

চোখে আগুন ঝলসাতে থাকে। মনে হচ্ছিল আমি এখনই মরে যাবো। এরপর ওরা আমার দুই নাবালেগা হাফেজা মেয়েকেও হাজির করে। এবার আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যাই, তখন আমার বড় মেয়ে কে ওরা বেয়নেট মেরে শহীদ করে। বাকীদের গাড়িতে করে গ্রামে ফেরৎ পাঠায়। জালেম সৈন্যরা আমার ঘর জালিয়ে দেয়, আর আমাকে জম্মু হেরানগর জেলে পাঠিয়ে দেয়। আমার মেঝো মেয়েটি ছিল বিবাহিতা, দু'সন্তানের মা। এই ঘটনার পর সন্তান রেখে তার স্বামী তাকে তালাক দেয়। এ শোকে আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে। মেয়েরা একবছর ধরে এই পোড়া ঘরে জীবন মরণের সাথে পাঞ্জা লড়ছে। একবছর পর্যন্ত তারা লজ্জায় ঘর থেকে বের হয়নি। আর হবেই বা কিভাবে? বাপ বন্দি, মা পাগল, ইজ্জত লুন্ঠিত।

বল আমজাদ ভাই বল! আমরা কোথায় যাবো? কি করবো? আমাদেরকে এদেশ থেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাও। এখানে থাকা আমাদের আর শোভা পায় না। ভাই তুমি যদি আর একবছর আগে আসতে হয়তো আমাদের ইজ্জত বাঁচতো। আমজাদ তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদের চিৎকার কি দুনিয়ার মুসলিমদের কানে পৌছেনি? কেন তারা আমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে না? আমরা কি মুসলিম নই?

এক মুসলিম বোনের ইজ্জত রক্ষার্থে মুহাম্মাদ বিন কাসিম ছুটে এসেছিলেন সিন্ধুতে, আর এতো কাছে থেকেও তোমরা তোমাদের কাশ্মিরী বোনদের আর্তচিৎকার শুনতে পাও না? ঝিলাম নদী বয়ে যে হাজার হাজার মা বোনের লাশ তোমাদের সামনে দিয়ে ভেসে গেছে, তা দেখেও কি তোমাদের ঈমান স্ফুলিঙ্গের মত জলে উঠে না? যদি এত কিছুর পরেও তোমাদের চেতনা না আসে, তবে মনে রেখো, আমরা মরতে থাকবো দীনের হিফাজতের জন্য সর্বপ্রকার কুরবাণী দিয়ে যাবো। তবুও এক কাশ্মীরী জিন্দা থাকতে কাফেরের আনুগত্য স্বীকার করবো না। এতে দুনিয়ার মুসলিম আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক বা না আসুক। তুমি দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে আমাদের পয়গাম পৌছে দিও। শুধু এক ভাই নয়, হাজার ভাই, হাজার বোন তাদের পথ পানে চেয়ে আছে। দয়া করে জলদি এসো। ধৈর্য্য বাধ মানছে না আর। আল্লাহ বলছেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

অর্থ: "আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৭৫)

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল

-আশরাফ বিন আব্দুর রহমান

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : تَجِيءُ رَايَاتٌ سُودٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، وَتَخُوضُ الْخَيْلُ الدِّمَاءَ إِلَى ثُنْتِهَا

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পূর্ব দিক থেকে কালো পতাকাবাহী দল আসবে, তাদের ঘোড়ার সিনা পর্যন্ত রক্তে ডুবন্ত থাকবে।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ

অর্থ: "হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত: খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী একটি দল আত্মপ্রকাশ করবে। কেউ তাদের প্রতিহত করতে পারবে না, শেষ অবধি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে ঝান্ডা গেঁড়ে দেবে (খেলাফাত প্রতিষ্ঠা করবে)। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৭৭৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে খোরাসান বলতে ইরানের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে তাসখন্দ, সমরখন্দসহ বুখারা পর্যন্ত এবং উত্তরে তুর্কমেনিস্তানের অর্ধেক এলাকা নিয়ে অবস্থিত বিশাল ভুমিকে বুঝানো হত।

বর্তমান সময়ে আফগানিস্তানের মাটিতে খোরাসানের সেই কালো পতাকাবাহী দল একত্রিত হচ্ছে, দাজ্জালী শক্তির সকল প্রচেষ্টা তাদেরকে দমনে সক্ষম হয়নি, বরং মুজাহিদীনগণ এখন উল্টো তাদের উপর চড়াও হয়ে আছে। আরব মুজাহিদীন আল কায়েদার ঝান্ডাও কালো রংয়ের। সুতরাং সকল কুফুরী শক্তির বক্ষ চিড়ে অচিরেই তারা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুসংবাদকে সত্যায়িত করবে ইনশাআল্লাহ।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইহুদীরা এসকল হাদীসকে সামনে রেখেই সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতে মুসলিমার জন্যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছিলেন, এই আশায় যে, উম্মাতে মুসলিমা দুর্দশার দিন গুলোতে এসকল হাদীসকে সামনে রেখে তাদের কর্মসূচি ঠিক করতে সক্ষম হবে।

সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসগুলোকে বুঝে, পাহাড়ের গর্তসমূহকে নিজেদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে। হাদীসে ঐ সকল মুজাহিদীনের জন্যই সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে, যারা দাজ্জালী শক্তিসমূহ আফগানের মাটিতে আগুনের বৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্নি সাগরে যতই পরিবর্তন সাধন করুক না কেন... মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্য আল্লাহ অবশ্যই এমন এক বাহিনী তৈরী করবেন, যারা ইতিহাসের ধারা এবং দুনিয়ার নকশাকে পরিবর্তন করে ছাড়বে।

এ সমস্ত হাদীস ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্যে সান্তনা স্বরূপ, যারা মুজাহিদীনের সাময়িক পরীক্ষা দেখে উদাসীনতার মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিল। অতএব এখন আর মন ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন নেই। বরং ঐ সেনাদলের মধ্যে শামিল হও, যাদের ভাগ্যে বিজয় লিখিত। এটা সুসংবাদ ঐ সকল বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্যও, যাদের বাহু অস্ত্র উঠাতে অক্ষম তবে তারা তো হিন্দুস্থান ও বাইতুল মাকদিস বিজয়কারীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনাদী পূরণে সক্ষম!

এটা হচ্ছে কামনা বাসনা ঐ সকল মা বোনদের জন্যে, যারা আফগানের মাটিতে মুজাহিদীনের সাময়িক পরাজয় দেখে এবং সাবারগান থেকে কিউবা পর্যন্ত মাজলূম নিপিড়ীত ভাইদের কান্নার আওয়াজ শুনে পেরেশানির অতল গহবরে নিমজ্জিত।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর তারেক বিন জিয়াদের বোনেরা! এখন খুশি হয়ে যাও! কান্নার মাতম এখন বন্ধ করো। এবার

ইহুদী ও নাসারাদের ঘরে মাতম শুরু হওয়ার সময়। প্রিয় মায়েরা! এবার আপনি আপনার সন্তানটিকে সর্বশেষ যুদ্ধের জন্যে সাজিয়ে তুলুন। কারণ বরযাত্রীর লোকেরা তো এখন দিল্লি আর বাইতুল মাকদিসের দিকে রওয়ানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকল বাদশার বাদশাহী এখন ধ্বংসের সম্মুখীন...! আর ঐ দিকে দেখ... আমাদের প্রিয় ভায়েরা, যারা আমাদের পূর্বেই শাহাদাতের তাজ মাথায় নিয়ে দূলহান সেজে আমাদের সংবর্ধনা দেয়ার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

হ্যাঁ... আমার বোনেরা স্বীয় ভাইদেরকে বর বানানোর সময় এসে গেছে। সুতরাং এখন তো আনন্দের সময়। চেহারায় উদাসীনতা নয়, বরং সন্তুষ্টির নির্দশন থাকা চাই। আখিতে অশ্রু নয় বরং বিজয়ের মহা উৎফুল্লতার চমক থাকা চাই। এখন তো আমাদের পালা।

উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে তাদেরকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তাদের পথে কোন প্রকার বাঁধা-বিপত্তি আসবে না। বরং বাঁধা-বিপত্তি তো অনেক আসবে, কিন্তু বাঁধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে অবশেষে বাইতুল মাকদিসে এসে বিজয়ের পতাকা তাঁরা উড়াবে।

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فيها خليفة الله المهدي

অর্থ: "যখন তোমরা দেখতে পাবে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা খোরাসানের দিক থেকে আগমন করছে, তোমরা তাতে শামিল হয়ে যাও, তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলিফা মাহদী আছেন।" (মুসনাদের আহমাদ, হাদীস নং ২২৪৪১)

عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (مستدرك الحاكم – (١٠١ / ٨)

অর্থ: "হযরত ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা দেখতে পাবে কালো ঝান্ডাবাহী লোকেরা খোরাসানের দিক থেকে আগমন করছে তোমরা তাতে শামিল হয়ে যাও, যদিও হামাগুড়ি দিয়ে হয়। তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলিফা মাহদী আছেন।"

ইমাম হাকেম (রহ.) তার মুসতাদরাকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটিকে বুখারী, মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। হাদীস নং ৮৭০৬;মাকতাবায়ে শামেলার হাদীস নং৮৫৩১) অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج

অর্থ: "সুতরাং তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদেরকে পাবে, সে তাদের(কালো ঝান্ডাবাহী মুজাহিদীনের) নিকট আসবে, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ ৪০৮২)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই উম্মাতকে বলে দিয়েছেন, ঐ সেনাদলে এসে শরীক হয়ে যেও। আখেরাতের মহা বাণিজ্যে লাভের আশায় দুনিয়ার তুচ্ছ বাণিজ্যকে ত্যাগ করে সফলতা অর্জন কর...। লক্ষ্য রেখো! মায়ের কোমল মমতা...জীবন সঙ্গীনীর সিক্ত অশ্রু... অথবা নয়ণ মণির চেহারাটুকু... যেন আমার এবং আমার জন্যে অত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসার পথে কোন রূপ বাঁধা না হয়ে দাঁড়ায়...। শহরের বড় বড় প্রাসাদ আর চাকচিক্য পূর্ণ বিলাস বহুল ভবনগুলো তোমাদেরকে পাহাড়ের অন্ধকার গর্তে আশ্রয় গ্রহণ থেকে যেন বাঁধার সৃষ্টি না করে...!!

ইট আর মাটি দিয়ে বানানো ঘরগুলোকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আখেরাতের চিরস্থায়ী প্রাসাদগুলোকে নষ্ট করে দিওনা! মনে রেখো কারাগারের কালো কুঠুরীতে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে দাজ্জালী শক্তির সামনে মাথা নত করে দিওনা। জেনে রেখো! কবরের চেয়ে কালো কুঠুরী আর ভয়ানক কারাগার কিন্তু দ্বিতীয়টি নেই...!! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যা হওয়ার হোক, কোন কিছুই পরোয়া করবে না। বরং অবশ্যই ঐ সেনাদলে এসে শরীক হয়ে যাও.....।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে দলটি ইমাম মাহদীকে শক্তিশালী করবে। তার দল হবে। তারা আরবে পৌঁছে ইমাম মাহদীর দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে ইমাম মাহদী স্বয়ং তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকবেন কিন্তু কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু পরে যখন তিনি হারাম শরীফে আসবেন তখন লোকেরা তাকে চিনে ফেলবে।

অপর হাদীসে বরফের উপর চলার কথা বলা হয়েছে। কারণ বরফের উপর চলা খুবই কঠিন। দীর্ঘ সময় বরফের উপর পথ চললে অবশ হওয়ার আশংকা থাকে আর বরফের উপর দিয়ে চলার কষ্ট আগুনে জ্বলার চেয়েও বেশী যন্ত্রণাদায়ক এতদসত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ঈমান বাঁচানোর তাগিদে যদি বরফের উপর দিয়েও হেঁটে আসতে হয়, তবুও এসে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেও...। (সুবহানাল্লাহ)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

জিহাদের কাহিনী

ফালুজায় কাটানো আমার জীবন

-হাশিম আল হিন্দী
(হাফিজাহুল্লাহ)

মাজলুমের আর্তনাদ -রেদওয়ান মাহমুদ

মাজলুম মুসলিমের রক্তস্নাত এক উপত্যকা কাশ্মির। এক কালের ভূ-স্বর্গ এখন ভারতীয় হায়েনার হিংস্রতার ছোবলে ক্ষতবিক্ষত। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, হত্যা লুণ্ঠন, নারীর সম্ভ্রমহানী এই এলাকার এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিনিয়ত মানবতা পিষ্ঠ হচ্ছে ভারতীয় দানব বাহিনীর ভারি বুটের পদাঘাতে। কমান্ডার আমযাদ বেলাল অকুতোভয় একজন আফগান মুজাহিদ। রাশিয়ার কবল থেকে আফগান মুক্ত হওয়ার পর তিনি কাশ্মিরে প্রবেশ করেন। সেথায় তার সাথে সাক্ষাৎ হয় নির্যাতিত এক পরিবারের। তিনি নিজ কানে শুনতে পান তাদের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নির্যাতনের নির্মম করুণ কাহিনী। তাদের এ নির্যাতনের কাহিনী তার জবানীতে হুবহু শুনুন-

মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখ। আমি সোমপুর গিয়েছিলাম। সেখানে একজন সাথী আমাকে নিকটবর্তী গ্রামের এক মুজাহিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানায়। আমি সেই গ্রামের এক মাদ্রাসায় উঠে ছাত্রদের মাধ্যমে তার খবর নিলাম। তিনি আমাকে তার ঘরে এসে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানান। এ মুজাহিদ মাত্র দশ দিন আগে জম্মু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই তের-চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী দরজা খুলে দেয়। আমি মুজাহিদ সাথীর কথা জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে, দরজার দুই পাশে দুই হাত রেখে প্রবেশ পথ বন্ধ করে দাড়িয়ে কাঁদতে থাকে, আমি বারবার তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে আসার জন্যে রাস্তায় বের হই, তখন সে পিছন থেকে ভাঙ্গা উর্দুতে আমাকে ডাকতে থাকে, কাছে আসলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তার সাথে কেন দেখা করতে চান?

বললাম, শ্রীনগর থেকে এসেছি। তার সাথে বিশেষ কথা আছে। এবার সে আমার উর্দূ ভাষা ও কথার ভঙ্গিতে আন্দাজ করে, নিশ্চয় আমি কোন মুজাহিদ হবো এবং অনেক দূর থেকে এসেছি। ফলে সে দরজা থেকে সরে দাঁড়ায় এবং একটি কামরার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে, এই কামরার মধ্যে সেই মহান মুজাহিদ বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি মুসাফা করলেন। অতঃপর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন, আমি তাকে আমার সংগঠনের পরিচয়সহ কাশ্মিরে আসার কারণ ব্যক্ত করলাম। তার সাথে জিহাদ ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়, অতঃপর তাকে আমি আমাদের সংগঠনে যোগ দেয়ার আহবান জানাই।

জবাবে তিনি বলেন, "দেখো আমজাদ! আমার অনেক সমস্যা। আপাততঃ তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারছি না। গ্রামের যে মাদ্রাসাটি দেখেছ সেটি আমার এক বন্ধু চালাতেন। জিহাদেও তিনি শরীক হতেন। আমি ছাড়া পাওয়ার দু'মাস আগে ভারতীয় সৈন্যরা তার দু'পা কেটে দিয়েছে। জেল থেকে বের হওয়ার পর তিনি আমাকে মাদ্রাসা পরিচালনার জিম্মাদারী ন্যাস্ত করেন। এই মাদ্রাসা থেকে এই পর্যন্ত অনেক হাফেজ ফারেগ হয়েছে, অনেকে এখনো পড়ছে। অতএব দীনের স্বার্থে আমাকে মাদ্রাসা চালাতেই হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কারণ যদি শুনার ধৈর্য্য রাখো তবেই বলবো।"

আমি আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বলা শুরু করেন এবং সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি কেন কাঁদছেন আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। জেল, নির্যাতন, সাথীর হাত পা কর্তনের খবর কিংবা ইন্টারোগেশন সেন্টারে নির্যাতনের মুখে দিনের পর দিন অবস্থান -এ সবতো কাশ্মীরীদের কাছে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে একজন অকুতোভয় মুজাহিদের ঘাবড়ে যাওয়ার কথা নয়। উপরন্তু তিনি একজন আলেম এবং কাশ্মীরে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। তা সত্ত্বেও মাদ্রাসা পরিচালনার অজুহাত দেখিয়ে তিনি কিভাবে জিহাদ পরিত্যাগ করতে পারেন, এই বিষয়টিও আমাকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে শুরু করেন:

ভাই আমজাদ! গত বছর আমাকে এক সাথীর সাথে গ্রেফতার করে বারামুলার এক ইন্টারোগেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন ও একরাত চরম নির্যাতনের পর আমাকে এক কর্ণেলের সামনে হাজির করা হয়। কর্ণেল আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমাকে তো দেখতে ভালো মানুষ বলে মনে হয়। একটা শর্ত পূরণ করলেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।

আমি বললাম, স্যার কি সেই শর্তটি? কর্ণেল কুটিল হেসে বলল, "তোমার একটি মেয়েকে একরাতের জন্যে আমার খিদমাতে পাঠিয়ে দিবে।"

তার জানোয়ারের মত চেহারা দেখে আর ধৈর্য্য রাখতে পারছিলাম না, শরীরের সমস্ত শক্তি দ্বারা সজোরে তার গালে একটি চর কষিয়ে দিলাম। জানোয়ারটা ঘুরে পরে গেল, উঠে বিড়বিড় করতে লাগলো। তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, বুঝবে এবার কোন ভিমরুলের বাসায় ঢিল ছুঁড়েছো। বলতে না বলতেই সাত-আটজন সিপাহী আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল-ঘুষি আর বুটের লাথিতে আমার দেহ থেতলে যায়। এ সময় জিপের স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনতে পাই, এক ঘন্টার মধ্যে ওরা আমার বড় মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে। আমাকে একটি খুটির সাথে বেঁধে রাখে। এরপর চোখের সামনে যা ঘটেছে, একজন পিতার পক্ষে মেয়ে সম্পর্কে তা বলা যায় না। আমি চিৎকার করে অনুনয় বিনয় করতে থাকি। কিন্তু কিছুতেই পশুদের মনে দয়ার উদয় হলো না। এখানেই শেষ নয়। এরপর ওরা আমার মেঝো মেয়েকে নিয়ে আসে। তার সাথে সেই একই আচরণ করে। এই কিয়ামত দৃশ্য দেখে আমার হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ... বাকী লেখা ৩৬ পৃষ্ঠায়

মুসলমানদের নির্মূলে সার্বিক যুদ্ধের 'প্রস্তুতি' নিচ্ছে মার্কিন সেনারা

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের তৈরি করা হচ্ছে ইসলাম বিরোধী হিসেবে। সামরিক একাডেমীতে অনেক দিন ধরেই ইসলামকে মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তাদের। ইসলাম আমেরিকার শত্রু এ বিষয়টি সেনাদের মাথায় ঢোকানো হচ্ছে। তাই আমেরিকাকে রক্ষা করতে হলে বিশ্বের সব মুসলমানকে নির্মূল করতে হবে। প্রয়োজনে 'মক্কা' কিংবা 'মদীনায়' পরমাণু বোমা হামলার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

সামরিক একাডেমীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যক্রমে 'ইসলাম বিদ্বেষী' এ বিষয়গুলো প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের ওয়েবসাইট থেকে সম্প্রতি ফাঁস করে দেয় ওয়্যার্ড সাময়িকীর ওয়েবসাইট। বিষয়টি তুমুল আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে। সমালোচনার মুখে যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল মার্টিন ডেম্পসিও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা বিভাগের জয়েন্ট ফোর্সেস স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কোর্সে কিভাবে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এ মাসের শেষ নাগাদ তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়া যাবে। ডেম্পসি ওই কোর্সকে 'পুরোদস্তর আপত্তিকর' বলে অভিহিত করেছেন। ভার্জিনিয়ার নরফোকের জয়েন্ট ফোর্সেস স্টাফ কলেজে ইসলাম বিদ্বেষী কোর্সটি চালু হয় এক বছর আগে।

এতে ইসলামকে শত্রু বিবেচনা করে বলা হয়, বিশ্বের ১৪০ কোটি মুসলমানের বিরুদ্ধে 'সার্বিক যুদ্ধ' চালাতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রকে ইসলামী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষার জন্যই এটা করতে হবে। ওই কোর্সে অংশগ্রহণকারী এক কর্মকর্তা সম্প্রতি বিষয়টিতে আপত্তি তোলেন। এর পরই বিষয়টি সবার নজরে আসে। সামরিক একাডেমীতে 'মুসলমান বিদ্বেষী' এ কোর্সটি পড়ান লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাথিউ এ ডুলে। আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ গত এপ্রিলের শেষ দিকে সাময়িকভাবে ওই কোর্সটি স্থগিত করে। ডুলে তার ক্লাসে যা বলেন, এর মর্মবস্তু হচ্ছে, ইসলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু। তিনি বলেন, 'উদারপন্থী ইসলাম' বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এ কারণে পুরো মুসলমান জাতিকেই শত্রু বিবেচনা করতে হবে।

ডুলে তাঁর ছাত্রদের বলেন, তারা যেন সব সময় নিজেদের ইসলাম বিরোধী বলে ভাবেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেভাবে জার্মানির ড্রেসডেনে মরণঘাতী বোমা কিংবা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে, সেরকম মরণঘাতী হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বেসামরিক লোক বাঁচল কি মরল, সেটা চিন্তা করা উচিত নয়।

প্রশিক্ষণের এ বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো এফবিআই, বিচার বিভাগ ও সামরিক বাহিনী অনুসরণ করলেও গত বছর এফবিআই এর কিছু বিষয় পরিবর্তন করে, কারণ সেগুলো ছিল অতিমাত্রায় মুসলিম বিদ্বেষী। ওই কোর্সের বিষয়টি স্বীকার করেছেন জেনারেল ডেম্পসি। ডেম্পসি বলেন, 'ওই পাঠক্রম ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার স্বীকৃতির বিষয়ে আমাদের যে মূল্যবোধের বিরোধী। এটা পুরোদস্তর আপত্তিকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।'

তিনি জানান, মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতিটি শাখায় এবং সব আঞ্চলিক কমান্ডের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে, যাতে তারা তাদের বিভিন্ন কোর্সে অন্তর্ভুক্ত ইসলাম বিরোধী পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখে।

বিশ্লেষকদের মতে, গত এক বছর ধরে কোর্সটি চললেও এতে অংশগ্রহণকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা কখনোই বিষয়টিতে আপত্তি তোলেন নি। তাঁরা সেই মতেই শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই প্রশিক্ষণ শেষে পদোন্নতি পেয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছেন। তাই বিষয়টি মুসলিম বা বিশ্ববাসীর জন্য আতঙ্কের হয়েই থাকবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

সূত্র : বিবিসি, দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন।

প্রিয় পাঠক!

১২-০৫-১২ ইং তারিখের কালের কণ্ঠ পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে ধরা হলো। এগুলো তো সেই সংবাদ যা মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। আর গোপনে তারা যে মিশন পরিচালনা করছে তা আরো কতই না ভয়াবহ। আর একথাটি মহান আল্লাহ তার নিজ ভাষায় খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা মারাত্মক। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

অর্থ: "আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)

সুতরাং সকল মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য হলো, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ: "আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" (সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬)

তাই সকল মুমিনের জন্য অপরিহার্য হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং তারা যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সেভাবে আমাদেরও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তবেই হবে আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন।

আফগানিস্তান মার্কিনদের মরণ ফাঁদ

-মাওলানা আসেম উমর (হাফিজাহুল্লাহ)

আফগানিস্তানের জিহাদ দেখতে দেখতে ইসলামী বিশ্বে এক নব জাগরণের জন্ম হয়েছে। আল্লাহর সাথে মুহাব্বত পোষণকারী বান্দাগণ যখন ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর নাযিলকৃত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তখন কুফুরী শক্তির সকল চক্রান্ত মাকড়সার জালের মত ছিঁড়ে পরতে শুরু করেছে। তালেবানদের আন্দোলন রাতের আঁধারে নিমজ্জিতদের প্রভাতের উজ্জ্বল রবির সুসংবাদ দিয়েছে, কনকনে শীতে কম্পমান লোকদেরকে নিজেদের প্রজ্জলিত অগ্নির মাধ্যমে উষ্ণতা দিয়েছে, জ্ঞানবান অন্তরসমূহকে সমুদ্রের সুবিশাল উর্মি মালা দিয়ে প্রশান্ত করেছে। অত্যাচার-অবিচার,নির্যাতন- নিপিড়নের খাদে পড়ে থাকা সম্প্রদায়কে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। হিনমন্যতা আর কাপুরুষতাকে ভাগ্যের লিখন সাব্যস্তকারীদেরকে ভাগ্য গড়ার সবক দিয়েছে।

জিহাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীগণ যা বলার বলুক, কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, উসমানী শাসন ব্যবস্থার পতনের পর থেকে আফগান জিহাদের সূচনাকাল পর্যন্ত মুসলিমদের লাশে পৃথিবী ভরে উঠেছিল। আশ্রয় প্রার্থনার আর্তনাদ শুধু মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাত থেকে ভেসে আসছিল। নিলামে শুধু উম্মাতে মুসলিমার বোনদের উড়না উড়ছিল। এতিম হলে শুধু আমাদের সন্তানরাই হচ্ছিল। মায়ের বুক খালি হলে শুধু এ জাতির মায়ের বুক খালি হচ্ছিল। বিধবা শুধু ঈমান ধারণকারীণী মহিলারাই হচ্ছিল।

আফগান জিহাদের পর থেকে দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে। এখন যদি আমাদের ঘরে চুলায় আগুন না জলে, হত্যাকারীদেরও রুটির যোগান হয় না। আমাদের সমাজে মাতম দেখা দিলে তাদের সমাজেও উল্লাসের ধ্বনি উঠাতে পারে না। আমাদের ঘরগুলো যদি জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তবে দুশমনদেরও সেইখানে জ্বলে যেতে হয়, আমরা যদি পেরেশাণিতে থাকি তবে তারাও নিরাপদে থাকতে পারে না।তীব্র শীতের রাতে যদি ঘুমাতে না পারি তবে তাদের চোখেও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আমরা যদি ঘর বাড়ি হারা হয়ে যাই তবে দেখবেন তাদেরও বাড়িতে থাকার সুযোগ হবে না। হিসাব দু পক্ষের সমানে সমান। হ্যাঁ... কিছু আগ পিছ হতে পারে আমরা ইনশাআল্লা তাদের পিছু ছুটতেই থাকব, বিজয় আমাদের হাতেই ধরা দিবে। কেননা আমরাতো আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এমন পুরুস্কারের আশা রাখি যা কাফের সম্প্রদায় রাখে না।

এই বাসনা অন্তরে ধারন করেই বর্তমান. বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন সমূহ বিশ্ব কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করেছে, যদিও কথাটি বাস্তব যে কুফুরী শক্তির মত মুসলিমদের হাতে এত সব মরণাস্ত্র আর মাধ্যম নেই, কিন্তু পেরেশানি নয়, প্রতিটি যুগে ঈমানদারগণ একই পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েছেন, তারাতো আল্লাহর উপরই ভরসা রেখে ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হন,

আফগানের মাটিতে দাজ্জালী শক্তি সমূহ তাদের সর্ব শক্তি মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে তালেবান শাসণের উপর আগ্রাসন কালে তালেবানদের জন্যে মার্কিন বোমারু বিমান গুলো ছিল টেনশনের কারণ, কেননা উচু আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া দ্রম্নত গতির এ প্লেনগুলোকে ধ্বংস করার মত কোন হাতিয়ার তাদের হাতে ছিল না। কিন্তু তালেবান সরকার পতনের পর এই বিষয়গুলো এখন আর কোন গুরুত্বই রাখে না। এখন শুধু তালেবানরাই মার্কিনীদের উপর একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে,প্রকাশ্যে তাদের ক্যাম্পে আক্রমণ করে মার্কিন সেনাদের জীবিত ধরে নিয়ে আসছে, তাদের থেকে প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্দ মাল অর্জন করছে মুজাহিদীনের এ সকল কর্ম কান্ডের মধ্য দিয়ে মার্কিন আকাশ পথের শক্তিটুকু শুধু মাত্র লাশ বহনের কাজে লাগছে, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়,যুগের ফেরাউন তুল্য এই শক্তি এক দিকে আকাশ পথে ঘুরতে থাকে অপর দিকে মুজাহিদীন নীচে বসে সাথীদেরকে যুদ্ধেও নমুনা শিক্ষা দিতে থাকে।

আপনি যদি মার্কিন বাহিনী আর মুজাহিদীনের মনোবল প্রসঙ্গ তুলেন তবে মুজাহিদীনের অবস্থা হচ্ছে তারা মার্কিন ক্যাম্পগুলিতে আক্রমন করে সেখান থেকে গণীমতের মাল নিয়ে আসে। তারা এই সংকল্প নিয়ে বের হয় যে, মার্কিনীদের জিন্দা গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। পক্ষান্তরে মার্কিন সেনাদের অবস্থা হচ্ছে যে,একবার হামলার সময় একজন মুজাহিদ এক মার্কিন সেনার এত নিকটবর্তী হয়ে গিয়ে ছিল যে, মাত্র দশ মিটার দুরত্বের ব্যপার, মুজাহিদ এত দূর থেকে এসে ক্যাম্পের এক পাশের দরজা বিরত্বের সাথে কাটছিল, আর মার্কিন সেনা বসে বসে দেখছিল, মার্কিন সেনার এতটুকু সাহস ছিল না যে, ট্রিগার পর্যন্ত আঙ্গুলটি নিয়ে মুজাহিদের দিকে ফায়ার করবে। বরং তার অবস্থা এই ছিল নিজের পাশে বসে থাকা সেনাকে পর্যন্ত মুখ খুলে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিল না, যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, জি হ্যাঁ...

এরা হচ্ছে ঐ বাহিনীর বাঘ, যারা শুধু মাত্র ভরসাহীন কিছু কাগজের দিকে নিশানা লাগিয়ে ফায়ার করে অভ্যস্ত যারা ইরাকি নিরিহ নারী, শিশুদের বুককে নিশানা বানিয়ে ফায়ার করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করে। এরা হচ্ছে মিডিয়ার বানানো ঐ হিরো যাদের হুমকি ধমকি ঐ সকল শিশুদের সাথে যারা এখনো পর্যন্ত কোন কিছু বুঝতে শিখেনি। আবু গারিব কারাগারের ভিতর অসহায় লোকদের সাথে বাহাদুরী দেখানো খুবই সহজ, ফিল্ম আর পত্র পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে হিরো হওয়া তো কঠিন কোন কাজ নয়,কিন্তু আল্লাহর সৈনিকদের মুকাবেলা করা ফিল্ম বা সিনেমার কোন কাহিনী নয়, বরং এখানে তো আসল গুলি চলে, যা লাগলে পরে অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়, এ ভাবে যখন কোন মুজাহিদ বাহিনী কোন মার্কিন বহরের উপর আক্রমণ করে তখন মার্কিনীরা গাড়ির ভিতরে জীবিত পুড়ে ছাই হয়ে যায়, অথবা আহত হয়ে জীবন দাতা হেলিকপ্টারের অপেক্ষায় আকাশ পানে চেয়ে থাকে, তাদের মাঝে এতুটুকু বীরত্বের লক্ষণ নেই যে, পুরুষে পুরুষে মোকাবেলা হচ্ছে তাহলে অস্ত্র হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এসে একটু জবাব দেয়া যাক।

আফগান ভূমিতে দাজ্জালী শক্তি মার্কিনীদের অদ্যবধী যে ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়েছে তার খসরা যদি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয় তবে বিজয়ের নেশায় মত্ত মার্কিন সম্প্রদায়ের সকল উম্মাদনা ভন্ডুল হয়ে যাবে, কিন্তু তারা যতই সত্য কে গোপন করে রাখুক অচিরেই বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ পাবে, তারা বুঝতে পারবে, হলিউড চলচিত্রের ফিল্ম আর দৈত্ত দানবের কাহিনীতে স্বীয় বীরত্ব প্রকাশ কারী সেনাদের দৌরত্ব কতটুকু!! আল্লাহর সৈনিকদের সামনে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া কতটুকু বাহাদুরী!! লোকেরা বলে থাকে রাশিয়ার মত আমেরিকাকেও আফগানিস্তান ছেড়ে পালাতে হবে, পক্ষান্তরে বন্ধুরা বলে আমেরিকাকে পালাতে হবে না, কারণ এটিই হচ্ছে সর্বশেষ যুদ্ধ, হক বাতিলের মধ্যকার জীবন মৃত্যুর লড়াই। সুতরাং রাশিয়ার ভাগ্যে তো পালিয়ে জান বাচানোর সুযোগ হয়েছিল , আমেরিকার ভাগ্যে তো পালানোর সুযোগও জুটবে না। মুজাহিদীনও আমরিকানদেরকে এমন কোন সুযোগ দিতে রাজি নন যাতে আমেরিকার বীররা পালাতে পারে, অচিরেই পৃথিবীবাসী দেখবে আফগানিস্তান মার্কিন কবরস্থান। এখানে আমেরিকা যতই পরাজয়ের দিকে যাবে ততই সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে থাকবে।

সুতরাং এ চুরান্ত লড়াইয়ের গুরূত্ব সামনে রেখে সকল আহলে ঈমানের মুজাহিদীনদের সাহায্য করা ফরজ। যারা জান্নাতে নিজেদের স্তরকে উচু দেখতে চায় যাদের অন্তরে বাসনা আছে সে ঐ সকল মর্যদা পূর্ণ আসনগুলি অর্জন করবে, যা মুজাহিদীন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যদি বাসনা থেকেই থাকে তবে আসুন! আমরা আপনাকে আহবান করছি, দাওয়াত দিচ্ছি, স্বীয় ঈমান বাচানোর তাগিদ যদি অন্তরে থেকেই থাকে তবে ঐ সেনা দলে শামিল হয়ে যাও। (জান দিয়ে হোক মাল দিয়ে হোক) যে সকল আল্লাহ ভীরু নিজেদের ঈমান বাচানোর ব্যাপারে সন্দিহান তারা উঠে পড়ুন তাদের দলে শামিল হয়ে পড়ুন। চাই সেনাদের পানি পান করানোর মত ছোট দয়িত্বটিও আপনাকে দেয়া হয়। আল্লাহর তা'আলা আমাদের সকলকে সেই সেনাদলে শামিল হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আল হামদুলিল্লাহ! আল হামদুলিল্লাহ!! আল হামদুলিল্লাহ!!!

উপরোক্ত চিত্রটিই যেন আজ আফগানিস্তানে ফুঠে উঠেছে যে মার্কিন বাহিনী নিজেরা টিকতে না পেরে ন্যাটো বাহিনীর সাহায্য নিয়েও টিকতে পারছে না। বরং এখন পালানোর পথ খুজছে। পালাতেও পারছে না, যুদ্ধ বন্ধ করতেও পারছে না, পালালে পরাজয় সুনিশ্চিত আর অহেতুক যুদ্ধ করার জন্যে প্রতি দিন কোটি কোটি ডলার খরচ করছে এভাবেই আল্লাহ তা'তাআলা তার ঘোষণা বাস্তবায়ন করছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.

নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা নিজদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হবে এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে। (সূরা আনফাল ০৮:৩৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.

অর্থ: "আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।" (সূরা আল ইমরান ৩, আয়াত ৫৪)

মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করণীয়

-মুফতী এনায়েতুল্লাহ

আমি আমার এই বক্তব্যকে একটি কৌতুক দিয়ে শুরু করতে চাই। কোন এক বাড়িতে রাতের বেলায় একজন মেহমান গিয়ে হাজির হল। মেজবান খুশি হলো। রাতের খানা-পিনা শেষে ঘুমানোর ব্যবস্থা করলো। কিন্তু মশারী টানানো হয়নি। রাতে যেমন তাকে উপর থেকে মশা কামড়াচ্ছিল তেমনি নিচের থেকে ছাড়পোকা-ও। সকালবেলা মেজবান মেহমানকে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! রাতে ঘুম কেমন হলো? কোন কষ্ট হয়নি তো? মেহমানও ভদ্রতা সুলভ রসিকতার সুরে বললেন, ও না! তেমন কোন কষ্ট হয় নি। তবে মনে হচ্ছিল যেন "মশায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে, যদি নিচ থেকে ছাড়পোকায় টেনে না ধরতো।"

মুসলিম জাতির অবস্থাও ঐ বেচারা মেহমানের মত। মনে হয় যেন ইসলামের মশার ন্যায় প্রকাশ্য শত্রু ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ সকল কাফেরগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে পৃথিবীর মানচিত্র হতে মুছে ফেলবে, অপরদিকে ছাড়পোকার ন্যায় একদল ইসলামের গোপন শত্রু ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের ভাড়াটিয়া দালাল, ইংরেজদের পা-চাটা গোলাম, কাদিয়ানী, শিয়া, বেরলভী, পীর-ফকির মাজারপন্থীসহ অসংখ্য বাতিল ফেরকা ইসলামের মূল শিক্ষা বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া কুফর, শিরক এবং ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ এবং সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদের অপব্যাখ্যা করে মুসলিম জাতির ঈমান-আক্বিদা ধ্বংস করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যত বাণী : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএই দুই শত্রু সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সতর্ক করে গিয়েছেন। প্রথম শত্রু (স্পষ্ট) সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বায়হাকী বর্ণিত নিচের হাদীসটি লক্ষ্যণীয়:

سنن أبي داود للسجستاني – ٤٢٩٩

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

অর্থ: "হযরত ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "অচিরেই কাফির-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদ এবং মুনাফিক জোট (জাতিসংঘ-ন্যাটো) তোমাদের বিরূদ্ধে (হামলা করার জন্য) একে অপরকে আহ্বান করবে যে ভাবে খাবারের প্লেটের দিকে ক্ষুধার্ত লোকদেরকে ডাকা হয়।

তখন একদল সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন কি আমাদের সংখ্যা খুবই নগন্য হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)উত্তর দিলেন, না, বরং তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক বেশী হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে বন্যায় পানির উপর ভাসমান ময়লা-আবর্জনা ও খড়-কুটার ন্যায়। আর তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় তুলে নেয়া হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের অন্তরে "অহান" চাপিয়ে দেয়া হবে। একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ "অহান" কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা (সম্পদের মোহ) এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা (শহীদ হবার আকাঙ্খা না থাকা)"। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এই হাদীসের প্রতিটি বানী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। ইরাকে এবং আফগানিস্তানে হামলা কারার পূর্বে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করেছে, যোগাযোগ করেছে মুসলিমদের উপর হামলা করার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। ফলে সমস্ত কাফের শক্তিগুলি الكفر ملة واحدة এর বাস্তব রূপ নিয়ে মুসলিমদের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ নারী শিশুকে হত্যা ও ধর্ষণ করেছে, মুসলিম যুবকদের তাজা রক্তে পৃথিবীর মাটি লাল করে দিয়েছে। কাশ্মীরী মা-বোনদের পেট চিরে সন্তান বের করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মেরে নিচে ছুরি ধরে দ্বি-খন্ডিত করে উল্লাস করেছে। মুসলিমদের পাখীর মত গুলি করে হত্যা করছে।

আফগানিস্তানের মুসলিম যুবকদের উলঙ্গ করে পিরামিড তৈরী করেছে। কুরআনুল কারীমকে পায়খানায় ছুড়ে মেরেছে। কুরআনের গায়ে ক্রুশ একে দিয়েছে। আবু-গারীব কারাগারে মা-বোনদেরকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে। মা-বোনরা সহ্য করতে না পেরে দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকরে ঠুকরে আত্মহত্যা করেছে। ফিলিস্তিনে শিশু-কিশোরদের পাথর নিক্ষেপের জবাবে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে বুক ঝাঁঝড়া করে দেয়া হচ্ছে। মুসলিমদের বাড়ি-ঘরগুলোকে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

ইরাকে প্রথমে অবরোধ দিয়ে লক্ষ লক্ষ শিশুকে হত্যা করলো, তারপর বৃষ্টির মত বোমা ফেলে নির্মমভাবে সাধারণ মুসলিমদের হত্যা করল। পাকিস্তানের লাল মসজিদ, সোয়াত এবং ওয়াজিরিস্তান সহ যেখানেই ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে বা হচ্ছে সেখানেই কুফফারদের হামলার নিশানা হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। মজলুম মুসলমানদের ফরিয়াদে আজ আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। আল্লাহ (সুবঃ) এই চিত্রটাকে কত সুন্দর করেই তুলে ধরেছেন সূরা নিসা (৪ নং সূরা) এর ৭৫ নং আয়াতে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

অর্থ: "আর তোমাদের কি হল! যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে অথচ অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও, এখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী। আর তোমার তরফ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার তরফ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী করে দাও।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৭৫)

ও হে মুসলিম যুবকেরা!

গোটা বিশ্বের মজলুম, নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেসিত মুসলিমদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কে হবে সেই অলি আর নাসির? তোমাদেরকেই। তোমরাই তো এ যুগের সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী,মুহাম্মদ বিন কাসেম,খালিদ বিন ওয়ালিদ। তোমাদেরকেই আবার বিশ্বের নেতৃত্ব হাতে তুলে নিতে হবে। তোমরা তো সে নবীর উম্মত, যিনি হুদায়বিয়ায় বসে যখন শুনতে পেলেন ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে তখন তিনি গর্জে উঠলেন। সকলকে সমবেত করলেন। এক উসমানকে মুক্ত করার জন্য অথবা তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমরণ জিহাদ করার জন্য বাইয়্যাত নিলেন। চৌদ্দশত সাহাবী নবীর হাতের উপরে হাত রাখলেন, শপথ নিলেন-

اما الشريعة واماالشهادة

"হয়তো শাহাদাত নয় তো শারিয়াহ।" মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। দ্বীনের জন্য জীবন বাজী। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

"আমরা সেই সে জাতি যারা মুহাম্মাদের হাতে আমরণ জিহাদের বাইয়া'আত নিয়েছে।"

মুজাহিদ ভাইয়েরা!

এই ভুখন্ডে দ্বীনের পতাকা উড্ডীন করার জন্য তোমাদেরকেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তোমাদেরকে আমেরিকার বিমান বহর, ইসরাইলের মরণাস্ত্র আর ভারতের সতের লক্ষ সৈন্য দেখে ভয় পেলে চলবে না। ওহে উর্ধ্ব গগনের উল্কার পাখী! তোমাকে কালবৈশাখী ঝড়ো হাওয়া দেখে ভয় পেলে চলবেনা। এ ঝড়ো হাওয়া তো বয়ে যাচ্ছে তোমাকে আরও উর্ধ্বে তুলে নেয়ার জন্যই। তুমি তোমার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রতি কি লক্ষ্য করনি ? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন? ইরশাদ হচ্ছে,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমবেত করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, তাদেরকে ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ, তিনি কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।" (সূরা আল-ইমরান ৩, আয়াত ১৭৩)

ওহে মুসলিম!

তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে, মুসলিমরা জনশক্তি অথবা রণশক্তির বলে যুদ্ধ করে না। মুসলিমরা যুদ্ধ করে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে। ঘোষণা হচ্ছে -

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

অর্থ: "অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করল না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নিবে, তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি

সামান্য কয়েকজন ছাড়া। অতঃপর তালুত যখন তা পার হল এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, আর যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বলতে লাগল, এমন অনেক ছোট ছোট দল যারা অনেক বড় বড় দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছে।" [সূরা বাক্বারা, ২:২৪৯]

বরং জাহেরী শক্তির উপর নির্ভর করলে আল্লাহর সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ.

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনায়াইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, এবং তা তোমাদের কোন কাজে আসে নি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (সূরা তওবা ৯, আয়াত ২৫)

হ্যাঁ, তোমাকে সাধ্যমত শক্তি অর্জন করতে আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ

অর্থ: "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া দিয়ে, যাতে সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও, যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয়করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল ৮, আয়াত ৬০)

এ আয়াতে উল্লেখিত قُوَّةٍ (শক্তি) রণ প্রস্তুতিকেই বুঝানো হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما لستطعتم من قوة الاان القوة الرمى الاان القوة الرمى الاان القوةالرمى. وراه مسلم

হযরত উক্বা ইবনে আমের হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মিম্বর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ এবং বললেন যে, যেনে রাখো! (শক্তি)قُوَّةٍ মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা। قوة(শক্তি) মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা। قوة (শক্তি) মানে হচ্ছে নিক্ষেপ করা। [মুসলিম]

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আজ অনেকেই বলবেন যে, জিহাদ শুরু হলে আমাদেরকেই প্রথম সারিতে দেখতে পাবেন। তাদের এ দাবীর প্রতিবাদে আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً.

অর্থ: "যদি তারা (সত্যিই) বের হওয়ার ইচ্ছা রাখতো তাহলে তারা এর জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতো।" (সূরা তওবা ৯, আয়াত ৪৬)

সুতরাং কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু দাবী করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। প্রস্তুতি কিভাবে নিতে হবে?

প্রিয় ভাইয়েরা! দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে এদেশে বহু ধারায় কাজ চলছে।

১। সমাজ সংস্কার :

কেউ মনে করেন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমে সমাজ থেকে কতিপয় শিরক বিদ'আত উৎখাত করে ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে। সবাই যদি দ্বীনের পথে চলে আসে তাহলে আর অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে না। এজন্য তারা এ কাজকেই দ্বীনের একমাত্র কাজ বলে মনে করেন এবং জিহাদ ও কিতালের আয়াত এবং হাদীসগুলোকে তারা তাবিল করে ঐ কাজের জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

উদাহরণ স্বরুপ, গাশতের বয়ান করতে গিয়ে বয়ান করেন এক সকাল এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় ঘুরা-ফেরা করা দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম" আবার বলা হয় "গাশতে বের হয়ে কারো দরজায় অপেক্ষা করা শবে কদরে মক্কা শরীফে হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে এবাদত করা থেকে উত্তম"।

অথচ এ হাদীসগুলো রাসূল সা. যুদ্ধ চলাকালীন সময় মুসলিম সেনাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা সীমান্ত পাহারা দেয়া সৈন্যকে লক্ষ্য করে বলেছেন। মুহাদ্দিসিনে কিরামগণ ও জিহাদের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন। আবার যেসকল জায়গায় এধরনের তাবিল করা যায় না সেগুলোকে বেমালুম এড়িয়ে চলে যায়। যেমন তারা তাবলীগে বের হতে উৎসাহিত করার জন্য বলে থাকেন "আল্লাহ তাআলা মুমিনদের যান এবং মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে" এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় অথচ আপনি সূরায়ে তাওবার ১১১ নং আয়াত পড়লে দেখবেন সেখানে তারপর কী বলা হয়েছে। আয়াত

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছেيقتلون ويقتلون তারা মারে এবং মরে। এভাবে কুরআনুল

কারীমের প্রায় পাঁচশত আয়াতকে তারা হয়ত এড়িয়ে যায় নতুবা ঘুরায় এবং অপব্যখ্যা করে থাকে। এই দলের মূল দাওয়াত হলো لا اله الا الله মানে কিছু থেকে কিছু হয় না সব কিছু আল্লাহ থেকে হয়। দোকানে খাওয়ায় না, চাকুরীতে খাওয়ায় না, ব্যবসা-বাণিজ্য খাওয়ায় না, ক্ষেত-খামারে খাওয়ায় না ইত্যাদি। অথচ এই বিষয়গুলো তো কাফেরগণও স্বীকার করতো। কুরআন শরীফের সূরা যুখরুফে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

অর্থ: "আর তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুখরুফ ৪৩, আয়াত ০৯)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.

আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়? (সূরা যুখরুফ ৪৩:৮৭)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.

অর্থ: "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন'? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে?" (সূরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৬১)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

অর্থ: "আর তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন'? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। (সূরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৬৩)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.

অর্থ: "বল, 'তোমরা যদি জান তবে বল, 'এ যমীন ও এতে যারা আছে তারা কার?' অচিরেই তারা বলবে, 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' বল, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব'? তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?' বল, 'তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোন আশ্রয়দাতা নেই?' যদি তোমরা জান। তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ?" (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ৮৪-৮৯)

সুতরাং لا اله الا الله এর অর্থ যদি তারা যা বলে তাই হতো তাহলে কাফেরগণ কেন لا اله الا الله এর ঘোষণাতে ক্ষেপে গেল?

আসলে এই লোকগুলো لا اله الا الله এর যে অর্থ বুঝে মক্কার তৎকালীন কাফেরগণও তার চেয়ে ভাল অর্থ বুঝেছিল তাইতো তারা বলেছিল,

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

অর্থ: "সে কি সকল ইলাহ গুলো একই ইলাহ এ কেন্দ্রীভূত করলো? এত অত্যাশ্চার্য কথা।" (সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৫)

কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই لا اله الا الله অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই, কোন ক্ষমতার মালিক নেই, সার্বভৌমত্বের অধিকারী নেই। আইন-বিধান দাতা নেই। হুকুম দাতা নেই। এর দাওয়াতের মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তার কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা। যা এই দাওয়াত ও মেহনতের লোকেরা বুঝতে সক্ষম হয়নি।

এখন যদি কেউ এ দাবী করে যে, তারা لا اله الا الله এর দাওয়াত দেয় তাহলে তাদের জন্যে অপরিহার্য হল সম্পূর্ণভাবে لا اله الا الله এর দুটি রুকন কে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে দেয়া যার একটি হল لا اله বলে 'কুফুর বিত তাগুত' তাগুতকে বর্জন করা। আর অপরটি হল الا الله বলে 'ঈমান বিল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ: "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ২৫৬)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল ঈমানের দুটি রুকুন ১/ কুফুর বিত্ তাগুত ও ২/ঈমান বিল্লাহ সুতরাং কেউ যদি একই সাথে কুফুর বিত্ তাগুত ও ঈমান বিল্লাহর দাওয়াত না দেয় তাহলে তার দাওয়াতই হবে না।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

অর্থ: "আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে।" (সূরা নাহাল ১৬, আয়াত ৩৬)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা

আমার ইবাদাত কর।' (সূরা আম্বিয়া ২১:২৫)

নবী ওয়ালা কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه.

অর্থ: "হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না।" (সূরা মায়েদা ৫, আয়াত ৬৭)

সুতরাং নবী ওয়ালা কাজ করতে হলে কুরআন এবং সুন্নাহর সম্পূর্ণ ভাবে প্রচার করতে হবে যদি কুরআন ও সুন্নাহ কিছু অংশ প্রচার আর কিছু গোপন করে তাহলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ.

অর্থ: "নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে।" (সূরা বাকারা ২, আয়াত ১৫৯)

সুতরাং আজকে যারা এই উম্মার উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার পরেও জিহাদের বিষয়গুলোকে গোপন করছে এবং জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও হদীস গুলোকে তাহরীফ তথা অপব্যাখ্যা করছে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত এবং লা'নতকারীদেরও লানত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন। আমীন।

মিশরে ছিলেন এক নেতা...

মিশরে ছিলেন এক নেতা....
মিশরে ছিলেন এক নেতা যিনি মুসলিম উম্মাহকে ন্যায়ভাবে শাসন করতেন;
তাঁর সাথে ছিল এক জুন্দুল্লাহ্ যারা শত্রুবাহিনীর ঘাঁটিগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতেন।
জমিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিজয়ী বেশে ঘুরে বেড়াতেন;
আল্লাহর পথনির্দেশনায় তারা সবচেয়ে উত্তম বিধানকেই প্রাধান্য দিতেন।
নাম ছিল তাঁর সালাহউদ্দিন, যিনি ছিলেন অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রম;
তাঁর নাম শুনলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেতো পশ্চিমা **ক্রুসের ইবাদাতকারীরা,**

যখন অবমাননা করা হতো নবীর নামের, তখন তিনি বীরযোদ্ধার ন্যায় বেরিয়ে পড়তেন অভিযানের সন্ধানে;
তাঁর তরবারী আকাশে উত্তোলন করে প্রতিশোধের শপথ বাক্য উচ্চারণ করতেন।

যাঁর অনুরোধের প্রত্যুত্তর দেয়া হত সাত আসমানের উপর থেকে,
তিনি সেই সালাহ্উদ্দিন, যিনি চিত্তবিনোদন আর
বিশ্রাম ছাড়াই অধিকার নিশ্চিত করতেন।

যার অন্তর ব্যথিত হত যখন প্রিয় নবীর নাম নেয়া হত অবমাননার জন্যে,
বর্তমানে যারা অবমাননা করছে তাদের প্রতি তিনি হতেন শত্রুভাবাপন্ন।
এ সেই বীর সালাহ্উদ্দিন, যিনি ঢেউয়ের ন্যায় দ্রুত ধাবমান ,
ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার ব্রত ছিল তার শোণিত ধারায়, যিনি বলেছিলেন এটা (ফিলিস্তিন) আমার হবেই।

আগ্রাসীরা শেষ পর্যন্ত হয়েছে ধ্বংস আর পতন হয়েছে ক্রুসেডারদের,
স্বগর্বে তিনি তখনই তাঁর চলা থামিয়েছেন, যখন হাতে এসেছে চাবি পরো শহরের।
শি'য়ারা হিংসা পরায়ণ হয়ে ছোঁড়া মেরেছে তার পিঠে
যিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিলেন তাদের,
ফিতনাকে নির্মূল করার জন্যে।
তিনি ছিলেন হিত্তিনের একজন উত্তম চরিত্রের বীর পুরুষ,
যার ইনসাফ ছিল অতুলনীয়।

আজ কোথায় সেই সালাহ্উদ্দিন, যখন আমরা দূরাবস্থার ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নে।
অতএব জাগো! জাগো!!
হে জামানার সালাহ্ উদ্দিন জেগে উঠো,
জামানার মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পর।

যারা পিছন পড়ে থাকে তাদের জন্য একটি উপদেশ

-ইবনে নুহ্হাস আদ দামেশকী (মৃত্যু ঃ ৮১৪)

তোমরা যারা জিহাদকে অবহেলা করেছ এবং সফলতার পথ হতে দূরে সরে থেকেছ; তারা আসলে নিজেদেরকে আল্লাহর করুণা ও রহমত হতে বঞ্চিত হবার অবস্থানে নিয়ে এসেছ এবং নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হতে বঞ্চিত করেছ। কিসে তোমাদের পেছনে ফেলে রাখল? কেন তোমরা মুজাহিদীনদের সারিতে যোগদান করনি? কেন তোমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদ বিসর্জনে ইতস্তত: করেছ? নিম্ন লিখিত কারণগুলোর একটি নিশ্চয় হবে:

দীর্ঘ জীবন কামনা। পরিবার। সম্পত্তি। বন্ধুবান্ধবের (সাথে সম্বন্ধ) আসক্তি। জিহাদের আগে আরও কিছু সৎকর্ম করবার বাসনা। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। ক্ষমতা/পদমর্যাদা অথবা আরামদায়ক জীবনোপকরণের প্রতি আসক্তি। এ সকল কারণগুলোর কোন একটিই হয়তো তোমাদেরকে আল্লাহর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এছাড়া আর কিছুই তোমাদের ধরে রাখতে পারে না। তোমরা কি শুনতে পাওনা তোমাদের প্রতি আল্লাহর ডাক-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ.

"হে মুমিনগন! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় -বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক) তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য।" (সূরা আত তাওবাহ ৯, আয়াত ৩৮)

উপলব্ধি করতে পারবে যে তোমরা (ভাল থেকে) বঞ্চিত এবং মনে রাখতে পারবে যে তোমরা আর শয়তান মিলে তোমাদের নিজেদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছ।

১. দীর্ঘ জীবন কামনা :

আল্লাহর নামে বলছি, নির্ভীকতা আয়ু কমিয়ে দেয় না; আর কাপুরুষতা একে বৃদ্ধি করে না। আল্লাহ বলেন,

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

অর্থ: "প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কাউকেই আর অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (সূরা মুনাফিকুন ৬৩, আয়াত ১১)

এবং তিনি আরও বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আনকাবুত ২৯, আয়াত ৫৭)

তোমরা যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করেছ, মনে রেখ মৃত্যুকালে তীব্র বেদনা ও যন্ত্রণা রয়েছে আর কিয়ামতের পর বিচার দিবসে রয়েছে প্রচন্ড ভয়। তোমাদের মনে পড়ে কি, যে শহীদ এই সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়? সে মৃত্যু যন্ত্রণার কিছুই অনুভব করে না- সামান্য কাঁটা ফোটার মত ব্যাথা ছাড়া।

প্রিয় ভাই আমার! তবে কেন এমন সুযোগ হেলায় হারানো? আর মৃত্যুর পর কবরের আযাব থেকে তুমি মুক্তিলাভ করবে, কবরে ফিরিশতাদের কোন প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না এবং বিচার দিবসে যখন সবাই থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত, তখন তুমি থাকবে শান্ত স্থির। মৃত্যুর পর সাধারণ মৃত্যু এবং শহীদ হবার মধ্যকার পার্থক্যটা বুঝতে পারছ কি?

২. পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততা :

যা আপনাকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রাখছে তা যদি হয় পরিবার পরিজন, সহায় সম্পত্তি, বন্ধু বান্ধব, তবে দেখুন আল্লাহ কী বলেন,

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ.

অর্থ: "আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।" (সূরা সাবা ৩৪, আয়াত ৩৭)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

অর্থ: "তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন

আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ ৫৭, আয়াত ২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে চাবুকের নিচে বা পায়ের নিচের জমিটুকুও এই পৃথিবী এবং এর ভেতর যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।" (বুখারী)

সুতরাং জান্নাতের বিশাল রাজ্য এই পার্থিব পরিবারের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? যারা অচিরেই মৃতদের মাঝে শামিল হবে। হতে পারে এই পরিবারই আপনার প্রতি বিদ্বেষ, দূর্ব্যবহার আর ঈর্ষা পোষণ করে। যদি আপনার টাকা পায়সা থাকে তবে তারা আপনাকে ভালবাসে, আর যদি আপনি দেউলিয়া হন, তবে তারা আপনাকে ত্যাগ করে। একদিন তারা আপনার সাথে, অন্যদিন আপনার বিরুদ্ধে। অবশেষে বিচার দিবসে, তারা আপনাকে আর ঘাটবে না এবং এক পয়সা পরিমাণ ছাড়ও তারা আপনাকে দেবে না/এমনকি পরস্পরের জন্যও তারা আপনাকেই দায়ী করবে। তারা প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে উদ্ধার করতে চাবে, এমনকি যদি এর বদলে আপনাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হয় তবুও।

৩. সম্পদের প্রতি ভালবাসা :

যদি এটাই আপনাকে জিহাদ হতে বিমুখ করে রেখে থাকে তাহলে বলতে হয়, এ কী করে সম্ভব যখন আপনি জানেন যে পরীক্ষামূলক এই সম্পদ যা আপনাকে দেয়া হয়েছে তা একসময় হারাতে হবে? এবং এই সম্পদের জন্যই বিচার দিবসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- কীভাবে এই সম্পদ গড়ে তুলেছেন? আর কীভাবে তা খরচ করেছেন? এ ২টি প্রশ্ন আপনাকে এমন একদিনে জিজ্ঞাসা করা হবে, যেদিন একটি বাচ্চাও চুল পেঁকে বুড়ো হয়ে যাবে। বড়ই ভয়ংকার সে দিন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দরিদ্র মুসলিমরা ধনী মুসলিমদের অর্ধদিন পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে (যা হবে) ৫০০ বছর (এর সমান)।"

আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

অর্থঃ "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আল্লাহরই নিকটে রয়েছে মহা পুরষ্কার।" (সূরা তাগাবুন, আয়াত ১৫) এরপরও কিভাবে আপনার সম্পদ আপনাকে জিহাদ হতে বিরত রাখে?

৪. সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালবাসা :

সন্তান সন্ততির প্রতি ভালবাসা এবং তাদের জন্য চিন্তিত হওয়ার কারণ কি এই যে আপনি তাদের জন্য উদ্বিগ্ন? কিন্তু আপনার চেয়ে আল্লাহই তাদের জন্য অনেক বেশী চিন্তাশীল। আল্লাহ কি তাদের ব্যবস্থা করে দেননি, যখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন মাতৃগর্ভে ছিল! এমন এক সন্তান কি করে আপনাকে জিহাদ হতে বিরত রাখে, যখন ছোটকালেও তাকে নিয়ে আপনি চিন্তিত ছিলেন আর বড় হবার পরও। তারা সুস্থ হোক বা অসুস্থ, আপনি তাদের নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন। আপনি তাদের অবজ্ঞা করলে তারা বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করে। তাদেরকে উপদেশ দিলে তারা আপনাকে ঘৃনা করে। আপনার এত ভালবাসার পরও, যখন আপনি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তখন তারা আপনাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়!

এরপরও আপনি তাদের কল্যাণকর হিসেবে দেখেন! আপনার মন থেকে তাদের বিতাড়িত করুন, বের করে দিন! তাদের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তার হাতে সঁপে দিন ওদের। আর আল্লাহর উপর ভরসা করুন তাদের সুব্যবস্থার জন্য। যেমনটি নিজের জন্যও তাঁরই উপর ভরসা করেন। তাদের ব্যবস্থার ব্যাপারে যদি আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করতে না পারেন, তবে এটা কী করে স্বীকার করেন যে আল্লাহই এই আসমান জমীনের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক? আল্লাহর নামে বলছি, ওদের বা আপনার উপর যে মঙ্গল বা অমঙ্গল আপতিত হয়, তার উপর আপনার কোনই হাত নেই। তাদের বা আপনার নিজের জীবনের উপর আপনার কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই। আপনার আয়ুর সাথে ১টি দিন যোগ করার ক্ষমতাও আপনার নেই। একদিন অবশ্যই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং সন্তানদের ইয়াতীম হিসেবে রেখে যেতে হবে। তখন আপনি আফসোস করবেন, হায় আমার এতিমরা! আমি যদি শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম!

জবাব দেয়া হবেঃ এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ.

অর্থঃ "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" (সূরা লুকমান ৩১, আয়াত ৩৩)

এখন আপনার সন্তান যদি সফলকামদের (জান্নাতী) অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে আপনাদের জান্নাতে পুণর্মিলিত করা হবে। আর যদি সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্য অপেক্ষা কেন? এখন থেকেই আলাদা হয়ে যান! যদি সত্যই আপনি আপনার সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন হন তবে শহীদ হন। আপনি পরিবারের ৭০টি সদস্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে আর কীসের জন্য অপেক্ষা?

৫. আপনার বন্ধু বান্ধব :

যদি আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব পরিচিতদের ফেলে যেতে অপারগ হন, তবে বিচার দিনের কথা চিন্তা করুন। সে দিন বন্ধু শত্রুতে পরিণত হবে কেবল সৎকর্মশীলগণ ব্যাতীত। অতএব আপনার বন্ধুরা যদি সৎ কর্মশীল না হয়, তবে

তাদের সাথে আর থাকতে চাবেন না। কেননা কাল অবশ্যই তারা আপনার বিরুদ্ধে যাবে। তবে তারা যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ আপনাদের এর চেয়ে ভাল জায়গায় পুনর্মিলিত করবেন। আল্লাহ বলেন,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.

অর্থ: "আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব। তারা ভাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।" (সূরা হিজর, আয়াত ৪৭)

৬. ক্ষমতা ও মর্যাদা :

আপনি হয়ত মুজাহিদীনদের সারিতে যোগ দেয়া হতে বিরত রয়েছেন এ কারণে যে উচ্চপদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা হাসিল করেছেন এবং এই দুনিয়ার তা হারাতে চান না। আপনি এখন যে পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এর আগে আর কতজন এই পদে ছিল। এ পদ যদি তারা ছেড়ে যেতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে একদিন আপনাকেও ছেড়ে যেতে হবে। আপনার ক্ষমতা, সে তো অস্থায়ী। আর আপনার প্রতিপত্তি মর্যাদা এসবও মানুষ শীঘ্রই ভুলে যাবে। আপনার পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনাকে জান্নাতের পথ হতে দূরে রাখছে। জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যাক্তিও এই পৃথিবীর দশগুন এলাকা এবং এর অন্তর্ভূক্ত সবকিছুর অধিকারী হবে। এতো কেবল জান্নাতের সর্বনিম্ন ব্যক্তির মর্যদা ও ক্ষমতা, যা এ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজার চেয়েও বেশি। এই পৃথিবীর কিছুই দূষণমুক্ত বা বিশুদ্ধ নয়। আপনি যে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, এটার বেশ বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে হতাশাব্যঞ্জক অনেক কিছু। ক্ষমতা ও পদমর্যাদার জন্য অপনাকে অনেক লড়াই করতে হবে। এতে অনেক শত্রুর জন্ম হবে আর হারাতে হবে বন্ধুদের। পথিমধ্যে অনেক বেদনা, অনেক ব্যর্থতা সহ্য করতে হবে। আর জান্নাত এ সমস্ত কিছু থেকেই মুক্ত। আল্লাহ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

অর্থ: "স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা পতি পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফেরেশতা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে বলবে, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। কতই না ভাল এই পরিণাম! (সূরা রাদ ১৩, আয়াত ২৩-২৪)

৭. আরামদায়ক জীবনযাপনের প্রতি আসক্তি :

হতে পারে আপনার বিশাল বাসভবনের শান্তি, বাগানের ছায়া, শয্যার আরাম, আপনার চতুর্দিকের সমস্ত আমোদ প্রমোদ, যা জীবনকে করেছে আরামদায়ক ও মনোরম। কিন্তু মনে রাখবেন, এগুলোর কোনটিই চিরস্থায়ী নয়। আপনার এই বিলাস বহুল বাড়ি, ইট পাথর, ও চুনসুরকি দ্বারা তৈরী বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা যদি পরিস্কার করা না হয় তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে, আর যদি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় তবে এটার পতন ঘটবে। ঘটনাক্রমে একদিন এটাই ধুলাবালিতে পরিণত হবে যা থেকে এটা তৈরী করা হযেছিল।

আপনি কি সোনা ও রূপার ইটের তৈরী প্রাসাদে থাকতে এর চেয়ে বেশি পছন্দ করবেন না? এমন প্রাসাদ যা চিরস্থায়ী এবং যার কোন রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। এর আসবাবপত্র পছন্দনীয় এবং সুবিন্যস্ত করে সাজিয়েছে ফিরিশতারা। আর এতে আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করবে এমন দাস-দাসীরা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.

অর্থ: "তাদেরকে পরিবেশন করবে কিশোরগণ। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।" (সূরা তূর ৫২, আয়াত ২৪)

জান্নাতের সবকিছুই পরিচ্ছন্ন, সবকিছুই পবিত্র। সেখানে কোন প্রকৃতির ডাক বা ঘাম নেই। আমাদের দেহ ভিন্ন এক রূপ নিয়ে আসবে। জীবন সেখানে অসীম। সেখানে সময়ের কোন চাপ নেই। জান্নাতীরা যখন তখন, যা ইচ্ছা, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণই করতে পারবে। তারা সিংহাসনে হেলান দিয়ে স্ত্রীর সাথে ৪০ বছর কথা বলতে পারবে। আপনার এবং এত আমোদপ্রমোদের মাঝে শহীদ হওয়া ছাড়া আর কিছুই কোন বাঁধা নেই। এই জীবন পদ্ধতির সাথে দুনিয়ার জীবন পদ্ধতির তুলনা করে দেখুন।

৮. অধিক সৎকর্ম করার জন্য দীর্ঘায়ু কামনা :

আপনি হয়ত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন না, কারণ আপনি এর জন্য প্রস্তুত নন এবং আপনি আরও নেককাজ করতে চান। অর্থাৎ আপনি ভালো নিয়তে জিহাদ থেকে দুরে আছেন। কিন্তু শুনুন, আপনি প্রতারিত বা বঞ্চিত হচ্ছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: "হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চনা যেন কিছুতেই আল্লাহর সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহবান করে শুধু এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের সাথী হয়।" (সূরা ফাতির, আয়াত ৫-৬)

এটা শয়তানের ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা আল্লাহর আউলিয়াদের (বন্ধু) পথ নয়। সাহাবা এবং তাবিঈনরা কি সৎকর্মের প্রতি আপনার চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন না। আপনি কি শুনেননা আল্লাহ আপনাকে বলছেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ: "বের হও হালকা আথবা ভারী (স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক) এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা তওবা ৯, আয়াত ৪১)

আপনি কি দেখছেন না যে, নিজেকে শুধরানোর বা আরও ভাল করবার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে জিহাদ, আল্লাহ বলেন,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অর্থ: "বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৯৫-৯৬)

প্রকৃত অর্থে জিহাদের সমতুল্য কিছুই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের সারিতে দাড়িয়ে থাকা, পরিবারের মধ্যে ৭০ বছর আল্লাহর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।"(তিরমীজি আল- বায়হাকী আল-হাকীম)

৯. স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা :

যদি আপনি সুন্দরী স্ত্রীর কারণে জিহাদে যেতে অপারগ হন, আর আপনার তাকে যদি পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট নারী ও সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে হয়; তবে শুনুন সেও কি একসময় সামান্য একটা মাংস পিন্ড ছিল না? এবং একসময় সেও কি পঁচে নিঃশেষ হয়ে যাবে না? প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কারণে আপনাকে তার থেকে দূরে থাকতে হয়েছে জীবনের অনেকটা সময়। সে বাধ্য হবার থেকে অবাধ্যই বেশি ছিল। সে যদি নিজেকে পরিস্কার না রাখত, তবে তার থেকে দুর্গন্ধ আসত। যদি সে চুল না আঁচড়াত তবে তা অবিন্যস্ত বা এলোমেলো হয়ে থাকত। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সে আরও কুৎসিত হতে থাকে। তাকে খুশী করা সহজ নয়, তার ভালবাসা রক্ষার্থে আপনাকে অনেক খরচ করতে হয়। আপনি সবসময় তাকে খুশী করতে চান বা প্রভাবান্বিত করতে চান, কিন্তু কিছুই যেন যথেষ্ট হয় না তার জন্য। সে আপনাকে শুধু তখনই ভালবাসে, যখন সে যা চায় আপনি তাই দেন। আর যদি না দেন তবে সে আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে খুঁজে নিবে একথা বলে যে, যদি আমাকে চাও তবে খরচ কর আমার জন্য! সাধারণতঃ দুঃখ যন্ত্রণা ছাড়া অবিরাম/ চিরস্থায়ীভাবে তাকে উপভোগ করা সম্ভব নয়।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে এই নারী আপনাকে জান্নাতের নারী থেকে দূরে রাখে! আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, শহীদের রক্ত জান্নাতে তার স্ত্রীর সাথে দেখা হবার আগে শুকায় না। সে হবে সুন্দর, যার থাকবে বড় বড় দ্যুতিময় চোখ। একজন কুমারী যেন একটি পান্না। সে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসেনি আর বাসবেওনা। সে তৈরী হয়েছে কেবল আপনারই জন্য। তার একটি মাত্র আঙ্গুলও চাঁদের ঔজ্জ্বল্যকে হার মানাবে। পৃথিবীতে যদি তার হাতের কব্জিটুকুও প্রকাশ পায়, তাহলে সমস্ত মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। সে যদি আসমান ও যমীনের মধ্যে আবস্থান করে, তবে মধ্যবর্তী সম্পুর্ণ এলাকা তার সুগন্ধে মৌ মৌ করবে। আর যদি সে সমুদ্রের পানিতে থুথু ফেলে, তবে এর নোনা পানিও বিশুদ্ধ (খাবার) পানিতে পরিণত হবে। তার দিকে যতই তাকাবেন, সে ততই সুন্দর হতে থাকবে। তার সাথে যত সময় অতিবাহিত করবেন, আপনি ততই তাকে ভালবাসবেন। এরকম একজন নারী সম্পর্কে জেনে শুনেও তার সাথে মিলিত হবার চেষ্টা না করা কি বুদ্ধির পরিচয় দেয়? আর যদি আপনি জানেন যে, আপনি ১ জন নয় বরং ৭০ টি হুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন? জেনে রাখুন! স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। আপনি মারা যাবেন এবং সেও আপনাদের সাথে ইনশাআলাহ জান্নাতে পুনর্মিলিত হবে এবং দেখবেন যে সে জান্নাতের হুরদের চেয়ে বেশি সুন্দরী। আপনি তাকে পাবেন এ জীবনের সমস্ত অসন্তোষমূলক জিনিস হতে মুক্ত। অনেক বেশি দেরী হবার আগেই জেগে উঠুন। এই দুনিয়ার কারাগার হতে নিজেকে মুক্ত করুন এবং শহীদের মর্যাদা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। এত অসাধারণ পুরস্কার আর আপনার মাঝে কোন কিছুকে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে দিবেন না।

১. আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, "শহীদের মৃত্যু যন্ত্রণা কেবল একটি পোঁকার হুল ফুঁটানোর ব্যথার মত।" (তিরমিযী,নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর পথে দিনের প্রথম ভাগে অথবা শেষভাগে অভিযানে বের হওয়া এই দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম এবং যদি জান্নাতের কোন রমনী এই দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয়, তবে এদের মধ্যকার এলাকা আলো আর সুগন্ধিতে ভরে যাবে। তার মাথার ওড়না টি এই দুনিয়া ও এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।" (বুখারী)

হে আমার মুওয়াহ্হিদ ভাইয়েরা!

তাহলে কোন বিষয়টি আপনাকে জান্নাতের সুমিষ্ট স্বাদ নেয়া থেকে আটকে রেখেছে? এবার আপনি নিজেই একটু ভেবে দেখুন।

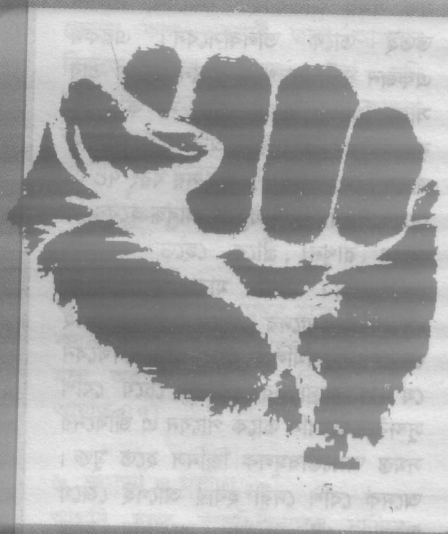

হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা...

ময়দান থেকে একজন মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ)

হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা... হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে কারণ তোমাদেরকে আমি ভালবাসি।

হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা ...হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে কারণ তোমাদেরকে আমি ভালবাসি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই, যিনি সব দেখেন, সব শুনেন, সব কিছুর খবর রাখেন, যিনি ফায়সালাকারী, হিসাব গ্রহণকারী, বিনিময়দাতা এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক। যিনি নির্দেশ দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁকে যেমন ভয় করা উচিত এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (আল-ইমরান ৩, আয়াত ১০২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "তুমি অবিচল থাক যেমনটা আদিষ্ট হয়েছ।" (সূরা হুদ ১১, আয়াত ১১২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "হে ঈমানদারগন! তোমাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।" (সূরা তাহরীম ৬৬, আয়াত ৬)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আরো বলেন, "তোমরা ধাবিত হও সে পথে, (যে পথ তোমাদের নিয়ে যাবে প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রসস্ততা আসমান ও যমিনের প্রসস্ততার ন্যায়।" (সূরা আলে ইমরান ৩, আয়াত ১৩৩)

তিনি আরও বলেছেন- "ঈমানদার লোকদের জন্য সে সময় কি এখনও আসেনি যে, আল্লাহর যিকরে তাদের অন্ত বিগলিত হবে, তাঁর অবতীর্ণ মহাসত্যের সম্মুখে অবনত হবে? তারা যেন সে লোকদের মত না হয় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে গেল, ফলে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে।" (সূরা আল হাদীদ ৫৭, আয়াত ১৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে বিক্রয় করে থাকে এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দয়াশীল।" (সূরা বাক্বারাহ ২, আয়াত ২০৭)

সলাত এবং সালাম নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর, যিনি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরুপে প্রেরিত হয়েছিলেন। যিনি বলেছেন, "ইহকাল অবশ্যই সবুজ, মিষ্ট ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কিরুপ কাজ কর। কাজেই তোমরা পৃথিবী সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারণ বানী ঈসরাঈলের প্রথম ফিতনাহ নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। (মুসলিম, হাদীস ২৭৪২)

নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, "প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে, যে অবস্থায় সে মারা গেছে। (মুসলিম, হাদীস ২৮৭৮)

হে মুসলিম! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী তোমার প্রতি আমার ওয়ালা (দায়িত্ববোধ) রয়েছে, আমি আমার নিজের যেরূপ কল্যাণ চাই, অনুরূপ কল্যাণ তোমারও চাই। আল্লাহর জন্য তোমাকে বলছি-

- আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগুতকে বর্জন কর। একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দাও যার কোন শরীক নেই, এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত কর, যে মেনে নিবে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর এবং যে তা অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলে ঘোষনা দাও। শিরককে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরকের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন কর, এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ কর, এ নীতির ভিত্তিতে শত্রুতা স্থাপন কর এবং যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে কাফির বলে ঘোষনা দাও। এ বিষয়গুলো তোমার প্রতি ওয়াজিব, এই দ্বীনের ভিত্তি ও মৌলনীতির অন্তর্ভূক্ত।

- তুমি তোমার দ্বীনকে, তোমার আক্বীদাকে প্রকাশ কর, প্রচলিত শিরক-কুফর-ত্বাগুতের স্বরূপ উন্মোচন কর, কাফের-মুশরিক-ত্বাগুতের সাথে বারাআ তথা সম্পর্কহীনতা, ঘৃনা-বিদ্বেষ-শত্রুতা প্রকাশ করে দাও। এগুলো তোমার প্রতি ওয়াজিব।
- যদি না পার প্রকাশ করতে তাহলে তোমার জন্য ওয়াজিব তুমি হিজরত করে দুনিয়ার এমন জায়গায় চলে যাবে যেখানে তোমার দ্বীনকে প্রকাশ করতে ও যথাযথভাবে পালন করতে পারবে। যদি হিজরত করতে না পার তোমার জন্য আদর্শ হচ্ছে ছাগলপাল নিয়ে পালিয়ে যাবে পাহাড়ে তোমার দ্বীন নিয়ে। যদি তাও না পার তোমার পরিবার ও তোমার অসামর্থতার কারণে, তাহলে কাফের-মুশরিক-ত্বাগুতের থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে, তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। সচেষ্ট থাকবে বাঁধা দূর হবার যেন সুযোগ পেলেই চলে যেতে পার।
- তুমি সাবধান হও!! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায়, এমন কিছু কাজ আছে যা করলে তুমি এই দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে কাফের-মুরতাদে পরিণত হবে,যেমন- কাফেরদের দ্বীনকে ভালবাসা,গণতন্ত্রের চর্চা করা,গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশগ্রহন করা, গণতান্ত্রিক লোকদের গণতন্ত্রের জন্য ভালবাসা, আইন প্রণয়নকারী সংসদ সদস্যদের ভালবাসা, আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ভালবাসা তাদের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাসের কারণে, তাদেরকে ইসলামের উপর বিজয়ী দেখতে আশা করা, মুসলিমদের বিরূদ্ধে তাদের সাহায্য করা, তাদের দ্বীনের সাথে আপোষ করা ইত্যাদি।
- তুমি সাবধান হও!! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায়, এমন কিছু কাজ আছে যা করলে তোমার ভয়ংকর কবিরাহ গুনাহ হবে, সেগুলো যেমন- কুফফারদের মর্যাদা দেয়া, সম্মান করা, অথবা সমাবেশে অগ্রে স্থান দেয়া, মুসলিমের বদলে তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করা, কাফেরদের সাথে নরম নরম কথা বলা, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি।
- সাবধান হও কাফিরদের উপর সন্তুষ্ট হইওনা, নির্ভর করো না, সান্নিধ্য অন্বেষণ করো না, অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না, অনুগত হবে না, ভালবেসো না, কর্তৃত্ব দিও না, সহযোগিতা করো না, উপদেশ-পরামর্শ চেয়ো না, কুফরির কোন বিষয়ে একমত পোষণ করো না, প্রশংসা- প্রসস্তি করো না, অভিভাবক বানাইও না এমনকি সে যদি ভাই বা পিতাও হয়। সতর্ক হও তোমার অজান্তে না আবার তোমার দ্বীন ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা ভয়ংকর কবিরাহ গুনাহ হয়ে যায়।
- সাবধান, সতর্কতার (প্রিকোশানের) নামে বেশী বাড়াবাড়ি করছো না তো যা তোমার জন্য জরূরী নয়।
- এই দ্বীনকে প্রচার, প্রসার এবং কায়েমে সচেষ্ট হও, গাফলতী পরিত্যাগ কর, তোমার অবস্থা যেন বাণী ইসরাঈলের মত না হয় যাদের অনেক দিন যাওয়ার পর অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছিল।
- আল্লাহর কালিমাকে সু উচ্চ করার জিহাদে জান-মাল দিয়ে অংশগ্রহণ কর, তোমার উপর এটি ফারজে আইন, ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, এই দ্বীনের শীর্ষচুড়া, তোমার সফলতার চুড়ান্ত পথ।
- এ থেকে গাফেল থেকে যেন মুনাফিকির সাথে তোমার মৃত্যু না হয়, ফাসিক্ব না হয়ে যাও, আযাব স্পর্শ না করে, আল্লাহ না আবার তোমাকে পরিবর্তন করে দেন, সাবধান এই দ্বীনে ফিরে আস।
- তোমার পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র-গোষ্ঠী, ধন-সম্পদ, ব্যবসা, বাসস্থান যেন তোমার কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়, তাহলে তুমি ফাসেক্ব হয়ে যাবে, আল্লাহর আযাব স্পর্শ করবে। ওহে মুসলিম!! সাবধান-গাফেল থেকো না, ওহে মুসলিম!! সাবধান-গাফেল থেকো না, নিজেকে পরীক্ষা কর- এখনই সময়। তুমি এইসব কিছুর চেয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজকে কম গুরুত্ব দিচ্ছ না তো, তুমি দুনিয়া বা অন্য কিছুর পিছে ছুটছো না তো???
- মুসলিমদের দেশগুলো কুফফাররা দখল করে নিয়েছে, তাদের দ্বীন-সম্মান ভুলুণ্ঠিত করছে, দুনিয়াব্যাপী মুসলিম নারী-পুরূষ, শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, পঙ্গু করা হচ্ছে, নারীদের ইজ্জত হনন করা হচ্ছে, তাদের গর্ভ অপবিত্র শুকর-বানরদের বাচ্চায় ভরে যাচ্ছে, কি লজ্জা!! তাদের আর্তচিৎকার কি তোমার কানে পৌঁছে না, কি জবাব দেবে আল্লাহকে?। নারীরা বিধবা হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা ইয়াতীম হচ্ছে, ভাইদের বন্দী করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে, অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে, তাদের প্রতি এমন সব অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে যা বর্ননাতীত ,তাদেরকে লাঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদেরকে বলাৎকার করা হচ্ছে (ইন্না লিল্লাহি ওয়..) তুমি কোথায়,
- হে খালিদের উত্তরসূরী!! মুসলিম দেশগুলো কুফফাররা দখল করে নিয়েছে, আর কোথাওবা রয়েছে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের পা চাটা গোলাম মুরতাদ শাসকেরা, যারা তাদের প্রভুদের খুশি করতে মুসলিমদের বন্দী-হত্যা-নির্যাতন সহ খারাব এমন কোন কাজ নেই যা তারা করছে না, আল্লাহর কালাম কুরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে-প্রিয়তম রাসুলের ব্যঙ্গচিত্র অংকন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে- (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) তুমি কোথায়
- হে অমুক! যে নিজেকে মুসলিম দাবী করছ!!! তুমি কিসের পিছে ছুটছ?? তুমি আল্লাহকে কি জবাব দেবে?? উম্মাহর রাসুলকে পর্যন্ত নিয়ে ব্যংঙ্গ করা হচ্ছে- আর কি বাকি থাকল?? এই অবস্থায় মাটির উপরের চেয়ে মাটির নীচেই যে উত্তম! আল্লাহর জন্য জিজ্ঞেস করছি- তুমি জেগে উঠবে কি???
- আস তোমাকে দেখিয়ে দেই কিভাবে তুমি সাপোর্ট করবে জিহাদকে- বিশুদ্ধ নিয়্যাত রাখ জিহাদের, শহীদ হওয়ার কামনা কর, জিহাদে মাল দাও, অন্যদের থেকে মাল সংগ্রহ কর, মুজাহিদদের ফ্যামিলি দেখা-শুনা কর, মুজাহিদকে প্রস্তুত করে দাও, জিহাদের জন্য উৎসাহিত কর, মিডিয়ায় কাজ কর, মুজাহিদদের হেফাযত কর,তাদের বিষয়গুলো গোপন রাখ, তাদের জন্য দোয়া কর, জিহাদের সংবাদ পড় ও প্রচার কর, জিহাদের ইলম ও ফিক্বহ

শিখ, মুজাহিদদের জ্ঞানগুলো শিক্ষা দাও ও ছড়িয়ে দাও, জিহাদের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি নাও, মুজাহিদদের সাপোর্ট কর, আল ওয়ালা ওয়াল বারার আক্বীদাহ (কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও মুমিনদের সাথে মজবুত বন্ধুত্ব গড়েতোলা)পোষণ কর, মুসলিম বন্দী ও তাদের পরিবারের দেখাশুনা কর, বিলাসিতা ত্যাগ কর, জিহাদের উপকার হবে এমন টেকনিক শিখ, হক্ব আলেমদের চেন ও চেনাও, হিজরত কর, মুজাহিদদের নাসীহা দাও, তাদের কল্যাণ কামনা কর, এই সময়ের ফিরাওন ও মুনাফিক্বদের উন্মোচন কর, জিহাদের নাশীদ বানাও কিংবা প্রচার কর, কাফেরদের অর্থনৈতিক বয়কট কর, আরবী শিখ, তাইফাহ আল মানসূরাহকে তা চেনাও,সরাসরি জিহাদে অংশ নাও। এই হচ্ছে কিছু মাধ্যম জিহাদের কাজে সহযোগীতা করার, সুতরাং অগ্রগামী হও, যত বেশীভাবে সম্ভব তোমার সাপোর্ট শুরু কর।

- তুমি মুজাহিদিন, আল্লাহর পথে বন্দী এবং তাদের ফেমিলির খোজ-খবর নিয়েছ কি? তুমি তোমার সব প্রয়োজন মিটিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছ, আর তারা প্রয়োজনগ্রস্থ নয় তো? তোমাকে আল্লাহ মুক্ত রেখে পরীক্ষা করছেন, তুমি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং ঈমানদারদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণকর কিনা? সাবধান হয়ে যাও বিপদ-বিপর্যয় তোমাকে স্পর্শ করার আগে, আরও সাবধান হও যখন আল্লাহ বলবেন- হে অমুক! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি অন্ন দাও নি, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি দেখতে যাও নি? তুমি আশ্চর্য হয়ে বলবে- হে আল্লাহ আপনি পবিত্র, আমি কিভাবে আপনাকে খাওয়াবো বা দেখতে যাবো? আল্লাহ বলবেন, হে অমুক আমার অমুক বান্দা ক্ষুদার্ত ছিল তাকে খাদ্য দিলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল তাকে দেখতে গেলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে। সচেতন হও অনেক বেশী দেরি হয়ে যাওয়ার আগে, তুমি জেনে রেখো, বর্তমানে জিহাদের জন্য যেমন মানুষ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মালের। তুমি তোমার ঘরের অতিরিক্ত ফার্নিচার বা স্ত্রীর গহনা কিনতে কিংবা অন্য বিলাসিতায় যে অর্থ ব্যয় করো এর অনেক কম মাল হলেই তারা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করতে পারে।
- তুমি কি জান এই সময়ের তাইফাহ আল মানসূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল কারা? যাদের ব্যাপারে উম্মাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে কিতাল বা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না-চোখমেলে তাকাও কারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা তাইফাহ-কারা সমস্ত দুনিয়ার কাফেরদের সর্দার আমেরিকা ও তাদের আহযাবের সাথে অর্থাৎ জোট ও সহযোগীদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে? কারা মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে কাফেরদেরকে বের করে দেয়ার চেষ্টায় রত ? কারা মাজলুমদের পাশে দাঁড়াচ্ছে? কারা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরতে, শরীয়াহকে কায়িম করতে, খিলাফতকে ফিরিয়ে আনতে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে? কারা মুসলিমদের উপর ঝেকে বসা মুরতাদদের পরিবর্তনের জিহাদে রত? কারা মুসলিম শিশু, মা-বোনদের ইজ্জত,বন্দী ভাইদের রক্ষায় প্রাণ দিচ্ছে? কারা এই উম্মাহর জন্য সর্বদা চিন্তিত? তুমি যদি অন্ধ-বোবা ও বধির না হও,তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কাদের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়ার কুফফাররা একট্টা হয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় কোন ক্ষতি করতে পারছে না। আল্লাহর জন্য বলছি, তাদেরকে খুঁজে বের কর এবং তাদের সাথে লেগে থাকো। অন্যদেরকে তাদের চিনাও, তাইফাকে যতসম্ভব সাহায্য কর। তাহলে তোমার জন্য সুসংবাদ হে গোরাবা।
- আল্লাহর ফরযকৃত বিষয়গুলো পূর্ণ হিফাযত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর, নফল সমূহের ব্যাপারে অগ্রগামী হও যাতে তুমি আল্লাহর ভালবাসা পেতে পার।
- তুমি সলাতের ব্যাপারে যত্নবান হও-ইখলাসের সাথে, খুশু-খুযু সহকারে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, জীবনের শেষ সলাতের মত, যথা সময়ে, সুন্নাহ অনুসারে, জামায়াতের সাথে সলাত আদায় কর। পরিবার-পরিজনকে এর নির্দেশ দাও।
- যাকাতের ব্যাপারে যত্নবান হও যদি তোমার নিসাব পূর্ন হয়ে থাকে, যাকাত মুজাহিদিনদের দাও। তবে যাকাত দিয়েই ক্ষান্ত থেকো না, তোমার মাল দ্বারা জিহাদ কর। জিহাদের প্রকার দুটি- একটি হল জীবন দিয়ে এবং অপরটি হল অর্থ দিয়ে। সুতরাং জিহাদের কথা বলেই শুধু ক্ষান্ত থেকো না, এটা তোমার ওজর হিসেবে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হচ্ছে পকেটে হাত ঢুকানো। সুতরাং পকেট থেকে ব্যয় করার মাধ্যমে তুমি জিহাদের অর্ধেক ফারজিয়াত আদায় করতে থাকো যতক্ষণ না শারিরীকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছ। ইবনে তাইমিয়্যা (রহ) বলেন,যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে সশরীরে জিহাদ করা সম্ভব না হয় এবং সে অর্থ দ্বারা জিহাদ করতে সক্ষম হয়, তবে এটা তাদের জন্য ফরয হয়।
- আমলের ক্ষেত্রে সচেতন হও ইখলাসের সাথে করার ব্যাপারে, যেন তা রিয়ার কারণে ধ্বংস না হয়, সাবধান হও কবিরাহ গুনাহগুলো থেকে যা তোমার জাহান্নামের কারণ হতে পারে।
- তুমি সচেতন হও আমর বিল মারুফ (সৎকাজের আদেশ) নাহি আনিল মুনকারের(অসৎকাজ হতে নিষেধ) ব্যাপারে, তুমি যেন এ থেকে গাফেল থেকে অন্যদের সাথে নিজেও ধ্বংস না হয়ে যাও, যেমন ধ্বংস হয়েছিল শনিবারের সীমালংঘনকারীদের কে বাধা না দান করীরা। জেনে রেখো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা তোমার জন্য ফারজ।
- সাবধান হও ওয়াদা, অংগীকার, চুক্তির ব্যাপারে, অবশ্যই তা পূরণ কর, মুনাফিক্বদের মত তা ভঙ্গ কর না, বর্তমানে অধিকাংশের মত হবে না যারা এসবের মূল্য দেয় না, তুমি এ ব্যাপারে তোমার রবের কাছে জিজ্ঞাসিত হবে।
- ইলম অর্জনে সচেষ্ট হও, তুমি জেনে রেখো কথা এবং কাজের পূর্বে ইলম জরুরী, যারা জানে এবং যারা জানে না

তারা সমান নয়, অন্ধকার এবং আলো সমান নয়, পথভ্রষ্টতা আর হেদায়াত সমান নয়, সমান নয় অজ্ঞতা, মুর্খতা আর বাসিরাহ (স্পষ্ট জ্ঞান)। তোমার প্রতি ফারদ দ্বীনের ব্যাপারে জানা। তুমি সচেষ্ট হও তোমার রব সম্পর্কে, তাঁর নাবী (স) সম্পর্কে, তাওহীদ-ঈমান-ইসলাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে। তুমি আরো মনোযোগ দাও তোমার পরিবার-পরিজন এবং অন্যদেরকে দ্বীনের ইলম শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে, হাক্ক ইলম ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে। তোমার পরিবার যদি মুর্খ থাকে দ্বীনের অধিকাংশ ব্যাপারে সে তোমার দ্বীনের পথে অনেক বড় বাধার কারণ হতে পারে, যা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত। তুমি নিজেকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।

- তুমি সাবাধান হও তোমার অবসর সময়, যৌবন, অর্থ উপার্জন ও ব্যয়, ইলম অনুযায়ী আমাল করার ব্যাপারে- তুমি জেনে রেখো এসব বিষয়ে তুমি কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে যার উত্তর দেয়া ব্যতীত এক পা ও নাড়াতে পারবে না। আবার জিজ্ঞেস করি এগুলো তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কাজে লাগাচ্ছো তো?
- একটা সময় যখন তুমি দ্বীন বুঝেছিলে তখন তোমার যে অগ্রগামিতা ছিল তা কি স্তিমিত হয়ে গেছে? তুমি কি গাফিলতি, অলসতা, অধিকাংশ সময় তোমার নিজেকে নিয়ে কিংবা এই দুনিয়া ও চাকরি, ব্যবসা বা এই জাতীয় কিছুর পিছে ছুটছ?
- তুমি প্রত্যহ কিছু সময় কুরআন বুঝা ও চিন্তা- গবেষনার কাজে ব্যয় কর, যা তোমার জন্য রহমত, হিদয়াত এবং অন্তর রোগের ঔষধ হবে।
- ওহে! কু প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান হও, তোমার মন যা চায় তা করো না, আল্লাহ যা চান তা করো। তোমার অবসর সময়কে যথাযথ কাজে লাগাও।
- আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর!! আল্লাহকে ভয় কর!!! ওহে মুসলিম, তোমাকে আল্লাহর সামনে দাড়াতে হবে, তোমার হিসাব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যিনি সব জানেন তুমি যা গোপন কর ও প্রকাশ কর। তোমাকে অবশ্যই মৃত্যুবরন করতে হবে, যখন তুমি দুনিয়ার সব ছেড়ে চলে যাবে শুধু তুমি আখিরাতের জন্য যা সঞ্চয় করেছ তা নিয়ে, সাবধান হও তোমার শেষ আমালের ব্যাপারে, তুমি জাননা কখন তোমার শেষ মুহূর্ত, তুমি কি প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য? তুমি কি প্রস্তুত কবরের সাওয়াল-জাওয়াবের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত ভয়াবহ কিয়ামতের জন্য? হাশরের ময়দানের জন্য? হিসাব নিকাশের জন্য? আল্লাহকে জবাব দেয়ার জন্য? মিযানের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত চুলের চাইতে সুক্ষ-তরবারীর চাইতে ধারালো পুলসিরাত কে পারি দেয়ার জন্য?
- তুমি ভয়ংকর জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করছ তো? যার ইন্ধন মানুষ এবং পাথর, যার আগুন ভয়ঙ্কর উত্তাপ সম্পন্ন কালো বর্নের, যা হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে, এমন উত্তপ্ত পানি যা নাড়ি-ভুড়িকে বের করে দিবে, রয়েছে খাবার হিসেবে জাক্কুম ও গলিত পুঁজ, জাহান্নাম অসম্ভব গভীর, বিশাল জায়গা, কঠোর হৃদয় ফিরিশতারা নিযুক্ত, যেখানে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধির জন্য শরীরকে অনেক বড় করে দেয়া হবে, চামড়াগুলো জ্বলে যাবে, বের হতে চাইবে বের হতে পারবে না, মৃত্যুকে ডাকবে মৃত্যু আসবে না-ভয়ংকর শাস্তি যা অনন্তকাল ব্যাপী চলতে থাকবে।
- তুমি অগ্রগামী হও সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে যেখানে রয়েছে চিরন্তন সুখ, যা মন চাইবে তাই পাবে, যা আদেশ করবে তাই দেয়া হবে, জেনে রেখো দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূরনের স্থান নয়, জান্নাতই হচ্ছে এমন জায়গা যা তোমার সব আকাঙ্খাকে পূর্ন করবে। চির কিশোর সেবকগন, চির যৌবন সঙ্গিনীগন, ফলমুল, গোশত, দুধের-মধুর-শরাবের নহর, উত্তম বাসস্থান ও বিছানা, চির আরাম, চির যৌবন, চির সুখ। অসংখ্য নেয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে তুমি আল্লাহকে দেখবে। শুধু তোমাকে এটা বলাই যথেষ্ট মনে করছি- সবচেয়ে কম মর্যাদার যে জান্নাত লাভ করবে তা হবে দুনিয়ার দশটির সমান!!!
- সুতরাং হে মুসলিম, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, এই বার্তা তোমার কাছে পৌছার পর আশা করি তা তোমার পরিবর্তন এবং সংশোধনে যথেষ্ট হবে, গতানুগতিক চিঠি হিসেবে নিও না যা পড়ে ফেলে দেয়া হয়- আল্লাহর জন্য বলছি এর দ্বারা নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা কর। আর তোমার অবস্থা যদি উত্তম হয় এর চেয়ে যা উল্লেখ করলাম-আল্লাহর কাছে কামনা করি তোমাকে তিনি দৃঢ় রাখুন-মাওত পর্যন্ত লেগে থাকো উত্তম ঈমানসহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার অনুগ্রহে ভাল কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। সলাত এবং সালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আপনার দোয়ায় আল্লাহর এ ক্ষুদ্র বান্দাহকে ভুলবেন না (ময়দান থেকে একজন মুজাহিদ)।

সুখবর সুখবর সুখবর

শীঘ্রই আসছে বাংলা ভাষায় অনুদিত, মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর সুযোগ্য ছাত্র শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আসীম আল মাকদিসী রচিত- هذه عقيدتنا

"এটিই আমাদের আক্বীদা"

নামক আক্বীদার উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

আরো আসছে বাংলা ভাষায় অনুদিত মহান শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর সুযোগ্য ছাত্র শাইখ আব্দুল ক্বাদীর ইবন আব্দিল আযিয রচিত:

"وجوب الا عتصام بالكتاب والسنة (منهج أهل السنة والجماعة)"

"কিতাব এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার বাধ্যবাধকতা (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আর মানহাজ)"

নামে অপর একটি কিতাব।

মুসলিমদের প্রতি আহবান

প্রিয় দেশবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা!
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করে এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য, যাতে থাকবে না কোন অংশিদার।
আমাদের মাঝে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এই শিক্ষা দেয়ার জন্য যে, আমরা কিভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে তাগুতকে বর্জন করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "প্রত্যেক উম্মাতের মাঝেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত কর এবং সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন কর।" (সুরা নাহাল ১৬: আয়াত ৩৬)

তাগুত : মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ বা উপাস্যের আসনে বসিয়ে যার ইবাদাত বা আনুগত্য করে এবং কোন ব্যাপারে যাকে আল্লাহর সাথে শরীক করে। তবে সেই অংশীদার ইলাহকে বলা হয় "তাগুত"। ক্ষমতাসীন তাগুত হল: আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী কাফির, মুরতাদ শাসক, অর্থাৎ যে শাসক ক্ষমতার বলে হারামকে হালাল করে। যেমন : যিনা, সূদ, মদ্যপান বা অশ্লীলতার অনুমোদন দেয়া, কিংবা হালালকে হারাম করা। যেমন: সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাঁধা দেয়।
অনুরুপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরিকৃত মানব রচিত সংবিধান দিয়ে শাসন করে, সে হল ক্ষমতাসীন "তাগুত"।
কোন মুসলিম ভূখন্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান চলতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম বাস করা সত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান কার্যকর নেই। উপরন্ত দেশের জেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত নিম্ন ও উচ্চ আদালত গঠন করে যে বিচার কার্য পরিচালনা করা হচ্ছে, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে মানব রচিত সংবিধান। যে সংবিধান প্রনয়ণ করেছে কিছু জ্ঞান পাপী মানুষ। কথা ছিল মানুষ হিসেবে একজন মানুষের কাজ হবে আল্লাহর দাসত্ব করা ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা। কিন্তু সেই মানুষ নিজেই আল্লাহ বিরোধী সংবিধান রচনা করে আল্লাহর বিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।
এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাই কুফুরী ব্যবস্থা। কেননা মহান আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রসহ যে কোনো জীবন ব্যবস্থা অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো সুযোগ মুসলিমদের জন্য নেই। উপরন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় সমাসীনরা আল্লাহ বিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছে, তা একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোথাও কাফের মুশরিক রচিত গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইত্যাদির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না।
এধরণের প্রত্যেকটি মানবরচিত ব্যবস্থাই আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী। কাফির, মুশরিক ও ইহুদীদের মস্তিষ্ক প্রসূত এসব মতবাদ প্রনয়ণ করা হয়েছে মুসলিমদের আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার জন্য। কাজেই এদেশের মুসলিম জনতার আজ ভাবার সময় এসেছে।

তাই আল্লাহর কতিপয় বান্দারা, আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে, আল্লাহর হুকুম ও ঈমানের দাবীকে সামনে রেখে, এই প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্বীকার করে। পাশাপাশি যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করে, দাওয়াত, হিজরত ও জিহাদকে একমাত্র দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা নববী পন্থায় দ্বীন কায়েমের বদ্ধ পরিকর। অতএব, সকল মুসলিম ভাই ও বোনের প্রতি আমাদের আহবান আপনারা তাগুতকে পরিহার করুন এবং সত্যিকার দ্বীন কায়েমে সহায়তা করুন।

"তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত ২১৬)

উবাদা বিন সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"একজন শহীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাতটি পুরস্কার লাভ করেন;

১) তাঁর রক্তের প্রথম ফোঁটা পরার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।
২) তিনি জান্নাতে তাঁর মর্যাদা দেখতে পারেন।
৩) ঈমানের পোশাকে তাকে আচ্ছাদিত করা হয়ে থাকে।
৪) তাঁকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়।
৫) হাশরের ময়দানের ভয়াবহ চিন্তা-উৎকণ্ঠা থেকে তিনি নিরাপদে থাকবেন।
৬) তাঁর মাথায় একটি সম্মানের মুকুট স্থাপন করা হবে।
৭) তিনি তাঁর পরিবারের সত্তর জন সদস্যের জন্য শাফায়াত করার সুযোগ পাবেন।" (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃষ্ঠা ৪৪৩)